ড. হায়কল বিরচিত "হায়াতু মুহাম্মদ": সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মুহাম্মদ আন্‌ওয়ারুল কাবির

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার - ২০৯

শিক্ষাবর্ষ: ২০০৩-২০০৪

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

429904

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

২২ জুন, ২০০৮

Dhaka University Library
429904

Dhaka University Institutional Repository

ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dr.A.B.M. Siddiqur Rahman Nizami
Professor
Department of Arabic
University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh.

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক মুহাম্মদ আন্ওয়ারুল কাবির কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য দাখিলকৃত **ড. হায়কল বিরচিত "হায়াতু মুহাম্মদ": সমালোচনামূলক পর্যালোচনা** শীর্ষক গবেষণা থিসিসটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয়েছে। আমার জানামতে ইতোঃপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয় নি। আমি গবেষণা থিসিসটির পাণ্ডুলিপির আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্যে অনুমোদন করছি।

429004

22/05/08

(ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **ড. হায়কল বিরচিত "হায়াতু মুহাম্মদ": সমালোচনামূলক পর্যালোচনা** শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এর পূর্বে অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ করি নি এবং অন্য কোন ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় উপস্থাপন করি নি।

মুহাম্মদ আন্ওয়ারুল কাবির
22/6/08
(মুহাম্মদ আন্ওয়ারুল কাবির)
এম ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নং: ২০৯
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৩-২০০৪

4239[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাকে এ অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার তাওফীক্ব দিয়েছেন। প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অসংখ্য দুরূদ ও সালাম যিনি উম্মতকে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য তাকিদ দিয়েছেন।

আমি এ অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনা করতে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে, যাঁরা আমাকে *ড. হায়কল বিরচিত "হায়াতু মুহাম্মদ " : সমালোচনামূলক পর্যালোচনা* শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের সুযোগ করে দিয়েছেন। আলোচ্য অভিসন্দর্ভ রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার শ্রদ্ধাভাজন তত্ত্বাবধায়ক আরবী বিভাগের অধ্যাপক, ড. এ. বি. এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী (আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক হায়াত বৃদ্ধি করে দিক) তাঁর অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণা পদ্ধতিসহ সার্বিক বিষয়ে আমাকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন । এ উদারতা ও মহানুভবতার জন্য আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আজকের এ দিনে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার আব্বা জনাব মাস্টার আনোয়ারুল কাদের ও আম্মা আনোয়ারা বেগম যাঁদের উছিলায় আল্লাহ ছুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে এ পৃথিবীর আলো বাতাসে বেড়ে উঠার সুযোগ দিয়েছেন। এ থিসিস রচনার সময় যাবতীয় দিকনির্দেশনা,পরামর্শ ,দু'আ,সর্বোপরি ধৈর্য্যের সাথে কাজ করার প্রেরণা যুগিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ স্যার, শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান, অধ্যাপক ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক ড. মুহম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. আ. স. ম. আব্দুল্লাহ, জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমীন ,গবেষণাক্ষেত্রে যাঁদের আন্তরিক পরামর্শ ও সহযোগিতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার শিক্ষাজীবনের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমন্ডলী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রশীদ, ড. আনোয়ারুল হক খতীবী, ড. এ এফ এম আমিনুল হক, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. আ. ক .ম .আবদুল কাদের, ড. আহসান সাইয়েদ, ড. আহমদ আলী, অধ্যাপক মফিজুল হক, অধ্যাপক আ স ম আব্দুল মান্নান চৌধুরী , জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল, অধ্যক্ষ মাওলানা সায়্যিদ আবু নোমান , মাওলানা সায়্যিদ আনোয়ার হোসেন তাহের জাবেরী আল মাদানী (খতিব,আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ,চট্রগ্রাম) মাওলানা মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ , মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দীন জাফরী, মাওলানা ছাবের আহমদ , মাওলানা কাজী আবদুল হালীম , মাওলানা নিজামুদ্দিন, মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ, মাওলানা কাজী মোস্তফা , মাওলানা কাজী কারিমূল হক , শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই কামরুল হাসান মিন্ত স্নেহভাজন ছোট ভাই মুহাম্মদ আন্ওয়ারুল আলম(মনজু) ,মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম(মাছুম), মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন (রিয়াদ), নাজমুল হাসান (টিটু)ও শ্রদ্ধেয় শ্বশুর ইঞ্জিঃ আবুল হাশেম এবং শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ীকে যাঁদের ঐকান্তিক নেক দোয়ায় আমি এ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছি।

আমার জীবনসঙ্গিনী নাসরিন মানুফা পলী আলোচ্য বিষয়ে তাঁর অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও অপরিসীম ধৈর্য সহকারে যে সময়, শ্রম, মেধা, অনুপ্রেরণা ও সাহস দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বন্ধুবর জনাব আল-আমিন ,জনাব ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ আরিফ, জনাব শিহাব উদ্দিন,জনাব হামদুল কাবির, জনাব আজহারুল ইসলাম , জনাব আব্দুল হাফিজ , জনাব রবিউল হক, জনাব আব্দুর রহীম, জনাব এনামুল হক, এবং যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে গবেষণাকাজে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গ্রন্থাগার হতে গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা করেছেন, সে জন্যে তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমার শ্রমলব্ধ কাজটুকু কবুল করে ইহলৌকিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির সুযোগ করে দেন। আমীন।

বিনীত

২২ জুন ২০০৮

মুহাম্মদ আনওয়ারুল কাবির

এম. ফিল গবেষক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঘোষণাপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিশিষ্টার্থক শব্দের তালিকা

সূচিপত্র

ভূমিকা **১২-১৪**

প্রথম অধ্যায়

ড. হায়কলের দেশকাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

মিসর পরিচিতি ১৫

মিসরের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য ১৬-১৭

মিসরের ভূ -রাজনৈতিক ইতিহাস ১৭-২০

উপনিবেশবাদ ২১

মিসরের স্বাধীনতা লাভ ২২

মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা ২৩-৩৩

মিসরের জলবায়ূ ৩৩

রাজ্যের বিভাগ ৩৪

জনসংখ্যা ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ড. হায়কলের জন্মকালে মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা	৩৫-৩৭
ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া	৩৮-৩৯
সামাজিক অবস্থা	৩৯-৪৩
মিসরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি	৪৩-৫০
অর্থনৈতিক অবস্থা	৫০-৫১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ড. হায়কলের জীবন ও সাহিত্যকর্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপস্থাপনা	৫২
জন্ম ও বংশ পরিচয়	৫২-৫৩
শিক্ষাজীবন	৫৩-৫৬
কর্মজীবন	৫৬-৬১
রাজনীতি	৬২-৬৫
হামলা-মামলা, রোগ-শোক, ভ্রমণ ,হজ্জপালন	৬৫-৬৭
সংবর্ধনা	৬৭
ধর্মীয় চেতনা	৬৮-৬৯
শেষ জীবন ও ইন্তেকাল	৬৯-৭০
ড. হায়কলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৭০-৭৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ড. হায়কলের সাহিত্যকর্ম	৭৪
জীবনী সাহিত্য	৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিক প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের সংকলন	৭৬
রাজনীতি বিষয়ক রচনাবলী	৭৬-৭৭
গবেষণা ও দর্শনসমৃদ্ধ ইসলামী সাহিত্য	৭৭
উপন্যাস	৭৭
ভ্রমণ কাহিনী	৭৮
সমালোচনা	৭৮

তৃতীয় অধ্যায়

আরবী জীবনী সাহিত্য

উপক্রমনিকা	৭৯
এক. জীবনচরিত পরিচিতি	৭৮-৮৪
দুই. রচনার সহায়ক উপাদান	৮৪-৮৫
তিন. জীবনচরিতের প্রকারভেদ	৮৫-৮৭
ক্রমবিকাশ	
চার. প্রাক ইসলামী যুগ	৮৭-৮৮
পাঁচ. ইসলামী যুগে আরবী জীবনী সাহিত্য	৮৮-৯২
ছয়. উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ	৯৩-১০০
সাত. আরবী সাহিত্যের পতনযুগ	১০০-১০১
আট. আধুনিক যুগ	১০১-১১২

চতুর্থ অধ্যায়

হায়াতু মুহাম্মদ এর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

ভূমিকা	১১৩

Dhaka University Institutional Repository

রচনার ক্ষেত্রে নীতি অবলম্বন	১১৩-১২০
حياة محمد এর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা	১২১-১২৫
প্রথম পরিচ্ছেদ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (আল মানহাজ আল ইলমি)	১২৬-১২৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দরূদ	১২৭-১২৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ওহী নাযিলের সময় মৃগী রোগের অভিযোগ	১৩০-১৩২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রতিমাদের কথা (কিস্সা আল গারানিক)	১৩৩-১৩৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : যয়নব বিনতে জাহশ (রা)	১৩৫-১৩৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : হস্তি বাহিনী ধ্বংসের কারণ	১৩৯-১৪২
সপ্তম পরিচ্ছেদ : বক্ষবিদীর্ণ (শাক্কুস সদর)	১৪২-১৪৯
অষ্টম পরিচ্ছেদ : নৈশ ভ্রমণ(আল ইসরা) ও নৈশকালে উর্দ্ধারোহন(মিরাজ)	১৫০-১৫৪
নবম পরিচ্ছেদ : ওয়াহদাতুল ওজুদ	১৫৪-১৫৫
দশম পরিচ্ছেদ : একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান	১৫৫-১৫৮
একাদশ পরিচ্ছেদ : পুত্র শোক	১৫৮
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : মুজিযা	১৫৯-১৬৯
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ :হাদীস সংকলন	১৬৯
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : অন্যান্য বিষয়ের পর্যালোচনা	১৭০-১৭৫
উপসংহার	১৭৬
গ্রন্থপঞ্জি	১৭৭-১৮২

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে প্রায়শ ব্যবহৃত বিশিষ্টার্থক

শব্দসমষ্টির (Phrase)কয়েকটি তালিকা

১. আল কুরআন, ২ ঃ১০ ঃ প্রথম সংখ্যা সুরাহর ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের।

২. (সা.) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঃ আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

৩. (রা.) রাযি আল্লাহু আনহু ঃ আল্লাহ তাঁর (পুং) প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন ।

৪. (রা.) রাযি আল্লাহু আনহা ঃ আল্লাহ তাঁর (স্ত্রী) প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন ।

৫. (রা.) রাযি আল্লাহু আনহুম ঃ আল্লাহ তাঁদের (পুং) প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন ।

৬. (রা.) রাযি আল্লাহু আনহুমা ঃ আল্লাহ তাঁদের দুজনের (পুং স্ত্রী) প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন ।

৭. (আ.) আলাইহিস সালাম ঃ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক ।

৮. ই.ফা.বা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

৯. ই. বি ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ

১০.যয়্যাত, তারিখ ঃ আহমদ হাসান যয়্যাত, তারীখ আল আদব আল আরবী ।

১১. হি. ঃ হিজরী

১২. খৃ. ঃ খৃষ্টাব্দ

১৩.. তা. নে. ঃ তারিখ নেই

১৪. তু. ঃ তুলনীয়

১৫. প. ঃ পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যাঙ্গনে যে সব ব্যক্তিত্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তাঁদের মধ্যে ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল (১৮৮৮-১৯৫৬) এর নাম সর্বাগ্রে অগ্রগন্য। আরবী সাহিত্য , সাংবাদিকতা , ও মিসরের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁর বিচরন ধ্রুব তারার ন্যায়। তাঁর রচিত "হায়াতু মুহাম্মদ " (সা.) গ্রন্থটি আরবী সিরাত সাহিত্যে যোগ করেছে নতুন মাত্রা । প্রাচ্যবিদ Emile Dermenghem বিরচিত La Vie de Mohomet নামক সীরাত গ্রন্থের আলোকে সুবৃহৎ পরিসরে তিনি "হায়াতু মুহাম্মদ " গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য হায়কল বিভিন্ন ভাষায় রচিত প্রামাণ্য সীরাত গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করেন । মহানবী (সা.) সম্পর্কে আবেগের আতিশয্য ও বিরুদ্ধবাদীদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে অত্যুক্তি ও বিভ্রান্তি নিরসনের প্রয়াস পান।

যুগে যুগে এ পৃথিবী পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানবতাকে আলোর পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত হয়েছেন অগণিত নবী ও রাসূল । যাঁদের সংস্কারমূলক শিক্ষার আলোকে মানব জাতি জমাট বাঁধা অন্ধকারে আলোর দিশা পেয়েছে - ইতিহাসে তাঁদের অমর কৃতিত্ব বিদ্যমান। তন্মধ্যে আদর্শ মহামানব হিসেবে যাঁকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেয়া হয় যিনি পৃথিবীর সফল সমাজ সংস্কারক , অর্থনীতিবিদ , সমরনায়ক, ও রাষ্ট্রনায়কের কাছে অনুকরণীয় এবং অনুপম উপমা আদর্শের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ; তিনি হলেন মহান আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মত সর্বগুণে গুণান্বিত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আদর্শ মহামানব বিশ্বজগতে দ্বিতীয়টি নেই । তিনি যে শুধু মানুষের জন্য পূর্ণ আদর্শ ছিলেন তা নয় । সমগ্র সৃষ্টির জন্য তিনি ছিলেন চিরন্তন আদর্শ । তিনি সকল জাতির , সকল দেশের সকল যুগের সমস্ত বিশ্বের জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন । ইরশাদ হচ্ছে, " আপনাকে এ বিশ্ব চরাচরে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। [১] একবার কিছু লোক হযরত আয়িশা (রা) কে রাসুল (সা.) এর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলার জন্য আরজ করলেন। জবাবে হযরত আয়িশা (রা) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন , তোমরা কি কুরআন পড় না ? রাসুলুল্লাহ (সা.) এর চরিত্র ছিল জীবন্ত কুরআন ।[২]

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (আল মানহাজ আল 'ইলমি) অনুসরন করেন। তাঁর রচনার শৈল্পিক দোষগূণ পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনার চেষ্টা করেছি। একটি ভূমিকা, চারটি অধ্যায় ও একটি উপসংহার এবং গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপন করার মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন করি। প্রথম অধ্যায়ে মোট দুইটি পরিচ্ছেদ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুইটি ও তৃতীয় অধ্যায়ে মোট আটটি পরিচ্ছেদ ও চতুর্থ অধ্যায়ে বারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ড. হায়কলের দেশকাল তথা মিসর পরিচিতি , ভৌগলিক অবস্থান , মিসরের ভূ - রাজনৈতিক ইতিহাস , স্বাধীনতা লাভ, উপনিবেশবাদ, রাজনৈতিক অবস্থা জলবায়ূ ,রাজ্যের বিভাগ , জনসংখ্যা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া , সামাজিক অবস্থা , মিসরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি , অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

----

১. আল কুরআন , ২১: ১০৭।

২. ইবন হিশাম ; সীরাতুন্নবী , ২য় খন্ড, অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদ , ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , পৃ. ২৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ড. হায়কলের জীবন ও রচনাবলী/ সাহিত্যকর্ম, হায়কলের জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন ,রাজনীতি, হামলা-মামলা রোগ শোক ভ্রমন হজ্জপালন,সংবর্ধনা ,ধর্মীয় চেতনা ,ইন্তেকাল, ড. হায়কলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ড. হায়কলের সাহিত্যকর্ম , জীবনী সাহিত্য, সাহিত্যিক প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের সংকলন , রাজনীতি , গবেষণা ও দর্শন সমৃদ্ধ ইসলামী সাহিত্য , উপন্যাস ,ভ্রমণ কাহিনী , সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থরাজী ও বর্ণনা প্রদত্ব হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আরবী জীবনী সাহিত্য , জীবন চরিত পরিচিতি , রচনার সহায়ক উপাদান , জীবন চরিতের প্রকারভেদ , ক্রমবিকাশ , প্রাক ইসলামী যুগ , ইসলামী যুগে আরবী জীবনী সাহিত্য , উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ এবং আধুনিক যুগের বর্ণনা প্রদত্ব হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় , حياة محمد এর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা , রচনা , রচনার ক্ষেত্রে নীতি অবলম্বন , বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরন , দরূদ শরিফ সংযোজন না করা, হস্তি বাহিনী ধ্বংসের কারন , বক্ষ বিদারন, নৈশ ভ্রমণ(আল ইসরা) ও নৈশকালে উর্দ্ধারোহণ (মিরাজ) , ওয়াহদাতুল ওজুদ, একাধিক স্ত্রী গ্রহন , মুজিযা অস্বিকারকারীর এক শ্রেণীর পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের ঠুনকো যুক্তির বেড়াজালে লেখক জড়িয়ে পড়েছেন ।

পরিশেষে বলা যায় ড. হুসায়ন হায়কল সমসাময়িক যুবকদের সাম্রাজ্যের বলয় থেকে বের করে এনে মহানবী (সা.) এর আদর্শে আদর্শায়িত করার জন্য তিনি কলম যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁর রচিত হায়াতু মুহাম্মদ আরবী সাহিত্যের এক অমুল্য সম্পদ । গ্রন্থটি কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী গ্রন্থই নয় , মিসরের জাতীয়তাবাদের মুখপত্র হিসেবে ও এ গ্রন্থটি ভূমিকা পালন করে। মহানবী (সা.) এর আদর্শ ও শিক্ষা আমাদের জীবনে অনুসরণ ও বাস্ত বায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের যথার্থ কামিয়াবী । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মহান আদর্শে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন এবং আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন । আমীন !

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১.মিসর পরিচিতি

প্রাচিন সভ্যতা সংস্কৃতির লালনকেন্দ্র মিসর[১] সুপ্রাচিন কাল থেকে বিভিন্ন বৈদেশিক ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনাধীনে ছিল। বেবলনীয় গ্রীক প্রভৃতি প্রাচিন জাতিসমুহ সেখানে বসবাস করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগ স্থলে অবস্থিত হওয়ায় এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসিদের সংমিশ্রিত সাংকৃতিক প্রভাব সেখানে পড়েছে ।

----

১. মিশর শহরটির সুচনা হয় খৃ.পূর্ব ৩৪০০ অব্দে । শব্দটির তাহকীক সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

ক. আরবিতে একটি নামপদ বিভক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ্য হিসেবে মিসর শব্দটি দুই কারক বিশিষ্ট منصرف এবং مذكر পুংলিঙ্গবোধক। ইহা দ্বারা মিসরের প্রাচিন কথিত প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ মিসরবাসী বারবার ও কপটিক সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষকে বুঝায় ।

বাইবেলে বর্নিত বংশ তালিকা অনুযায়ী মিসরকে বলা হয়েছে হামের পুত্র । এই হাম হলেন নুহ (আ) এর পুত্র।

খ. হাবশী অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে মিসর শব্দটি মিসরাইম বা মিসরাম থেকে এসেছে। মিসরাম হলেন তাবলীলের পুত্র। তাবলীল ছিলেন মহাপ্লাবনের পরবর্তী আমলে মিসর শাসনকারী বীরপুরুষদের একজন।

গ. আরবি জাতিবাচক বিশেষ্য মিসর দুই কারক বিশিষ্ট এবং পুংলিঙ্গ বহুবচনে আমছার, ইসলামের প্রথম যুগে এর দ্বারা আরবের বাইরে আরব বিজিত অঞ্চলের রাজধানী ও প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মুসলিম বসতিকে বুঝাত । দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য ,আবু দাউদ বর্নিত হাদিস,জিহাদ .বাব ২৮ এ বলা হয়েছে তোমাদের হাতেই আমসার বিজিত হবে।" এছাড়াও হাদিস শরিফের বর্ণনায় যে কোন শহরকে মিসর বলা যেতে পারে।

ঘ. আক্কাদীয় ভাষায় মিসর দ্বারা সীমান্ত, সীমান্তচিহ্ন, এলাকা বুঝায়। এর মাস্‌সারতু রূপের অর্থ পর্যবেক্ষণ, প্রহরা ,প্রহরীভবন, প্রতিরক্ষা ক্রিয়ারূপ মুসসুরু অর্থ সীমান্ত নির্ধারণ করা।

ঙ. য়াহুদী আরামী ভাষায় মিসর মেসরানা বলতে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ও সিমানা নির্ধারিত এলাকাস্বরুপ কোন বাড়ি বা ময়দান বুঝায়।

চ. পুরাতন আমলের অভিধানে মিসর শব্দের অর্থ সীমান্ত ফাঁড়ি ও সীমান্ত (হাদ্দ) এবং এমন কিছু যা দুটি অঞ্চলকে (যেমন বসরা ও বাক্কা) পৃথক করে । (লিসানুল আরব ৭ম খণ্ড ২৩-৪)

মিসর শব্দ অতি প্রাচিন কাল থেকে ভারতে প্রচলিত আছে । উইলসন প্রভৃতি পন্ডিতগন অনুমান করেন ভারতীয় উত্তরাধিকারী ব্রাহ্মণগণ অতি প্রাচিনকালে আফ্রিকার উপকূলে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন তদানুসারে মিশ্র শব্দের অপভ্রংশে মিসর হয়েছে।

কেহ কেহ বলেন যে, সংকৃত মিশ্র (to mix) ধাতু থেকে মিসর শব্দের উৎপত্তি ।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা নামক গ্রন্থে বৃটিশ মিউজিয়ামের ঐতিহাসিক পন্ডিত রোজিনাল্ড স্টুয়ার্ড পুল (Reginald stuart) মি. পিক্টের মতানুসারে লেখেন ইহা সংস্কৃত গুপ্ত (to guard) ধাতু হতে উৎপন্ন । ইজিপ্ট অর্থ সুরক্ষিত দেশ।

মিসরের দ্বিতীয় অর্থ কৃষ্ণদেশ, ইজিপ্টের ভুমি কৃষ্ণবর্ণ বলে এ নামের উৎপত্তি হয়েছে। (বিশ্বকোষ ; কলকাতা ১৩১১,পঞ্চদশ ভাগ, পৃ.০২)

Dhaka University Institutional Repository

মিসরের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যঃ

উত্তরে এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্য সাগর পূবে ফিলিস্তিন ,আকাবা উপসাগর, দক্ষিনে সুদান এবং পশ্চিমে লিবিয়া। উহার আয়তন প্রায় ৯,৯৮,০০০ বর্গকিলোমিটার।[২]

ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মিশরকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১.সাইনাই উপত্যকা;

২.পূর্বাঞ্চলের উচ্চভূমি ;

৩.নীলনদের উপত্যকা;

৪.পশ্চিমাঞ্চলের মরূভূমি।

সাইনাই উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ হতে ২৫০০-৫০০০ ফুট উচু এই অঞ্চলের উচ্চতম শৃংগ সাইনাই উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ হতে ২৫০০-৫০০০ ফুট উচু এই অঞ্চলের উচ্চতম শৃংগ ক্যাথারিনা (৮৬৬০ ফুট)। উওর - পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি। উত্তরে ভূমধ্যসাগরের দিকেও ভূমি তুলনামূলকভাবে সমতল । সমগ্র সাইনাই উপত্যকা অতিশয় শুষ্ক।

উত্তর দিকে ৬ ইঞ্চি এবং দক্ষিনাঞ্চলে ২ হতে ৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। মাঝে মাঝে শুষ্ক নদীগর্ভ দেখা যায় । এদের কোন কোনটি বেশ গভীর । সামান্য বৃষ্টিপাতেই স্থানীয়ভাবে বন্যা দেখা দিতে পারে । উত্তরের বৃহৎ অংশ অশক্ত বালুপূর্ণ মাঝে মাঝেই বালিয়াড়ি দেখা যায় । ফলে স্থায়ী লোকালয় তুলনামূলকভাবে কম। সাইনাই প্রধানত বেদুঈন জীবন যাত্রার জন্য উপযুক্ত হলেও কোন কোন স্থানে চাষাবাদ হয় । আল-আরিশ, আলু আওজা, নাখলা প্রভৃতি স্থানে কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় ।

পূর্বাঞ্চলের উচ্চভূমি লোহিতসাগর ও নীল উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত । এ অঞ্চলের সাধারণ উচ্চতা সাইনাই উপদ্বীপের উচ্চতা অপেক্ষা কম । এগুলি প্রধানত পশ্চিমে নীলনদের দিকে গেছে ; কয়েকটি পূর্বে লোহিত সাগরের দিকে গেছে। সাইনাই উপদ্বীপ অপেক্ষাও কম বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চল কৃষি কাজের জন্য আরও বেশি অনুপযোগী।

----

২. আল মুনজিদ, দার আল মাশরিক পাবলিশার্স, বৈরুত, লেবানন ১৯৭৫, পৃ.৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

মিসর নীলনদের দান-মিসরের উর্বর এবং জনবহুল এলাকা এই নদীর দুই ধারেই অবস্থিত । কৃষি কাজের জন্য এই নদীর ব্যবহার অতি প্রাচীনকালেও করা সম্ভব বলেই এই পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও বর্ণাঢ্য সভ্যতা জন্মলাভ করেছিল। মিসরের দক্ষিনতম সীমান্তে অবস্থিত প্রথম শৈল বিপত্তি হতে কায়রো শহর পর্যন্ত নীলনদের উভয় পার্শ্বে ২ হতে ১০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল উর্বর ও সবুজ ।[৩]

তার পর উভয় দিকেই ধূসর মরুভূমি। কায়রোর নিকট হতে নদীটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে । পূর্বদিকের অংশটি দামিয়েতা শাখা " এবং পশ্চিমদিকের অংশটি বোজেটা শাখা নামে খ্যাত। এই দুই শাখার মধ্যভাগে অবস্থিত প্রায় ত্রিভূজাকৃতির ৮৫০০বর্গমাইল এলাকা মিশরের সর্বাপেক্ষা উর্বর অংশ এবং এ অঞ্চল ব-দ্বীপ নামে পরিচিত।

সর্বাপেক্ষা উর্বর অংশ এবং এ অঞ্চল ব-দ্বীপ নামে পরিচিত। নীল উপত্যকার পশ্চিমে অতি বৃহৎ মরুময় এলাকা অবস্থিত। অশক্ত ও সঞ্চরনশীল বালুরাশি ও বালিয়াড়ি ছাড়াও এ এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে নিম্ন কতকগুলি মরূদ্যান ও ভূভাগ রয়েছে । আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিন পশ্চিমে অবস্থিত কাতারা নিম্নভূমির আয়তন কয়েক সহস্র বর্গমাইল । এছাড়া দাখলা ,গারগা ,বাহারিয়া, সিয়া ,ফাইয়ূম ,জারাবুর, কুফরা, ফারাফরা উল্লেখযোগ্য নিম্নভূমি। নিম্নভূমিতে পানি লবনাক্ত হওয়ায় এই সমস্ত এলাকায় কৃষিকার্য হয়না। অন্যান্য নিম্নভূমিতে পানি লবনমুক্ত হওয়ায় সীমিত পরিমানে চাষাবাদ হয়।[৪]

মিসরের রাজনৈতিক ইতিহাসঃ

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.)এর শাসনামলে ৬৩৯/৬৪০/৬৪১খৃ.[৫] আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে মুসলমানগন প্রথম মিসর জয় করেন ।

----

৩. নীলনদের গতিপথের কয়েকস্থানে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত গ্রানাইট পাথরের অবস্থানের ফলে নদী এদের ক্ষয় করে গভীরতা লাভ করতে পারে নাই । এই তীক্ষ্ণ পাথরগুলোর উপর দিয়েই তীব্র পানির স্রোত প্রবাহিত হয়েছে । নৌ চলাচলের পক্ষে এটা বড় বাধা। সমগ্র নীলনদে চারটি শৈল বিপত্তি আছে ; শুধু এদের প্রথমটি মিসরে অবস্থিত।

৪. শফিউদ্দিন জোয়ারদার : আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য (দ্বিতীয় খন্ড) পৃ.২৫৩-২৫৪.বাংলা একাডেমী ঢাকা জুন ১৯৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারের মিসর জয়ের প্রায় একহাজার বছর পর মুসলমানগন কর্তৃক মিসর বিজিত হয় । [৬] ইসলামী বিজয়ের ফলে মিসরের প্রাচীন ক্বিবতী ভাষা ও প্রাচীন খৃষ্টধর্ম পরিবর্তিত হয়ে আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্ম তার স্থান দখল করে। মিসরের অধিবাসিরা ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহন করে আরবি ভাষা চর্চা করতে থাকে ।

৭৫০খৃ. বাগদাদে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় একশত বছর পর্যন্ত আব্বাসিয়রা মিসর আরব শাসক নিয়োগ করেন । ৮৫৬ খৃ. থেকে তারা মিসরে তুর্কী শাসক নিয়োগ করতে শুরু করেন।[৭]

দুই শতাব্দির অধিককাল আরব সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশরূপে শাসিত হবার পর ৮৬৮ ও ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দুটি তুর্কি বংশ মিসর শাসন করেন ৯৬৯ খৃ.হতে ১২৫০ খৃ. পর্যন্ত মিসর শাসন করে ফাতেমী ও আইয়ূবী বংশ।[৮]

৮৫০-১২৫০ খৃ. পর্যন্ত মিসরে তুর্কি ,কুর্দি এর সিরাকসিয়ান শাসকগন শাসন করেন। ৮৬৮ খৃ. থেকে ৩৭ বছর পর্যন্ত আহমদ বিন তুলুন নামক একজন বিজ্ঞ শাসক মিসর শাসন করেন । ৯৩৫ খৃ. মুহাম্মদ বিন তুজ্জ আল ইখশিদ তুর্কী মিসরের গভর্ণর হন । ৯৫৬-৯৫৮ খৃ. ইখশিদি বংশের পতন পর্যন্ত ابوالمسك كافور মিসরের শাসক ছিলেন।[৯]

----

৫. **Marsoot AFAF Lutfi Sayyid, A short History of Modern Egypt, Cambridge University Press,1994.p-o6**
শওক্বী,দ্বাইফ, আল ফানু ওমাযাহিবুলু ফি আল শে'র আল আরবি, দারুল মাআরিফ কায়রো , মিসর,১৯৬০,পৃ. ৪৫,
Prop.VATIKIOTIS, Modern History of Egypt,Cambridge University Press,1994,P04

৬. প্রাগুক্ত পৃ.১৪।
৭. প্রাগুক্ত পৃ.১৫।

৮. শফিউদ্দিন জোয়ারদার : আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য (দ্বিতীয় খন্ড) বাংলা একাডেমী , ঢাকা ১৯৮৭, পৃ.২৫৫.।

৯.**Marsoot AFAF Lutfi Sayyid, A short History of Modern Egypt, Cambridge University Press,1994.p-o7**-শওক্বী,দ্বাইফ, আল ফানু ওমাযাহিবুলু ফি আল শে'র আল আরবি, দারুল মাআরিফ কায়রো , মিসর, ১৯৬০ , পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

৯৫৮ খৃ.উত্তর আফ্রিকার ফাতেমী বংশীয় ৪র্থ খলিফা মুই ঝঝলি দ্বীনিলাহ সেনাপতি জওহর সাকালীর নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করে মিসর দখল করেন। ৯৬৮-১১৭২ খৃ. দু'শতাব্দিকাল মিসরে ফাতেমী (ইসমাঈ'লী) রাজত্ব কায়েম থাকে । তাদের আমলে মিসর ইসলামী সভ্যতা ও সাংস্কৃতির প্রোজ্জল কেন্দ্র ছিল । কায়রো শহরের প্রতিষ্ঠা এবং আল আযহার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তাদের অন্যতম গৌরবময়কীর্তি।[১০]

অত:পর সালাহউদ্দিন আইয়ূবী কুর্দী ১১৬৯-১১৯৩ খৃ. মিসরে আইয়্যুবি বংশীয় শাসন স্থাপন করেন যা ১১৭১-১২৫০ খৃ. পর্যন্ত ৯০ বছর স্থায়ী হয় । আইয়্যুবী আমল জনকল্যানকর ছিল । সুলতান সালাহউদ্দিন ১১৮৭ খৃ. ক্রুসেডারদের কবল থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার করে তাদেরকে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে বহিস্কার করেন ।[১১]

১১৯৬ খৃ. থেকে ১১৯৯ খৃ.র মধ্যবর্তী সময়ে সুলতান সালাহউদ্দিনের পুত্রগনের মধ্যে কোন্দল ও অবনিবনা শুরু হলে তার ছোট ভাই আল মালিকুল আদিল সিরিয়া ও মিসর অধিকার করে নেন। আদিল সিংহাসনে আরোহন করার সাথে সাথে মিসর ও সিরিয়ায় সালাহউদ্দিনের স্বর্ণযুগ ফিরে আসল এবং আইয়্যুবী সাম্রাজ্য আবার এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হল।[১২]

আইয়্যুবী বংশের সুলতান ১২৩৯ খৃ. বহুসংখ্যক তুর্কী ও কুর্দী ক্রিতদাস মিসরে আমদানী করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন । এরাই পরবর্তীকালে প্রভাবশালী হয়ে মামলুক مملوك বংশীয় শাসন করেন । ১২৫০-১২৫৭ খৃ. পর্যন্ত মিসরে মামলুক বংশের প্রায় ৪৭ জন সুলতান শাসন করেন । তাদের আমলে মিসর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রভাব প্রতিপত্তি ও শৌর্য্যবির্যের অধিকারী ছিল ; জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যকীর্তি বৃদ্ধি পায়। হালাকু খাঁ ১২১৭-১২৬৫ খৃ. কতৃক বাগদাদ বিদ্ধস্ত হবার পর ১২৫০ খৃ. মিসর ইসলামী সভ্যতা ও সাংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠে । ১৪০০ শতাব্দীর শুরুতে মামলুকরা মদীনার শরীফদের নিয়োগ করতেন ।[১৩]

----

১০. Prop.VATIKITIS,Ibid ,P-17.

১১. পূর্বোক্ত পৃ.১৮

১২. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯শ খন্ড, পৃ .২০৮ ।

১৩. Ibid P-21,Marsoot Sayyed, Ibid p-39

Dhaka University Institutional Repository

১২৫০-১২৮৩ খৃ. বাহরী মামলুকগন তাতারীয়দের হামলা থেকে পালিয়ে এসে বিভিন্ন ইসলামী দেশে আশ্রয় গ্রহন করেছিল । এই সকল মামলুক স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী ,নির্ভীক বাহাদুর ছিল । ফাতিমী খলিফা মালিক সালিহ্ নাজমুদ দীন তাদেরকে খরিদ করে নিজের দেহ রক্ষীবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং তাদেরকে অনেক সরকারী উচ্চ পদে নিয়োগ দেন । আইয়্যুবী সাম্রাজ্যের দূর্বলতার সুযোগে এবং প্রশাসনে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার কারনে অবশেষে মিসরের সিংহাসন অধিকার করে নেন। বাহরী মামলুকদের মধ্য থেকে চব্বিশজন শাসনকর্তা মিসরের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন।[১৪]

মালিক জাহির রুকনুদ্দীন বুনদুকদারী মিসরের মামলুক শাসনকর্তাগনের মধ্যে সর্বপ্রথম পরাক্রমশালী শাসনকর্তা ছিলেন। বারকুকের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যায়নুদ্দীন ফারাজ ১৩৯৮ খৃ. সিংহাসনে আরোহন করেন ।

তুর্কীদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান এই যে তাঁরা চার শতাব্দি ধরে আরব বিশ্বকে ইউরোপীয় খৃষ্টানদের হামলা থেকে রক্ষা করেছেন ।[১৫]

উসমানী শাসনামলের প্রথম পর্যায় (১৫১৭-১৭৯৮ খৃ.):

সুলতান সালীম মিসর অধিকার করার পর হালাব এর শাসনকর্তা খয়রবেকে যিনি মামলুকগনের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে উসমানী তুর্কীদিগকে সাহায্য করেছিলেন মিসরে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করত ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন । ১৫৫২ খৃ. খয়র বে ইন্তেকাল করেন । তার মৃত্যুর পর হতে মিসরের শাসনকর্তা পাশা ইস্তাম্বুল হতে নিযুক্ত হয়ে আসেন ।

অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভের পর উসমানী সুলতান বাব-ই-আলী মিসরের শাসনকর্তাদেরকে প্রতি দুই বছর পর পরই পরিবর্তিত করতে থাকেন । মিসরে উসমানী শাসনামলে ২৮০ বছরের মধ্যে সে দেশে একের পর এক ১০০ জন শাসনকর্তা আগমন করেছেন। মামলুকগন ও পাশাগনের দ্বৈত শাসনে মিসরের কৃষক শ্রেণী সর্বস্বান্ত হয়ে গেল । অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রজাকূলকে শোচনীয় অবস্থায় নিক্ষেপ করল । ১৬১৯ খৃ. মহামারিতে তিন লক্ষ মিসরীয় প্রাণ হারায়। ১৬৪৩ খৃ. মহামারিতে হাজার হাজার গ্রাম উজার হয়ে যায়।[১৬]

---

১৪ . প্রাগুক্ত, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খন্ড, পৃ .২০৯ ।

১৫. Peter Mans-field, the Arabs, P-75,London,1976.

১৬. P.K.Hitti, History of the Arabs,P-719-720.London 1951.

Dhaka University Institutional Repository

উপনিবেশবাদ

১৫১৭ খৃ. তুর্কী সুলত্বান সেলিম -১ মিসরে অভিযান চালিয়ে মামলুকদের পরাস্ত করে মিসরে উসমানী খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করেন,যা ১৮০৫ খৃ. পর্যন্ত স্থায়ী ছিল উসমানী সুলত্বানগন سلطان এর خادم الحرمين البرين والبحر ين উপাধীতে আখ্যায়িত হন । তুর্কী উসমানী শাসনের শেষের দিকে মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে কৃষক ও জনসাধারনের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে যায় । করভারে নিস্পেষিত হয়। অফিস আদালতে তারা আরবীর স্থলে তুর্কী চালু করেন এবং মিসরীয় সংস্কৃতি ধ্বংসের চেষ্টা চালান ।[১৭]

মিসরীয় জনগনের দুর্দশা দুর্ভোগ প্রত্যক্ষ করে উসমানি তুর্কীদের নিপীড়নে অতিষ্ট মিসরীয় জনগনের পুঞ্জিভূত ঘৃণা ও ক্ষোভের প্রেক্ষিতে ফ্রান্স সরকার ১৭৯৮ খৃ. যুবক সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে (১৭৬৯-১৮২১) ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ মিসর অভিযানে পাঠায় । আলেকজান্দ্রিয়ায় মামলুক গভর্ণর ইবরাহীম এই বাহিনীকে পরাজিত করে ১ জুলাই ১৭৯৮ খৃ. মিসরে উপনিবেশবাদ কায়েম করেন। নেপোলিয়নের সাথে প্রায় শতাধিক প্রখ্যাত ফরাসি পন্ডিত বিজ্ঞানী ছিলেন ।[১৮]

নেপোলিয়ন আরবী ভাষায় সর্বসাধারনের জন্য প্রচারিত তাঁর ঘোষণায় মিসরবাসীদিগকে আশ্বাস দিলেন যে,তিনি ইসলাম ও উসমানী খলীফার কল্যাণ কামনায় মিসরে আগমন করেছেন । তাঁর উদ্দেশ্য হল মিসরবাসীকে অত্যাচারী মামলুকগণের কবল হতে মুক্ত করা । মিসরীয় জনগনের মতামত জানার জন্য তিনি উপদেষ্টা পরিষদ ও গঠন করেন ।[১৯]
কিন্তু ইংরেজরা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে যুদ্ধ বন্দীর ন্যায় নিরস্ত্রভাবে ফরাসিদের মিসর ত্যাগের দাবী জানালে ফরাসীরা তা প্রত্যাখ্যান করে মিসরবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করে ২০ মার্চ ১৮০০ খৃ. দুর্গে আক্রমন চালিয়ে বহু সংখ্যক ফরাসীকে হত্যা করে।

ক্লভারের প্রতিরোধের মুখে একমাস যুদ্ধের পর মিসরবাসীরা অস্ত্র সমর্পন করে এবং ১২ মিলিয়ন ফ্রাংক যুদ্ধের জরিমানা প্রদান করে ,ইংরেজদের উস্কানিতে তুর্কীরা বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে ফরাসীদের পরাস্ত করে । অত:পর ২১ জুন ১৮০১ সালে ইঙ্গো ফরাসী তুর্কী ত্রিপক্ষীয় চুক্তি মোতাবেক ফরাসিরা বৃটিশ ও তুর্কী জাহাজে মিসর ত্যাগ করতে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয় । ১৮০১ খৃ. ১৪-৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ফরাসীরা মিসরে তিন বছর তিন মাস উপনিবেশ স্থাপনের পর নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র সাজ সারঞ্জাম এবং জ্ঞানী গুণী পন্ডিতদের গবেষণা উপকরণাদী সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে।[২০]

১৭.Vatikiotis ,ibid P.24-7.Dr Shahata E'asa,Ibrahim, Al Qahira Darul Helal ,Egypt 1958.P181.

১৮.Vatikiotis, Ibid, P-34.

১৯. প্রাগুক্ত, ই. বি, পৃ.২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মিসরের স্বাধীনতা লাভ:

১৭৬৯ খৃ. আলী বে নামক জনৈক মামলূক সামরিক কর্মকর্তা ক্ষমতা দখল করে উসমানী শাসনকর্তা পাশাকে মিসর হতে বাহির করে মিসরের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন । তুর্কী সুলতান সে সময় রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল । তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং জামাতা আবু যাহাব ১৭৭০ খৃ. পবিত্র মক্কায় বিজয় বেশে প্রবেশ করে পবিত্র মক্কার শাসনকর্তা মারীফ এর নিকট থেকে আলী বে' র জন্য মিসরের সুলতান হওয়ার এবং লোহিত সাগর এ ভূমধ্যসাগরের উপর কতৃত্ব লাভের ঘোষনা আদায় করলেন । অত:পর মিসরে ও হিজাযে আলী বের নামাংকিত মুদ্রা তৈরি এবং জুমুআর খুতবায় তার নাম উচ্চারিত হতে থাকে ।

১৭৭১ খৃ. আবু যাহাব ত্রিশ হাজার সৈন্যের বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করত: দামেশ্ক সহ উহার কয়েকটি শহর অধিকার করে নেন। তিনি নিজের সাফল্যের মোহে অন্ধ হয়ে নিজে পাশা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলেনএবং নিজের মুনিবকে ত্যাগ করে বাব ই আলীর পক্ষে যোগ দিলেন । আলী বে পালিয়ে গিয়ে পবিত্র মক্কায় আশ্রয় নিলেন । অত:পর আলবেনীয় সৈন্যদের সহায়তায় মিসরে প্রত্যাবর্তন করে পূনরায় তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন । উক্ত যুদ্ধে আহত হয়ে তিনি (১৭৭৩ খৃ.) ইন্তিকাল করেন । মিসরের শাসন ক্ষমতা লাভ করার জন্য মামলুকগনের মধ্যে রেষারেষী চলছিল । এমতাবস্থায় মিসরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আকস্মিক ভাবে ১৭৯৮ খৃ. এরূপ এক বৈদেশিক ও শক্তিমান ব্যক্তিত্ব দৃশ্যমান হলেন যিনি মিসরকে কয়েক শতাব্দীর জড়তা ও স্থবিরতা হতে মুক্তি দিয়ে উহাকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে আসেন । উক্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন ফরাসী বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ।[২১]

উসমানী সাম্রাজ্যভূক্ত হওয়ার পর হতে শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মিসরের প্রাধান্য স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায় । বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতি বিকাশের অনুকূল পরিবেশ ছিল অনুপস্থিত। তখনও আল আজহার মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ হিসেবে গণ্য হলেও বস্তুত এর পাঠ্যসূচী, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও তার সংগঠন সবই ছিল স্থবির ও অনড়। পূর্বে লিখিত গ্রন্থাদীর টিকা টিপ্পনি বা ব্যাখ্যা ব্যতীত আলোচ্য যুগে কোন মৌলিক গ্রন্থ প্রণীত হয়নি ।[২২]

----

20. Prof.Dr. Shahata, Ibid, p-212-7

২১. প্রাগুক্ত. পৃ.২১৫ ।

২২. Jamaluddin ash Shayal, Some aspects Intellectual and social life in eighteenth century Egypt in Political social change .ed.P.M.Holt or cit P-118.

Dhaka University Institutional Repository

তবে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা একটা অন্ধকার যুগ হলেও সুফিবাদ, মরমীবাদ বা রহস্যবাদের স্বর্ণযুগ ছিল। কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদের ব্যাখ্যা কোনো মৌলিকত্বের লক্ষন পরিলক্ষিত হয়না বরং দেহ ও মনের নিপীড়ন বা আত্মপ্রবঞ্চনা,পার্থিব জ্ঞান শূন্যতা কুসংস্কারই গৌরবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।[২৩]

It is most likely this awakening would have taken the form of a national revival which would bring back to life the old glorious and the legacy of the past .[২৪]

মিসরের রাজনৈতিক অবস্থাঃ

মুহাম্মদ আলী পাশাঃ

মিসরের রাজনীতির ইতিহাসে অন্যতম ব্যক্তিত্ব মহাম্মদ আলী পাশা । মিসরের ইতিহাসে মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামল একটি উল্লেখযোগ্য বটে। তিনি মামলুক ধনী ও অমাত্যবর্গের প্রভাব প্রতিপত্তি নিঃশেষ করে তাদের স্থলে নিজ বংশের লোকদের জায়গীরদারীর মালিক করে দেন নতুন করারোপ ব্যবস্থা চালু করেন । মিসরের তুলার ব্যবসার উপর ইউরোপীয়দের একচেটিয়া ইজারাদারী খতম করে দেন এবং দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য "দীওয়ান "বা মন্ত্রীসভা কায়েম করেন । মুহাম্মদ আলীর শাসনামলে মিসরে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসার ঘটেছিল । প্রতিভাবান ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইউরোপে প্রেরণ করা হতো বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় রচিত মুল্যবান গ্রন্থাবলী আরবীতে অনুবাদ করার উদ্দেশ্যে রিফায়া তাহতাবী নামক জনৈক পন্ডিতের তত্তাবধানে পরিচালিত একটি দারুত্ তারজামা প্রতিষ্ঠা করেন । বুলাকে একটি সরকারী মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা ও মুহাম্মদ আলীর জ্ঞানানুরাগের ফলশ্রুতি ছিল ।

নাজদ ও হিজাযে ওয়াহ্হাবীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবও ক্ষমতার কারনে তুর্কী সুলতান দ্বারা বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল । সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের (শাসনকাল ১৮০৮-১৮৩৯ খৃ.) নির্দেশে মুহাম্মদ আলী পাশা ওয়াহ্হাবীদিগকে হিজায হতে বহিস্কার করার উদ্দেশ্যে তথায় সৈন্য প্রেরণ করেন । অন্যদিকে তাঁর পুত্র ইব্রাহিম পাশা নিজে নজদ পৌছে ওয়াহবীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাদের শক্তি খর্ব করে দেন ।

----

২৩. প্রাগুক্ত , পৃ. ১২০।

২৪. প্রাগুক্ত , পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৮২০ খৃ. মুহাম্মদ আলী পাশা দক্ষিন সুদান জয় করে মিসরের ক্ষমতা ও কতৃত্বের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করেন । এ সকল বিজয়ের ফলে মহাম্মদ আলী নিজেকে স্বাধীন শাসনকর্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেন । ১৮৩১ খৃ. তার মিসরীয় বাহিনী সিরিয়া আক্রমন করে কূনিয়ার নিকটবর্তী উসমানী বাহিনীকে পরাজিত করে । তুর্কী সুলতান বাধ্য হয়ে সিরিয়াকে মিসরের অধীনে অর্পণ করেন । ১৮৪০ সালে ইউরোপীয় শক্তি সমুহের হস্তক্ষেপের ফলে মুহাম্মদ আলী সিরিয়ার শাসন কতৃত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৮৪১ খৃ.সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ (শাসনকাল ১৮৩৮-১৮৬১ খৃ.) মিসরের শাসন কতৃত্ব মুহাম্মদ আলীর বংশে চিরস্থায়ীভাবে অর্পণ করেন মুহাম্মদ আলী ১৮৪১ খৃ. ইনতিকাল করেন ।[২৫]

শাসন ব্যবস্থা ও সংস্কারঃ

মুহাম্মদ আলী পাশার শাসন ব্যবস্থাকে প্রধানত কয়েকটি দিক থেকে বিচার করা যায়।
এ গুলো হল :
১.ভূমির মালিকানা ও কৃষি সম্পর্কিত ব্যবস্থাবলী
২.লোক প্রশাসন ব্যবস্থা
৩.অর্থ ব্যবস্থা
৪.শিল্প সম্পর্কিত ব্যবস্থাবলী।[২৬]

উসমানী সুলতান তৃতীয় সলীম কতৃক ১৮০৫ সালের জুলাই মাসে মুহাম্মদ আলীকে মিসরের ওয়ালী বা পাশা পদে অনুমোদন আধুনিক মিসরের ইতিহাসে এক অতিব গুরুত্বপূর্ন ঘটনা। ১৮০১ সালের অক্টোবর মাসে ফরাসীদের মিসর ত্যাগের ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে তুর্ক মামলুকদের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় । সৌভাগ্যক্রমে ১৮০৩ সালে এ্যামি (Amions) চুক্তির ফলে ইংরেজদের মিসর ত্যাগ করতে হয় বলে তারা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন চক্রান্তমূলক জাল বিস্তার করতে পারেনি ।[২৭]
অবশেষে এই তীব্র ক্ষমতার দ্বন্দে চতুর্থপক্ষ হিসেবে নবাগত এ উদীয়মান নক্ষত্র মোহাম্মদ আলী জয়মাল্যে ভূষিত হন ।[২৮]

----

২৫. প্রাগুক্ত , ই . বি , পৃ. ২১৬।

২৬. শফিউদ্দীন জোয়ারদার ,আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য ২য় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা পৃ.২৭২।

২৭. Henry Dodwell .The founder of Modern Egypt ,Cambridge Reprint ,1969P.19,13

২৮. প্রাগুক্ত পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী শত্রুমুক্ত হলে মিসরে নামকাওয়াস্তে উসমানী সাবভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । খসরুপাশাকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগের সাথে সাথে পুরনো তুর্কী প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাথা চাড়া দেয় । তুর্কী বাহিনীর একাংশ খসরুর অনুসরন করতে থাকলেও আলবেনীয় অংশ তাদের প্রধান তাহির পাশা অথবা মোহাম্মদ আলী পাশা ব্যতিত অন্য কাউকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক । প্রতিভাধর সেনানায়ক সিদ্ধহস্ত ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলী দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে এই চতুর্মুখী দ্বন্দ্বের সদ্ব্যবহার করে চতুর্থ খাতে গোটা ঘটনাস্রোত প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

প্রফেসর ডডওয়েল এসব বিরোধের এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন । তিনি বলেন **He had aided the Mamlukes to overthrogh khusran Pasha; he had then aided one Mamluke faction against Mamlukes ;and lastly he had haeaded a Cairoans against Khurshid thus Weakening in tern Turkes and Mamlukes alives , but carefully keeping himself in the background ,never committing himself,over deeply to any of the conflicting factions , and at last receiving for himself the sanction of the sultan's authority.** [২৯]

১৮০৫ সালের জুলাই মাসে সুলতান মোহাম্মদ আলী নিয়োগ অনুমোদন করেন বটে মোহাম্মদ আলীর আচরনে তিনি আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেননি । মোহাম্মদ আলী এ সময় দেশের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন । আলফী দক্ষিণ মিসরকে কায়রো হতে বিচ্ছিন্ন রাখে এবং ইংরেজদের সাহায্যে কায়রো দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে । তারা কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে সুলতানকে ১৮০০০০ পাউন্ড কর দেবার প্রস্তাব করে । কাজেই ১৮০৬ সালে মোহাম্মদ আলীকে সালোনিকার গভর্ণর করে বদলীর আদেশ জারি করে তা কার্যকর করার জন্য সুলতান নবনিযুক্ত গভর্ণর মুসা পাশাকে তিন হাজার সৈন্য সহ কায়রোয় প্রেরণ করেন। এই বিপদজনক পরিস্থিতিতে মামলুক সুলিতান ও ইংরেজদের প্রত্যার্পণ করে মিসর ত্যাগ করেন । সুলতান মোহাম্মদ আলীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বহু মূল্যবান উপঢৌকন সহ ইব্রাহীমকে মিসরে ফিরে আসার নির্দেশ দেন । মোহাম্মদ আলী এখন মিসরের অবিসংবাদিত পাশা ।[৩০]

----

২৯. **Abdur Rahman al-Jabariti , Ajaibul Akhbar ,Vol.111 quoted in Rifat Bey op,cit p.32-54.**

৩০. **Dodwell op,cit,P 32,54.**

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যতীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যাবলী ছিল তাঁর ইতিবাচক কর্মসূচী। মামলুক অভিজাতদেরকে পর্যুদস্ত করে মোহাম্মদ আলী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন ,কিন্তু তারা নির্মুলিত হয়নি ।[৩১]

মোহাম্মদ আলী আরবদেশে সামরিক অভিযান প্রেরণ উপলক্ষে মামলুক নিধনের পরিকল্পনা গ্রহন করেন । মোহাম্মদ আলী তার সুযোগ্য পুত্র তুসুনকে সর্বাধিনায়ক করে আরব অভিযানে প্রেরণ প্রাক্কালে ১৮১১ সালের এক শুক্রবার বিকাল বেলায় তাকে বিদায় অভিনন্দন জানানোর জন্য এক মহতি সমাবেশের আয়োজন করা হয় । মামলুকগন ও তাদের সহচরসহ সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে এ মহতি সমাবেশে যোগদান করেন । মোহাম্মদ আলী পাশাকে তারা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করেন । দুর্গস্কয়ার Remeila হতে মোহাম্মদ আলীর প্রাসাদ অবধি রাস্তায় সারিবদ্ধ ছিল আলবেনীয় বাহিনী। প্রাসাদ হতে দূর্গ পর্যন্ত গোটা রাস্তায় সুবিধাজনক স্থানে আলবেনীয় বাহিনীর অবস্থান মামলুকদের মনে কোন সন্দেহ জাগায়নি কেবলমাত্র বাবুল আযাব , তালাবদ্ধ করা হলে তারা বুঝল এটা পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র । প্রতিটি মামলুক গৃহে লুটতরাজ চলে । মামলুক পোষাক পরিহিত ব্যক্তিকে দেখামাত্র হত্যা করার নির্দেশ সূয়চারুরূপে পালিত হয় দীর্ঘ তিনদিন ব্যাপী। তিনদিন পর মোহাম্মদ আলী তার পুত্র তুসুন তাঁদের বাহিনী নিয়ে দূর্গ হতে অবতরণ করে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন এবং লুটতরাজে লিপ্ত কোন ব্যক্তি নিস্তার পেলনা । তড়িৎ গতিতে শহর শান্ত হয়ে গেল ।[৩২] অবশ্য শিশু ও নারীরা রক্ষা পেয়েছিল । মোহাম্মদ আলী তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন ।

অনেকে এ ঘটনার পশ্চাতে দুটি কারণ নির্দেশ করেন ; প্রথমত মামলুকরা তাঁকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, কনস্টান্টিপোলের চাপ ছিল । প্রফেসর উডওয়েল মনে করেন যে মিসরে পাশার তখনও টলটলায়মান অথচ অভিযানের জন্য সুলতান তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে । এমতাবস্থায় মিসরে তার ক্ষমতা হ্রাস করার অর্থই তাকে উৎখাত করার জন্য মামলুকদের পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা মিসরে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করে আরব অভিযানে লিপ্ত হওয়ার জন্যই তাকে মামলুক নিধনযজ্ঞ ঘটাতে হয়।

তিনি যদি সত্যিই নিশ্চিত হতেন যে মামলুকদের দ্বারা তার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই তাহলে অবশ্যই এ কাজ করতেন না।

৩১.Rifaat bey P 39

৩৩.Ibid,P-37

Dhaka University Institutional Repository

He was never a blood thirsty man delighting in slauter for its own sake .But neither was he ever inspired by that tenderness ,for human life whis has grown up in the west in the last centry ,"
তিনি বাস্তবতাকে স্বীকার করেন ।[৩৩] রিফাৎ বে এ ঘটনার উপর তার নিজস্ব মন্তব্য ব্যক্ত না করে স্যার চার্লস মেরী এবং বাউরিং এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন ।

চার্লস মেরী বলেন **"The massacres of the Mamlukes was an a trocious crime,but it was necessary prelude to all subsequent reforms"**এবং **Dr Browing** বলেনঃ **That Mohammed Ali spilt that day , he saved more that one innocent person .**[৩৪]এরূপ মন্তব্যে সম্ভবত কিছু ভাবোচ্ছাস আছে । মোহাম্মদ আলী নারী ও শিশুদের হত্যা না করে তাদের লালন পালন এবং আন্ত বিবাহ নীতির মধ্যে তার দূরদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন ।

মোহাম্মদ আলী পাশার সামরিক সংস্কার

পাশার ভূমি ও ভূমি রাজস্বনীতি প্রবর্তনের ফলে মিসরী সমাজে একটি নতুন আর্থ সামাজিক অবকাঠামোর শাসনের জন্য একটি সামাজিক ভিত্তি রচিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য সামরিক সংগঠনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম । মহান পাশা রণক্ষেত্র হতে মিসরে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের অধীন ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে সামরিক সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । এরপর তিনি অধিক সৈন্য নতুন সামরিক নিয়মের অধীনে আনয়নের চেষ্টা করেন তখন তাদের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হয় । এ জন্যে তিনি অনিচ্ছুক সৈনিকদের বেতন নিয়ে বিদায় গ্রহনের নির্দেশ দেন । এরপর সিপাহী বিদ্রোহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে । বিদেশী পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদিগকে তারা হত্যা করে ।[৩৫]

এরূপ পরিস্থিতিতে পাশা সাময়িকভাবে সংস্কার পরিকল্পনা স্থগিত রাখেন। কায়রোর ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদিগকে গিল্ড প্রধান সৈয়দ মাহরুকীর হিসাব অনুসারে ক্ষতিপূরন দেয়ার সাথে সাথে মধ্যে পাশার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। গণসমর্থনের জোরে তিনি ধীরে ধীরে সেনা ছাউনি কায়রো হতে অন্যত্র স্থানান্তর করেন ।[৩৬]

----

৩৪. **Rifat Bey, P-33**

৩৫. **Misset , March 8 1816, (F.O.24-6) quoted in Dodwell P-63**

৩৬. **Vitakiotis op,cit ,p-33**

Dhaka University Institutional Repository

১৮১৯ সালে সর্বপ্রথম সেনা অফিসার প্রশিক্ষণের জন্য আসওয়ানে একটি সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এক হাজার মামলুক সন্তান নিয়ে সুলাইমান পাশা সর্বান্তকরনে প্রশিক্ষণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন । দীর্ঘ তিন বছর কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে সেনা অফিসারের প্রথম ব্যাচ তৈরি হয় । মহান পাশা অবশেষে ফরাসী কনসাল জেনারেল দ্রেভেতির পরামর্শ গ্রহন করেন । যুগ যুগ ধরে ভূমির সাথে বাঁধা পরিশ্রমী মিসরী সন্তান এবং শহুরে মিসরী সন্তানদিগকে এই নতুন বৃত্তির জগতে আকর্ষণ করে নতুন পরীক্ষায় মেতে উঠেন। আসওয়ানের গ্রাজুয়েট অফিসারদের পরিচালনায় তাদেরকে নিয়ে প্রথম ছয়টি ব্যাটালিয়ান সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বপ্রথম মিসরে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের অভিযাত্রা শুরু হয়।[৩৭]

আধুনিক সেনাবাহিনী গঠনের জন্যে ডাক্তার ,প্রকৌশলী ,রসায়নবিদ , শিক্ষক এবং বিভিন্ন রকমের দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন ছিল । জনশক্তি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কুল হাসপাতাল, ওয়ার্কশপ,অস্ত্রনির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পায় এবং এজন্য ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । প্রথম পর্যায়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার দায়িত্ব ইউরোপীয়দের হস্তে অর্পিত হলেও মোহাম্মদ আলী ১৮১৬ সাল হতে ক্রমবর্ধমান হারে তরুণ মিসরীদেরকে ইতালী ,ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে শিক্ষা মিশনে প্রেরণ করেন ।[৩৮] এই বৈপবিক শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয় করে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা হয় ।

চুড়ান্ত ঐতিহাসিক বিশেষণে মোহাম্মদ আলী পাশা মিসরে একচেটিয়া সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারী রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন । মুসলিম বিশ্বে সম্ভবত তিনিই দেশের অভ্যন্তরে শক্তি কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে সফলতার সাথে নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করেন । সুলতান প্রদত্ব সকল ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দী মালিক ছিলেন স্বয়ং পাশা তার পূর্ববর্তী পাশাদের প্রতিদ্বন্দী ছিলেন শায়খুল বালাদ মামলুক প্রধানগন অথবা আল আজহারের শাইখগণ। মোহাম্মদ আলী পাশা তাদের সবার প্রভাব বিনষ্ট করেন । সেনাবাহিনী হতে তুর্কী বা আলবেনীয়দের প্রাধান্য ক্ষুন্নকরে পাশা আপন পুত্র তুসুন ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে সামরিক সর্বাধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত করেন। কনিষ্ঠ পুত্র সাঈদ ছিলেন নৌ বাহিনীর প্রধান পৌত্র আব্বাস ছিলেন কায়রোর শাসনকর্তা।

----

৩৭. Abdur Rahman ar Rifail Asre Muhammed Ali , 3rd Edn (Cairo-1951)P.386,463

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক বিভাগসমুহের সুশৃংখল শাসনের জন্য শাসনকর্তা উপ-শাসনকর্তা , পরিদর্শক ,মেয়র ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়। তবে নিম্নতম কর্মচারীগন একান্তভাবে উর্ধতন কর্মচারীর নিকট দায়ী ছিল (In a chain of command relation) অতীতের কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরদার , খাজনাদার ,সিপাইদার নামক পদগুলো বিলোপ করে বিভিন্ন কর্মবিভাগে দায়িত্বশীল বিভাগীয় নির্বাহী প্রধান নিয়োগ করা হয় । তারা ব্যক্তিগত ভাবে পাশার প্রতি অনুগত ছিলেন কোন ব্যবস্থার প্রতি নয় । ১৮৩৭ সালে আরো ছয়টি মন্ত্রণালয় যথা স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা , যুদ্ধ বানিজ্য ও অর্থ দফতর গঠন করা হয়।

উচ্চ পদস্ত সরকারী কর্মচারী নিয়ে পাশা একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ বা তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন । সরকারী কাজে তুর্কী ভাষা ব্যবহৃত হয়। সরকারী উচ্চপদে তাঁর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত তুর্কী আলবেনীদেরকে নিয়োগ করেন । স্থানীয় আরবী ভাষাভাষীগন মাঝারী নিম্নপদে স্থান পেতেন ।

সুশৃংখল সমাজ গঠনের জন্য যথাযোগ্য বিচার বিভাগের উপর পাশা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পারত । শরিয়ত কোর্টের প্রাধান্য থাকলেও ফরাসি দেওয়ানি , ফৌজদারি , বানিজ্যিক আইনসমুহের অধ্যয়ন অনুশীলন এর প্রতি তাঁর যথেষ্ট ঝোঁক ছিল ।[৩৯]

আব্বাস ও সাঈদ পাশার শাসনামল (১৮৪৮-১৮৪৩)

মোহাম্মদ আলী পাশার স্থলাভিষিক্ত শাসনকর্তাদ্বয় প্রথম আব্বাস সাঈদ পাশা দূরদর্শিতা , বিচারবুদ্ধি ও প্রশাসনিক যোগ্যতা হতে বঞ্চিত ছিলেন । তাঁরা কখনো ফরাসীদের প্রতি কখনো বা ইংরেজদের প্রতি ঝুঁকে পড়তেন। সাঈদ পাশার শাসনামলের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল সুয়েজ খাল খনন। তিনি তার বন্ধু Ferdinand de lesseps কে উক্ত খাল খননের ঠিকাদারী প্রদান করেছিলেন ।

---

৩৮. আমীর ওমর তুষান , আল বিদআত আল ইলমিয়্যা ফি সইদ মুহাম্মদ আলী (আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৩৪)।

৩৯. মুসা আনসারী, আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, অক্টোবর ২০০৫,পৃ.৪৫,৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাঈল পাশার শাসনামল (১৮৬৩-১৮৭৯)

ইসমাঈল পাশার মধ্যে তাঁর পিতামহ মোহাম্মদ আলী পাশার অনেক গুণের সমাবেশ ঘটলেও তিনি অমিতব্যয়ী ছিলেন । তিনি সুয়েজ খাল খনন বিষয়ক চুক্তিপত্রে অনেকগুলি সংশোধনী অনুমোদন করে নেন। এ সকল সংশোধনীর ফলে তাঁকে অকারনে দূর্ভোগ পোহাতে হয় । ১৮৬৯ খৃ .নভেম্বরে সুয়েজ খালের উদ্বোধন করা হয় । এর ফলে মিসরের উপর ইউরোপীয় শক্তিসমুহের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। ইসমাঈল পাশা স্বাধীন শাসনকর্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন ,কিন্তু তুর্কী সুলতান বাব-ই -আলী তাকে খেদীভ উপাধী দ্বারা ভূষিত করেই সন্তুষ্ট রাখেন সাথে সাথে তুর্কী সুলতানের পক্ষ থেকে মিসর সরকারের উপর আরোপিত করের পরিমান ও বাড়িয়ে দেয়া হয় এর ফলে মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হতে থাকে ।

খেদীভ ও তার স্ববংশীয়দের অধিকাংশলোক মিসরের সকল জমি অধিকার করে রেখেছিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে মিসরের সাধারন কৃষকগণও গুরুত্ব পেতে থাকে । নভেম্বর ১৮৬৯ খৃ. ইসমাঈল পাশা জনগনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে যে উপদেষ্টা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন তাকে কৃষক সমাজের অন্তর্ভূক্ত নম্বরদার বা স্থানীয় গ্রাম্য রাজস্ব আদায়কারীগনই সংখ্যাগরিষ্ট ছিলেন । দেশের শাসনতন্ত্রের সর্বত্রই তুর্কী ও চরকাশীয়গনের প্রাধান্য ছিল । ফলে তাদের বিরুদ্ধে মিসরীয় জনগনের মধ্যে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয় ।মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই অবনতি হচ্ছিল এবং দেশ ঋণের ভারে ডুবেছিল । ইংরেজদের নিকট সুয়েজ খালের অংশসমুহ বিক্রি করে দেওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক দূরাবস্থা বেড়েই চলল । অধিকন্তু ফ্রান্স ও ব্রিটেন মিসরের সরকারী আয় ব্যয়ের তত্বাবধানের দায়িত্ব একটি কমিশনের উপর ন্যাস্ত করল । ইসমাঈল পাশার অমিতাচার ও অমিতব্যয়কে ইস্তাম্বুল কর্তৃপক্ষ সুদৃষ্টিতে দেখছিলেন না । ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সের ইঙ্গিতে বাব-ই-আলী ইসমাঈল পাশাকে পদচ্যুত করে তার পুত্র তাওফিককে মিসরের খেদীভ নিযুক্ত করেন ১৮৭৯খৃ. ।

মিসরে বৃটিশ হস্তক্ষেপের যুগ (খৃ.১৮৭৯-১৮৮২)

তওফিক পাশার শাসনামলে মিসরের উপর ইউরোপীয় শক্তিসমুহের প্রভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে ইতিমধ্যে উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং জনগনের মধ্যে অসন্তোষ ও অস্থিরতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শরীফ পাশা এবং সামরিক বাহিনীর জনৈক কর্মকর্তা উরাবী পাশা জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তারা আল হিজবুল ওয়াতানী (জাতীয়তাবাদী দল) নামক এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন । সেপ্টেম্বর ১৮৮১ খৃ. তাওফীক পাশা শরীফ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন । পরবর্তীকালে শরীফ পাশা পদত্যাগ করলে বারুদী পাশা এবং উরাবী পাশা সমরমন্ত্রী নিযুক্ত হন । মিসরে জাতীয়তাবাদী সরকার কায়েম হওয়ায় ভীত হয়ে বৃটেন ও ফ্রান্স আলেকজান্দ্রিয়ায় তাদের নৌসেনা অবতরন করাল । বৃটিশ বাহিনী ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮২ খৃ. তালুল কাবীর নামক স্থানে উরাবী পাশাকে পরাজিত করে পরের দিন কায়রো অধিকার করে অধিকার করে নেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুগ (খৃ.১৮৮২-১৯৫২)

বৃটিশ সরকারের জোর দাবীর কারনে উরাবী পাশা ও তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তাদেরকে যাবৎজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল । অতঃপর মিসর কর্তা হলেন বৃটিশ শাসনকর্তা লর্ড ক্রোমার আর রফিক পাশা হলেন নামে মাত্র শাসনকর্তা । [৪০] মিসরীয় উজিরগনের সহিত বৃটিশ উপদেষ্টারা কাজ করতেন । বস্তুত তাদের ক্ষমতা উযীরগনের ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক ছিল ।

আব্বাস দ্বিতীয় হিলমীর শাসনকাল (খৃ.১৮৯২-১৯১৪)

তওফিক পাশার পর তার ১৭ বছর বয়স্ক পুত্র আব্বাস দ্বিতীয় হিলমী উপাধী ধারন করে মিসরের খেদীব পদে অধিষ্ঠিত হলেন । লর্ড ক্রোমারের প্রতি তার বিরোধ লেগেই থাকত । কিন্তু তিনি ক্ষমতাহীন শাসনকর্তা লর্ড ক্রোমারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করার ক্ষমতা তার ছিল না ।

ক্রোমার ,গোষ্ট ও কিচেনার ছত্রছায়ায় খেদীভ সরকারের অবস্থান গ্রহণের ফলে সুয়েজ খাল , বৈদেশিক ঋণ, ক্যাপিচুলেশন ইত্যাদি হতে মিসরী সমস্যা সৃষ্টি হয় । মিসরে প্রশাসনিক পূনর্গঠনের জন্য ইস্তাম্বুলস্থিত ব্রিটিশ রাষ্টদূত বিখ্যাত কূটনীতি বিশারদ লর্ড ডাফরিন দীর্ঘ ছয়মাস পরিশ্রম করে ১৮৮৩ সালে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। [৪]

----

৪০. প্রাগুক্ত, ই. বি ,পৃ.২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ডাফরিন রিপোর্ট অনুসারে অর্থ স্বরাষ্ট্র , গণপূর্ত ,সেচ ,পুলিশ এবং সেনাবাহিনী মোটকথা প্রতিটি সরকারী প্রশাসনিক বিভাগের সর্বোচ্চ পদে উপদেষ্টা হিসেবে একজন বৃটিশ কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় । ডফরিন রিপোর্টে ১৮৮২ সালের সংবিধান বাতিল করা হয় । ১৮৮৩ সালের মে মাসের বিশেষ আদেশ বলে দু'কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠন করা হয় ।কক্ষ দুটি

ক) আইন পরিষদ (Legislative Council)

খ)আইন সভা (Legislative Assembly)

উভয় কক্ষ নামকাওয়াস্তে আইন পরিষদ । তবুও বলা যায় সামান্য রদবদল ব্যতিত মোটামুটিভাবে ১৮৮৩ হতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত মিসরী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো মূলত ডরফিন রিপোর্টের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪২

ক্রোমার বলিষ্ট হস্তে ১৮৮২ সাল হতে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত মিসর শাসন করেন । জর্জ ইয়াং ,বিফাৎ বে সহ আরো অনেকে মনে করেন যে ইউরোপীয় লগ্নিপুঁজি উদ্ধার করাই ছিল ইংরেজদের মিসর দখলের কারণ। জর্জ ইয়াং বলেন The main motive of the British occupation was to see that Egypt paid its debt [8]

বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মিসরী কৃষি অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক ছাঁচে ঢালাই করার জন্যই বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন । মিসরের কনসাল জেনারেল হিসেবে ক্রোমারের পদমর্যাদা ছিল অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতের মত , কিন্তু বাস্তবে তিনি যে কর্মী বাহিনী গড়ে তোলেন, তিনিই তাদের প্রকৃত প্রভূ । মোহাম্মদ আলীর পৌত্র খেদীভ ইসমাঈল (১৮৩০-১৮৯৫) মিসরের শাসক (১৮৬২-১৮৭৯) হলে তিনি তার দাদার ন্যায় মিসরের শাসনব্যবস্থা , শিক্ষাবিস্তার ,জ্ঞান বিজ্ঞান , চিকিৎসা, প্রকৌশল , সামরিক প্রশিক্ষণ ইত্যদির ব্যাপারে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেন । সামাজিক অর্থনৌতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় । আরবী ভাষায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয় । এ ব্যাপারে তাকে সহযোগিতা করেন শিক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পাশা মোবারক (১৮২৩-১৮৯৩) সায়্যিদ জামালুদ্দিন আফগানী (১৮৩৮-৯৭) ,মোহাম্মদ আবদুহ (১৮৪৮-১৯০৫) রিফায়া তাহতাভী প্রমুখ । বৈদেশিক ঋনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তার আমলে মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে ফলে ১৮৭৯ খৃ.ইসমাঈল পাশা ক্ষমতাচ্যুত হন ।[৪৪]

----

৪১. Alfred Milner ,England in Egypt ,11th edn ,(London 1904)P-63,66.104-57quoted in P,G,Elggod, The Transit of Egypt (London 1924)P-81-120

৪২. মুসা আনসারী ,আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা ,অক্টোবর ২০০৫,পৃ.২১৮.

৪৩. Georgy Young ,Egypt 2nd edn. (London 1930)P-154.

৪৪. Vatikiotis,P-82-5; শওকী স্বাইফ , দিরাসাত ফি আর শির আল আরবি আল মুআস্বির,দারুল মাআরিফ, মিসর ১৯৫৯. পৃ.৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

অত:পর ১৭৮৯ খৃ. তার পুত্র তওফিক পাশা মিসরের শাসক হন । তিনি দূর্বল মনোবলের অধিকারী হওয়ায় বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি বৈদেশিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৮৮১ খৃ. ৯ সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত মিসরীয় সেনাকর্মকর্তা আহমদ উরাবীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রথম বিদ্রোহ করে।[৪৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিসরীয়গন স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশায় যুদ্ধকালে ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতা করে ; কিন্তু যুদ্ধের পর ইংরেজরা টালবাহানার আশ্রয় নেয়। ফলে মিসরবাসী সাদ জগলুলের নেতৃত্বে স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মার্চ ১৯১৯খৃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন । ইংরেজরা কঠোর হস্তে বিপ্লব দমন করে । আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সাদ জগলুলকে মাল্টা দ্বীপে নির্বাসিত করে। এসব দমন পীড়ন স্বত্বেও ইংরেজরা মিসরে তাদের অবস্থান নিরাপদ করতে পারেনি । অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯২২খৃ. স্বাধীনতার অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় । ফুয়াদ ১ম মিসরের গভর্ণর নিযুক্ত হন । ১৯২৩ খৃ. মিসরের সংবিধান গৃহিত হয় । ১৫ মার্চ ১৯২৪ খৃ.জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ।[৪৫]

জলবায়ু

উষ্ণপ্রধান দেশের অনুরূপ মিসরের বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত ও শুষ্ক। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের সম্পূর্ণ অভাব । এ জন্য মিসরে ঝটিকা বজ্রপাত ইত্যাদি হয় না । সমুদ্রকূলের সন্নিহিত স্থানে কেবল বৃষ্টি হয় । উত্তর দিক হতে বায়ু প্রবাহ বয়ে থাকে । শীত ঋতুই বছরের মধ্যে অতি মনোরম । বসন্ত কালের অবসানে 'সাইমুন' ও' সিরক্কো' প্রভৃতি মরুভূমিতে বিষাক্ত বায়ু বয় । এই বায়ুর সংস্পর্শে প্রাণী মাত্রই মুহূর্তে মৃত্যু বরন করে।

প্রাণীরাজ্যে মিসরের বৈচিত্র নানাবিধ । নীলনদে প্রচুর পরিমানে সিন্ধুঘোটক দেখা যায় । বহু সহস্রবছর হতেই এই প্রাণী মিসরের অধিবাসী নীলনদের কুমির পৃথিবী বিখ্যাত । গৃহপালিত পশু পাখি ছাড়াও হায়েনা, শৃগাল ,শৃঙ্গ বিশিষ্ট সাপ এখানকার অদ্ভুদ জন্তু । পঙ্গপাল প্রচুর দেখা যায়।
ধান ,ভূট্টা, বাজরা, তুলা যব ,গম ,পলান্ড, শশা কাকূর, ইক্ষু ,আহিফেন , তামাক পাট এর নীল প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য । ভূমি অত্যন্ত উর্বরা বৃষ্টি না হলে অসংখ্য কলের পানি কৃষিকাজে সহায়তা করে।[৪৬]

---

৪৪. ড. শাহাতা ঈসা ,আল কাহেরা ,পৃ ২৩৭,২৪৯; ড. মুহাম্মদ মুস্তফা সাফওয়াত মিসর আল মুয়াস্বিরাহ, মুকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ-কায়রো,১৯৫৯,পৃ-১৫।

৪৫. Ibid.P-250,Zayyat,Ibid.P-418

৪৬. বিশ্বকোষ;কলকাতা ১৩১১,পঞ্চদশ ভাগ পৃ.৪।

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্যের বিভাগ

ভারতবর্ষের ন্যায় অতি প্রাচিন কাল হতে মিসরের দুটি বিভাগ দেখা যায় । উত্তর বিভাগ ও দক্ষিন বিভাগ বা উচ্চ ও নিম্নবিভাগ । প্রাচিনকালে মিসরের ৪৪ টি বিভাগ বা প্রদেশ ছিল । উত্তর বিভাগে ২২টি এবং দক্ষিন বিভাগে ২২ টি । প্রত্যেক বিভাগে একজন শাসনকর্তা ছিলেন । প্রত্যেক বিভাগে স্বায়ত্বশাসন বা মিউনিসিপাল শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল । নীলনদ মিসরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ইহার ভূমিকে অত্যন্ত উর্বরা করেছে । প্রতি বছর নীলনদের পানি প্লাবিত হয়ে দুই কূলের ভূমি ভেসে যায় এই জন্য মিসরের নাম নদীমাতৃক দেশ।[৪৭]

জনসংখ্যা

নেপোলিয়ন মিসর আক্রমনের পর প্রকৃতপক্ষে আদমশুমারীর ব্যবস্থা করা হয় । একটি বিশেষ আয়তনের এলাকায় প্যারিসের জনসংখ্যা কত তার সমপরিমাণ কায়রো এলাকার জনসংখ্যার ভিত্তি হিসেবে গৃহিত হয়। তাছাড়া মোটামুটিভাবে গৃহের সংখ্যা বের করে প্রতিটি গৃহে দশজন করে মানুষ হিসাব করে কায়রোর মোট জনসংখ্যা ২৫,৩২১০ জনে স্থির করা হয় ।

সমসাময়িক বা কিছু পরে এই ধরনের আদমশুমারীতে গৃহপ্রতি ৬ জন বা ৭ জন লোক ধরা হয়েছে। সেভাবে হিসাব করলে কায়রোর লোকসংখ্যা ১৮০০ সালে ছিল আনুমানিক ২ লক্ষ ।

প্রত্যেক গ্রামের জনসংখ্যার গড় বের না করে মিনিয়া প্রদেশটিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষন করেন । মিনিয়াকে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদেশ হিসেবে গন্য করে সমগ্র মিসরের জনসংখ্যা ২,০৭৬০০০ স্থির করা হয় ।[৪৮] বর্তমানে মিসরের আয়তন ৩,৮৫,২২৯ বর্গমাইল অর্থাৎ বাংলাদেশের চেয়ে সাত গুণ বড় । লোক সংখ্যা ৩ কোটি ১৮ লক্ষ । ভাষা আরবী (সরকারী), ফরাসী ,ইংরেজী । মুদ্রার নাম পাউন্ড । ৯৮% সুন্নী মুসলমান। মাথা পিছু আয় (GNP) ১২৯০ মার্কিন ডলার ।[৪৯]

----

৪৭. প্রাগুক্ত ,পৃ.৩।

৪৮. সফিউদ্দীন জোয়ারদার , আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য , ২য় খন্ড ,বাংলা একাডেমী ,ঢাকা .পৃ.৩২১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১.ড. হায়কলের জন্মকালে মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা

ড. হুসায়ন হায়কল এর জন্মলগ্নে মিসরী ঐতিহাসিক বিকাশধারায় ঔপনিবেশিক চেতনার প্রভাব নানাভাবে প্রতিফলিত হয় । ড. হায়কল ঔপনিবেশিক মিসরের প্রথমপর্বে ১৮৮২ খৃ. জন্মগ্রহন করেন ।

ইংল্যান্ডের মিসর দখলের প্রকৃতি :

তৌফিক সরকারের ত্রানকর্তার একক দায়িত্ব গ্রহন করে তেল্লুল কবির প্রান্তরে ইংরেজরা বিকাশমান মিসরীয় জাতীয়তাবাদ অংকুরে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছিল । যতসত্তর সম্ভব মিসরের দখলদার বাহিনী প্রত্যাহৃত হবে বলে গ্লাডস্টোনের উদার নৈতিক সরকার তৎকালীন বিশ্ব শক্তি সমুহকে আশ্বাস প্রদান করেন এ মর্মে ১৮৮৩ সালে গ্রানভিল সারকুলার জারী করা হয় ।[১] এ সারকুলারের প্রতি সমসাময়িক বিভিন্ন শক্তি আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিল এমন কোন প্রমাণ মেলেনা । আধুনিক ঐতিহাসিক নদভ্ সাফরান মনে করেন যে ইংরেজ সরকার মিসর হতে সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য যথার্থই মনে প্রাণে ইচ্ছা পোষণ করতেন ।

তিনি বলেন : "Despite the shadows that subsequent history seems to cast on them , it appears clear to anyone who is acquainted with British politics of the period that the British governments declaration of its intention to evacuate the Country promptly made even as the British troops were marching on Cairo and repeated often thereafter ,were sincer."[২]

খেদিভ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শরীফ পাশা ঋণ পীড়িত মিসরের আর্থিক উন্নয়নের জন্য মিতব্যয়িতার যুক্তি প্রদর্শন করে দখলদার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সাত থেকে কমিয়ে দুই হাজারে সীমিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন করেন । দুর্ভাগ্যবশত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় ।

----

১. Riffat Bey, op. cit .P-214.

২. Nadav Safran , Egypt in search of political Community (Cambridge Mass,1961)p-53 .

৩. George Young , Egypt 2nd edn. (London 1930) p-132-37.

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড গ্রানভিল মিসর হতে সৈন্য প্রত্যাহার প্রসঙ্গে সমর কুশলী স্যার ইভলিন উর্ড এর পরামর্শে আশ্বস্ত হয়ে সদস্য নিযুক্ত (১৮৮৩ সেপ্টেম্বর) মিসরের বৃটিশ এজেন্ট এবং কনসাল জেনারেল স্যার ইভলিন ব্যরিংকে (ভূতপূর্ব মিসরের কন্ট্রোলার জেনারেল , পরবর্তীকালে লর্ড ক্রোমার নামে খ্যাত) সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কে তার অনুকূল মতামত অবগত করেন এবং সেই সাথে ক্রোমারের সুচিন্তিত মতামত জানতে চান।

লর্ড ক্রোমার সমর কুশলীদের সাথে পরামর্শ করে কেবলমাত্র তিন হাজার সৈন্য অবস্থানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন । ১৮৮৩ সালে ১লা নভেম্বর গ্রানভিল ক্রোমারের এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন।[৩] ইত্যবসরে সুদানে ,'মাহদী বিদ্রোহ ' দমনে প্রেরিত সেনাধ্যক্ষ হিকস পাশার কোরদেফনে বিপর্যয়ের সংবাদ কায়রোয় পৌছানোর পর হতে বৃটিশ সরকার মিসরে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস নীতি ও হিমাগারে প্রেরণ করেন।

লর্ড ক্রোমার ১৮৯১ সালে ব্যারন এবং ১৯০১ সালে আর্ল পদে উন্নীত হন । প্রথম জীবনে তিনি সেনাবাহিনীতে বেশ দক্ষতার পরিচয় দেন । অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে বৃটিশ সরকার তাকে ১৮৭৭ সালে Casse de la Detta এর ইংরেজ সদস্য হিসেবে প্রেরণ করেন । তখন তার বয়স ছিল ৩৬ বছর ।

১৮৮৩ সালে তিনি ব্রিটিশ এজেন্ট এবং কনসাল জেনারেল হিসেবে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন । প্রথমত তিনি ইংল্যান্ড হতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আনয়ন করেন এবং ইদগার ভিনসেন্টকে অর্থ উপদেষ্টাপদে নিয়োগ করেন । কালন স্কট ,মসক্রিফ , উইলিয়াম গার্সটিন এবং সেচ বিশেষজ্ঞ উইলকস আরো অনেককে মিসরে আমদানী করা হয় । ধীরে ধীরে কর্মচারীদিগকে অপসারিত করে প্রতিটি শূন্যপদে তিনি ইংরেজ কর্মচারী নিয়োগ করেন এবং মিসরী সিভিল সার্ভিস গঠন করেন।

জর্জ ইয়াং এর ভাষায়

Anglo Egyptian Civil service recruited in England and came to be in employment and pension [৪]

----

৩. প্রাগুক্ত,পৃ.১১৭

৪. Riffat Bey, op. cit .P-215

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৪ সালে খেদীভ দ্বিতীয় আব্বাস ওয়াদিয়ে হালফায় ছাউনি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং কিছু অভিযোগের কথা উত্থাপন করেন । এই অভিযোগের প্রতিবাদে সেনাধ্যক্ষ পদত্যাগপত্র পেশ করেন । তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহিত হয়নি বরং ক্রোমার খেদীবকে তার যুদ্ধমন্ত্রীকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন । বস্তুত উপদেষ্টা এবং সিভিল সার্ভিসের মাধ্যমে ক্রোমার মিসরে তাঁর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন ।

মিসরের পূর্ব দায় ব্যতীত নতুনভাবে আলেকজান্দ্রিয়া দাঙ্গায় বিধ্বস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরন বাবদ ৪০ লাখ পাউন্ড সুদান অভিযানের জন্য ২৫ লাখ পাউন্ড এবং মিসর অভিযানের জন্য ৩ লাখ পাউন্ড ইত্যাদি ঋণ পরিশোধ দখলদার শাসকদের প্রাথমিক সমস্যা ছিল । ইসমাঈলের সময়ে কেউ কমিশন রিপোর্ট অনুসারে মিসরকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে রাজি ছিলনা । অবশ্য আন্তর্জাতিক ঋণ কমিশন এবং মিশ্র আদালতের সাহায্যে ফ্রান্স নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে পারত জর্জ ইয়াং এর ভাষায় "It was indeed a sort of three legged obstacle race."

ক্রোমার প্রথমত ব্যয় সংকোচন নীতি অবলম্বন করেন । সেচ প্রকল্পে আশাব্যঞ্জক ফলপ্রসু হওয়ায় ১৮৯৮ সালে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম আসওয়ান বাঁধপ্রকল্প গ্রহন করা হয় । সেই সাথে আসিয়াত প্রকল্প ১৯০২ সালে সমাপ্ত হওয়ায় সমগ্র সিমরে তুলা উৎপাদন সম্ভব হয় ।

ইংরেজদের মিসর বিজয়ের পর ১৮৮২ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর তৌফিক পাশার এক ফরমান বলে মিসরী সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব করা হয় । সুদানি অথবা সিরীয় দ্বারা একটি ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করার প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় । লর্ড ডাফরিন এ প্রস্তাব নাকচ করেন। তিনি মোহাম্মদ আলীর পদাংক অনুসরন করে মিসরী ফাল্লাহীন দ্বারাই একটি মিসরী সেনাবাহিনী গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন । সতর্কতার সাথে সেনাবাহিনীতে তাদেরকে তালিকাভূক্ত করে বৃটিশ সামরিক অফিসার দ্বারা আধুনিক সামরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ।

উড গ্রানভিল এবং কিচেনার প্রমুখ সামরিক কর্মকর্তাদের উপর দায়িত্ব অর্পন করা হয় এবং ১৮৯৬ সালে ২৫,০০০ সৈনিকের একটি শক্তিশালী শিক্ষিত সুশৃংখল বাহিনী গড়ে উঠে । এ বাহিনী সুদানে মাহদী বিদ্রোহ দমনে যোগ্যতার পরিচয় দেয় । সুদানে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর সংগঠিত সেনাবাহিনীর ব্যক্তিত্ব হ্রাস পায় । শিক্ষানীতির মতোই ক্রোমারের সামরিক বাহিনীর গঠন ছিল ঔপনিবেশিক ও পশ্চাদপদতার জলন্ত নিদর্শন ।

Dhaka University Institutional Repository

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

মিসরে নবচেতনার স্বরূপ:(১৮৮২-১৯১৪)

আলোচ্য যুগে মিসরী ঐতিহাসিক বিকাশধারায় ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রধান ভূমিকা অনস্বীকার্য । মিসরী চেতনার অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর প্রভাব নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। সত্তর দশকে মিসরের শিক্ষা এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি যে বীজ বপন করেছিলেন তা বহুদিন ধরে মিসরে লালিত হয় । আধুনিক গবেষকদের ধারনা সৈয়দ জামালুদ্দীন আল আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৭খৃ.) পারস্যে জন্মগ্রহন করেন এবং শীয়া সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন । তাঁর বর্ণনা অনুসারে তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের অধিবাসী ।[৫]

ব্রিটিশ ক্রীড়নক আফগান রাজাকে সমর্থন না করার অপরাধে তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় । মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে তিনি ভ্রমণ করে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে , ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম বিশ্বের জন্য হুমকি এবং ইসলামের অস্তিত্ব বিলোপের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে । ইসলাম ও বিশ্বমুসলিম সম্প্রদায়কে ঐ অত্যাসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহন করেন ।

ইউরোপের সরলতা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের দূর্বলতার কারন বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ইউরোপের শক্তির উৎস হলো সমাজ জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং সাংগঠনিক তৎপরতা। মুসলিম জীবনে এ দুটির অনুপস্থিতি তার পতনের জন্য দায়ী । বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় সচেতন বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উদাত্ত আহবান জানান । এই আফগানী ছিলেন প্রকৃত এবং প্রথম ইসলামাবাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ।

তুরস্ক হতে বিতাড়িত হয়ে মিসর সরকারের আমন্ত্রণে ১৮৭১ সালে মিসরে এসে জামেয়া আজহারে অধ্যাপনা শুরু করেন । তিনি গিজো লিখিত ফরাসী সভ্যতার ইতিহাস পুস্তকখানি অনুবাদ করে তা শিষ্যদেরকে অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করেন । এই পুস্তকের মাধ্যমে তিনি এক মহান জাতির জনতার নিকট নাগরিক গুণাবলী , দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর শিষ্যদিগকে সচেতন করেন ।

----

৫. G.E.Browne . The Persian Revolution (Cambridge 1907) Chap-1. AbduhuTarikh M.Abduhu ed .Rashid Reza (Cairo 1907) Vol.1;C,C,Adams,Islam and modernism in Egypt(Cairo 1948) Goldziher in Encyclopedia 1913,Nikki keddri, Religion and irreligion in early Iranian Nationalism, Ebi kedouri , Afghani Abduhr (London 1969).

Dhaka University Institutional Repository

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্যান ইসলামী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুধাবন করেন যে মুসলিম বিশ্বে দায়িত্বহীন দূর্নীতি পরায়ন স্বৈরাচারী সরকারগুলো বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের পথে প্রচন্ড বাধা।

কথিত আছে যে তাঁর প্রায় তিনশত ঘনিষ্ঠ শিষ্যের অন্যতম ইসমাঈল তনয় তৌফিককে ক্ষমতায় সমাসীন করার জন্য ইসমাঈলকে সিংহাসনচ্যুত অথবা প্রাণনাশ করার ষড়যন্ত্রের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন । তৌফিক ক্ষমতাসীন হয়ে ইংরেজদের চাপে আপন গুরু আফগানীকে মিসর হতে বিতাড়িত করেন । তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম , মুসলিম বিশ্বে নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং ইসলামের নব মূল্যায়নের আদর্শ বহুদিন ধরে তরুন মুসলিম মননকে প্রভাবিত করেছিল।[৬]

সামাজিক অবস্থা

মোহাম্মদ আলী পাশার সময়ে ভূমি ও কৃষিনীতি:

১৮০৫ সাল হতে ১৮২২ সাল পর্যন্ত মিসরে প্রাধান্য বিস্তারে মোহাম্মদ আলী পাশার সামরিক ও কূটনৈতিক প্রতিভা লক্ষণীয় । উক্ত সময়ে অভ্যন্তরীন গঠনমূলক কর্মকান্ডের তিনি ছিলেন অনন্য। ১৮০৯-১৮১৪ সালের মধ্যে সর্বপ্রথম জমি জরিপের কাজ হয় । এ সময়ের হিসেবে ৩,০০,০০০ ফেদান আবাদী জমি ছিল ।[৭]

দেশের আবাদী জমি করায়ত্ত করে পাশা নতুন ভূমি বন্দোবস্ত নীতি গ্রহন করেন । গ্রাম সমাজের সাথে সরাসরি ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রাম সমাজের উপর অর্পন করা হয়। গ্রাম সমাজেই গ্রামবাসী বিভিন্ন গোত্র বা ব্যক্তির মধ্যে জমিবন্টন করে । ভূমির উপর ব্যক্তি মালিকানা কাউকে সনাক্ত দেওয়া হলেও বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সুত্রে তা ব্যবহার করার অধিকার তাদের ছিল । কৃষকগন তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রয়ের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন।

মোহাম্মদ আলী পাশা অর্থকরী পণ্য উৎপাদনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন । নীল ইক্ষু ,তুলা, এবং ধান জাতীয় ফসল উৎপাদনের আয়োজন করেন । একটি জল সেচ মহাপরিকল্পনা তৈরির জন্য ফরাসি পানি বিশেষজ্ঞ এম .লিন ড্য বেলেফ্য (M . Linatde Belleefonds) কে ১৮৫৩ সালে গণপূর্ত বিভাগের মহাপরিচালক পদে নিয়োগ করেন ।

----

৬. মুসা আনসারী ,আধুনিক মিসরের বিকাশধারা, অক্টোবর ২০০৫,পৃ. ১০১ |

৭. Rifaat Bey op,cit p.28 একফিদান =৪২০০ স্কয়ার মিটার =১.০৩ একর Vatikiotis p- 9.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছিলেন বিখ্যাত নীল নদের বাঁধ প্রকল্পের স্রষ্টা। প্রাচীন প্রাচ্য সমাজে (**The agrarian system was a matter of duties rather than rights**)[৮]

কেউ তার জমিতে ফসল উৎপন্ন করতে বা তার পরিচর্যা করতে ব্যবহৃত হলে জমির কোনে দন্ডায়মান করে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হত । এ কথা ও সত্য যে , তিনি কৃষকের প্রকৃত অভিযোগ শ্রবণে উৎসাহী ছিলেন । সল্ট বলেন " **The present are in general better treated and more content than for many years past .**" [৯]

একজন প্রগতিশীল সামন্ত কৃষি সম্প্রসারন দ্বারা উৎপাদন ও উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য তৎপর থাকেন। মিসরে ভূমিনীতি কৃষি সম্প্রসারণে মোহাম্মদ আলী পাশা বস্তুত প্রগতিশীল সামন্তের ভূমিকা পালন করেন।

ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মিসরে ইজারা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইজারা ব্যবস্থা বাতিল করে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা চালুর প্রয়াশ লক্ষ্য করা যায়। তুলা ও ইক্ষুর ন্যায় অর্থকরী ফসল প্রবর্তনের করার ফলে অনেকেই জমির মালিকানা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। শাসকবর্গ ও বর্ধিত ভূমি রাজস্বের আশায় ব্যক্তিগত মালিকানা সমর্থন করেন । বিংশ শতাব্দিতে ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যতীত সামন্ত জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। খারিজি জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে উহা ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে পরিণত করার অধিকার ও দেওয়া হয় ।

মিসরে প্রধানত ৪ ধরনের ওয়াক্ফ সম্পত্তি রযেছেঃ

১.ওয়াক্ফে আহালী - ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির সুফল ওয়াক্ফ কারীর উত্তরাধিকারীগণ ভোগ করত ।
২.ওয়াক্ফে খায়রী - এর সুফল প্রধানত ধর্মীয় ও মানবিক কাজে ব্যবহৃত হত ।
৩.ওয়াক্ফ খায়রীয়া খাসসা -উত্তরাধিকারী ও আত্মীয়স্বজনের জন্য নির্দিষ্ট।
৪. ওয়াক্ফ আল খাস আল মালাকী- সুলতানের সম্পত্তির জন্য বিশেষ ওয়াক্ফ ।

কালক্রমে বিভিন্ন প্রকার ওয়াককের মধ্যে পার্থক্য বিলুপ্ত হয় এবং সমস্ত ওয়াক্ফই আহলী বা বংশীয় ওয়াক্ফে পরিণত হয়। ওয়াক্ফ সম্পত্তি যেহেতু করমুক্ত ছিল এবং বিক্রয় ও বন্ধক রাখা যেতনা সেহেতু প্রত্যেক ভূস্বামী তার জমির একটি বিরাট অংশ ওয়াক্ফ করতে থাকে । ১৯০০ সালে ওয়াক্ফকৃত জমির পরিমাণ হয় ৩০,০০০ ফেদান ।[১০]

----

৮. **Moreland , Agrarian System of Muslim India P-9.**

৯. প্রাগুক্ত -২১৬।

১০. এক ফেদান এক একরের কিছু বেশী **A sekaly , Le probleme des wakfs en Egypt. Paris-1929.**

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে মিসরীয় গ্রামীণ সমাজের তিনটি প্রধান দিক ছিল ।

১. গ্রামের জমি গ্রামের অধিবাসীদের সাধারন সম্পত্তি বলে স্বীকার করে নেয়া ।
২. গ্রামকে একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে গণ্য করা এবং
৩. সেচকার্য ও অন্যান্য গণপূর্ত কাজের জন্য গ্রামকে দায়িত্বদান ।

বলা হয়ে থাকে , ওসমানীয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর হতে গ্রামের জমি অধিবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করার প্রচলিত ব্যবস্থার অবসান হয় । এবং কৃষকদের জমি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।[১১] কিন্তু ভূমি ব্যবস্থা তীক্ষ্নভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এমনকি ফরাসী দখলের সময়েও শুধু দক্ষিণ মিসরে নয় মধ্য মিসরের কেনা ,ইসনা ,জিবজা, আসিয়ুত , মানফালুত ও মিনিয়া প্রদেশে প্রতি বছর চাষের জমি কৃষকদের মাঝে নতুন ভাবে বন্টন করা হত । সুতরাং ওসমানিয়া অধিকারকে এ ব্যপারে সীমারেখা হিসেবে ধরা সঙ্গত নয় । এমনকি মোহাম্মদ আলীর সময়েও গ্রামের জমি সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করার উদাহরণ পাওয়া যায় ।[১২]

এ সময়ে গ্রামকে একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে গন্য করা হত । সাঈদ পাশার শাসনের প্রথম বছরে ১৮৫৫ সালে জারিকৃত এক অধ্যাদেশে যে সমস্ত গ্রামীণ শেখ অন্যায় ভাবে গ্রামের লোকদের মাঝে খাজনার বোঝা বন্টন করে তাদের জন্য শাস্তির বিধান করা হয় । গণপূর্তমূলক কাজে ও গ্রামের দায়িত্ব এ সময় বিদ্যমান ছিল । হাকিকায়েন বে'র দিন লিপি হতে এই সময়ের অবস্থা জানা যায় ।

On my arrival in the village ,I found the sheikhs organizing a body of 600 men , woman and children ------------ for the strengthening of a transverse dyke----------------.[১৩]

গ্রামীণ জীবনে গ্রাম প্রধান এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন । ১৮৯৫ সালে উমদা আইনে বলা হয় যে সামগ্রিকভাবে একটি গ্রামের প্রশাসনের দায়িত্ব উমদার উপর ন্যস্ত। তার অধীনে শেখ উপাধিধারীগন গ্রামের একটি অংশ শাসন করতেন । এই আইনে বলা হয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একই গ্রামে দুইজন উমদা বা একজন উমদাকে একাধিক গ্রামের উপর নিয়োগ করতে পারতেন । উমদা ইজারাদার ও কৃষকদের মধ্যে যোগসুত্র হিসেবে কাজ করত ।

----

১১. A.N. Poliak , Fendalism in Egypt , Sirya, Pelestine and the Labanon 1250-1900 (London -1939)P-69-70.

১২. D.Macken Wallace, Egypt and the Egyptian Question (London 1883)P.263; N.W senior conversation and journals in Egypt and Malta , 1855-1856(London 1882)P-111.

১৩. Gabriel Baer . Studies to the social history of Modern Egypt . (Chicago the university of Chicago press. 1969)P-24.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মিসরের নব্য মধ্যবিত্ত সমাজের সরকার বিরোধী অসন্তোষ বেড়েছিল । বছরের পর বছর ধরে মিসরে জাতীয়বাদের মুখপাত্র বা মিসরের মূল ভূমির শতকরা ৩৭ ভাগ আবাদী ভূখন্ডের মালিকে পরিনত হয়েছিল ।

১৮৫০-১৯৫০ খৃ. পর্যন্ত মিসর নিয়ন্ত্রণকারী এই দলটি মোট জনসংখ্যার শতকরা একভাগের অর্ধেক মাত্র। এই মালিক গোষ্ঠির আনুগত্যে ছিল ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং তাদের পরিবার ও আমলাতান্ত্রিক ব্যাপারে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল। কৃষক, ছোট দোকানদার এবং কর্মচারী যাদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করতে হত ।[১৪]

সমাজ দেহ হতে **Corruption** বা দুর্নীতি দুরীভূত করা হয় । সিভিল লিষ্ট হতে পূর্বের পুকুরচুরি বন্ধ হয় । সমাজ দেহ হতে দুর্নীতি দূরীভূত হওয়া আষাঢ়ে কাহিনী ছাড়া কিছুই নয় । এছাড়া অনেকগুলো কষ্টদায়ক কর রহিত করা হয়।

ক) ছাগল ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর উপর আরোপিত ১৮,০৮০ পাউন্ড কর ।

খ) ৫,৭০,০০০ পাউন্ড ভূমি কর ;

গ) দুই লাখ পাউন্ডের নগর শুল্ক রহিত করা হয় , লবন কর শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাস করা হয় ;ফলে ১৮৮৬ সালে লবনের চাহিদা ছিল ২৪০০০ টন কিন্তু ১৯০১ সালে হার চাহিদা ৫০০০০ টনে বৃদ্ধি পায়। ডাক , টেলিগ্রাফ, রেলভাড়ার হার বিপুল পরিমানে হ্রাস করা হয় । এত সব কর রহিত করা অথবা হ্রাস করা সত্ত্বেও দেখা যায় প্রতিবছর ২,০০০০০ হতে ২,৫০,০০০ পাউন্ড কর আদায় করতে হয় বলে অসংখ্য লোক ভূমি হারায় । মিসর দখলের সময় প্রায় দশ লাখ পাউন্ড কর মওকূফ করতে হয় , ১৯০১ সালের এক হিসেবে দেখা যায় যে প্রায় এক কোটি পনের লাখ পাউন্ড কর আদায় করা হয় কিন্তু তাতে কৃষকরা মাত্র ৫৯২ একর ভূমি হারায় ১৯০২ সালে সেচ ও বিভিন্ন গণপূর্ত বিভাগে ব্যয় হয় নয় মিলিয়ন পাউন্ড ।[১৫]

মিসরের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম । তাদের শতকরা তিরানব্বই জন অধিবাসীই সুন্নী মুসলমান । কিবতি খৃষ্টানগণ মিসরের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় । তাদের সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। ভাষা চাল চলন আচার ব্যবহার , লেবাস পোষাক ও প্রথা পদ্ধতির দিক দিয়ে তারা মুসলিমদের মত হলেও শিল্প-বানিজ্য , সাংবাদিকতা চাকরী বাকরীর ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের চেয়ে অনেক অগ্রসর । দেশের শতকরা আটান্নজন অধিবাসী গ্রামাঞ্চলে বাস করে তাদের প্রায় সকলেই কৃষিজীবী । দীর্ঘ আঁশযুক্ত মিসরীয় কার্পাসতুলা উপার্জনের প্রধান মাধ্যম । এছাড়া মিসরে যথেষ্ট পরিমাণ ইক্ষু , আলু ,পিঁয়াজ রসুন ও উৎপাদিত হয় ।[১৬]

----

১৪. ইয়াহয়াহ আরমাজানী , মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান , মুহাম্মদ ইনাম উল হক অনুদিত পৃ. ৪০৭ ।

১৫. মুসা আনসারী ,আধুনিক মিসরের বিকাশধারা, অক্টোবর ২০০৫,পৃ. ৯৮।

১৬. প্রাগুক্ত, ই. বি, ১৯ শ খন্ড ,অক্টোবর ১৯৯৫, পৃ.২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

মিসরীয় বিপ্লব এর পর মিশরীয় কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। ১৯৫২ খৃ. একজন জমিদারের মালিকানায় সর্বোচ্চ ২০০ একর জমি থাকার বিধান চালু হয় । ১৯৬১ সালে উক্ত জমির পরিমান হ্রাস করে সর্বোচ্চ ১০০ একর এবং ১৯৬৯ সালে উহা হ্রাস করে সবোচ্চ ৫০ একর নির্ধারণ করা হয় । এর ফলে মিসরের ভূমিহীন কৃষকগণ যারা সংখ্যায় দেশের সমগ্র কৃষক সমাজের শতকরা চল্লিশজন ছিল , তারা জমির মালিক হয়েছে । গত পনের বছরে মিসর সরকারের ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে কৃষক সমাজের জন্য কল্যানকর ব্যবস্থাবলী প্রবর্তন করেছেন । এর ফলে নয় লক্ষ একর অনাবাদী জমি কৃষিকাজের আওতায় এসেছে । অবশ্য আসওয়ান বাঁধ নির্মিত হওয়ায় উক্ত পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে ।

১৯৬৪ সালে রাশিয়ার সহযোগিতায় হুলওয়ানে একটি ভারী ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়েছে । বর্তমানে এ কারখানা সম্প্রসারিত হচ্ছে । মিসর তেল ও সুই গ্যাসে ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ১৯৬৭ খৃ. সংঘটিত আরব ইসরাঈল যুদ্ধের পূর্বে সিনাই উপদ্বীপের তেলকূপসমূহ হতে তেল উৎপাদন করা হত । উক্ত তেলের পরিমান মিসরে উত্তোলিত মোট তেলের শতকরা ষাট ভাগ ছিল । বর্তমানে সূয়েজ উপসাগর হতে তেল উত্তোলন করা হচ্ছে । এতদব্যতীত দেশের পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় মরু অঞ্চলে তেল অনুসন্ধানের কাজ চলছে । আলেকজান্দ্রিয়ার উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত আবু কাছির অঞ্চলেও প্রাকৃতিক গ্যাস আবিস্কৃত হয়েছে । [১৭]

মিসরের শিক্ষা ও সংস্কৃতিঃ

মিসরে জ্ঞানের প্রদীপ সাহাবাই কিরাম (রা) বহন করে নিয়ে এসেছেন । ঐতিহাসিকগন মিসরে আগমনকারী সাহাবীর সংখ্যা ১৪০ বলে বর্ণনা করেছেন । মিসরে ইরাক হতে তাফসীর শাস্ত্রবীদগনের বিপুল আগমন ঘটেছিল।

ইতিহাস বংশপরিচয়বিদ্যা ও আরবী ব্যাকরণ চর্চার ক্ষেত্রে মিসরীয় পন্ডিতগনের মধ্যে আবূ মোহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম এর নাম শীর্ষস্থানে রয়েছে তাঁর রচিত জীবনীগ্রন্থ সীরাতু ইবনে হিসাম প্রকৃতপক্ষে সীরাতু ইবনে ইসহাক গ্রন্থেরই সারসংক্ষেপ ।মিসরীয় ঐতিহাসিক আবুল কাশিম আব্দুর রহমান ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবদিল হাকাম এর রচিত “কিতাবু ফুতুহি মিসর ওয়াল মাগরিব” গ্রন্থখানা মিসরের প্রাথমিক যুগের ইসলাম বিষয়ক একটি অমূল্য গ্রন্থ ।

১৭.প্রাগুক্ত পৃ.২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

মিসরে ব্যাপকভাবে কাব্য ও সাহিত্য চর্চা হত । কবিগন সম্মান ও পরিতোষিক লাভের উদ্দেশ্যে হিজাজ হতে মিসরে আগমন করতেন । উমায়্যা শাসনামলে মিসরে আগমন করেন নুসায়র ও আবদুল্লাহ ইবন কায়স আর রুকাইয়্যাত । আব্বাসীয় শাসনামলে কবি আবু নুওয়াস , আলী ইবনে হাফীদের দরবারে উপস্থিত হন। কবি আবু তাম্মাম মিসরে শিক্ষালাভ করেন । কাফুর ঈখশীদীর শাসনামলে কবি মুতানাব্বীও মিসরে আগমন করেছিলেন । মুতানাব্বী রচিত বিদ্রূপাত্মক কবিতাবলী সাহিত্য জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। [১৮]

মিসরকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে কর্মচারীবৃন্দকে আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন মোহাম্মদ আলী পাশা । তিনি কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েন এগুলোতে প্রধানত প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দেয়া হত । ১৮১৬ সালে জরিপকার্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত লোকদের স্বাস্থ্য উন্নত করার জন্য এবং যুদ্ধের সময় চিকিৎসাগত সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে ১৮২৭ সালে চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করেন । রাফী আত তাহতাবীর নেতৃত্বে একটি ভাষা কেন্দ্র সৃষ্টি করা হয় ।

মিসরে আধুনিক ভাবধারা আনয়নে এই কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে আরবী ভাষা ছাড়াও ফারসি , তুর্কী ,ইংরেজী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা দেয়া হত । তাছাড়া এ সমস্ত ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বই পুস্তক আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয় । তাহতাবী নিজে বেশ কিছু সংখ্যক বই ফরাসী ভাষা হতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন ।

পুস্তক পত্রিকা বিশেষত সরকারী ঘোষনা ও আদেশসমুহ ছাপানোর জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং মোহাম্মদ আলী ১৮২২ সালে বুলাকে একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন ।

মধ্যপ্রাচ্যে আরবী ভাষার ইহা প্রথম প্রেস না হলেও এই এলাকার জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তারে এই প্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । আধুনিক বিদ্যালয়সমুহে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এদের অনেককে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহে প্রেরণ করা হয় । প্রথম ১৮১৩ সালে ইতালীতে কয়েকজন ছাত্র প্রেরিত হয় ।

মোহাম্মদ আলীর জীবদ্দশায় দুই শতাধিক ছাত্র উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ইউরোপ প্রেরিত হয় । আধুনিক ভাবধারার সাথে পরিচিতি লাভের ফলে এ সকল ছাত্রদের মনে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নতুন ধারনা সৃষ্টি হয় এই ধারণা ধীর গতিতে হলেও ক্রমে মিসরীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিস্তার লাভ করে। ১৮৩৭ সালে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের একটি বিভাগ হিসেবে শিক্ষা বিভাগ এর সৃষ্টি হয় । এই বিভাগের পরিচালনায় কয়েকটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় । [১৯]

----

১৮. আহমদ আমীন, দু'হাল ইসলাম ২য় খন্ড ,পৃ.৯৪ কায়রো ১৯৩৫ খৃ. ১৯৩৫।

১৯. সফিউদ্দিন জোয়ারদার , আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, ২য় খন্ড,পৃ ২৯৩-২৯৪, বাংলা একাডেমী ঢাকা , জুন ১৯৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩৬ খৃ. মিসরে School of Administration and language উদ্বোধন করা হয় । উক্ত স্কুল পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বভার অর্পিত হয় রেফায়া বেকের উপর । তিনি আধুনিক মিসরের রেনেসাঁর পথিকৃত ছিলেন । তিনি বিখ্যাত লেখক স্যাসি (মৃ. খৃ. ১৮৩৮)ও বেরসেকাল (মৃ. খৃ. ১৮৫৩) এর সহচর্যে এবং বিশিষ্ট ফরাসী সাহিত্যিক ও দার্শনিক ভলটেয়ার এবং মন্টেস্কীর শিক্ষা দীক্ষায় প্রভাবান্বিত হন । তিনি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন ।[২০]

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কতৃক প্রতিষ্ঠিত মুদ্রণযন্ত্র আল মাকতাবাতুল আহলিয়্যাহ ফরাসী ভাষান্তরের পর মোহাম্মদ আলী পাশা মিসরে আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত করেন । এ মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে আল ওকায়ে আল মিসরিয়্যাহ পত্রিকাসহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় । তিনি সিলসিলাতুল তারিখ পত্রিকার সম্পাদক ইসমাঈল আল খুশ্শাবের একান্ত বন্ধু ছিলেন । শায়খ হাসান কুয়াইদর (জ. খৃ. ১৭৮৯) সায়িদ আলী দরবেশ (মৃ. খৃ. ১৮৫৩) বুতরস কারামাহ (মৃ. খৃ. ১৮৫১) ও নাসিফ আল ইয়াজেযী (জ. খৃ. ১৮০০) মুহাম্মদ আলী পাশার সময়ে সাহিত্যের জগতে বস্তুনিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন ।[২১]

খেদীভ ইসমাঈল (১৮৬৩-১৮৭৯)

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আব্বাস সাঈদ কতৃক দীর্ঘ স্থবিরতার পর তিনি পুনরায় মুহাম্মদ আলীর লাগানো বীজের পূর্ণ পরিচর্যা শুরু করেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই উক্ত চারাগুলো বিরাট মহীরূপে পরিণত হয়ে ফুলে ফলে সুশোভিত হয় । খৃ. ১৮৭১ আলী মোবারকের পরামর্শে মিসরে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করার পর আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলনের পথ উন্মুক্ত হয় । [২২]

খৃ. ১৮৭৩ ইসমাঈল পাশা সর্বপ্রথম বালিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন । উক্ত স্কুল প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বছরে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০ জন । এর পাশাপাশি শিল্প ও কারিগরি স্কুল , হিসাব বিজ্ঞান স্কুল ,কৃষি স্কুল অন্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় । মুহাম্মদ আলীর পদানুক অনুসরন পূর্বক ইসমাঈল খেদীভ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইঞ্জিনিয়ারিং , মেডিকেল ও সামরিক বিষয়ক স্কুল সমুহ পুনঃস্থাপন করেন ।

----

২০. Charles C Adams , Islam and Modernism in Egypt London 1933, p-46.

২১. M.M Badauni , A Critical Introduction to Modern Arabic Poetry , Cambrige University Press 1975,P-10-11.

২২. উমর আদ্ দাসুকী, ফিল আদাবিল হাদীস , ১ম খন্ড, দারুল ফিকর , ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৩, পৃ.৯১ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নাযৃযারাতুল মাআরিফ (শিক্ষা পরিদর্শন পরিদপ্তর) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন । এ ক্ষেত্রে সামরিক পরিদর্শন পরিদপ্তর ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা পরিদপ্তরের ব্যবস্থা করেন ।[২৩]

অর্থনৈতিক পূনর্গঠন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসারে একটি দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে । ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা এবং অর্থনীতি মিসরে চালু হওয়ায় দেশীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির কোন তাগিদ ছিলনা কাজেই উচ্চ শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা এ সময় স্বাভাবিকভাবে সংকুচিত হয় । বস্তুত ইংরেজদের মিসর দখলের পর পরই মোহাম্মদ আলী এবং ইসলামের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলো লোপ পায় । আলোচ্য যুগে উচ্চ শিক্ষার প্রতি ঔদাসিন্য একইভাবে পরিলক্ষিত হয় ।

মিসর দখলের দীর্ঘ আট বছর পর ১৮৯০ সালে সর্বপ্রথম শিক্ষা খাতে মাত্র ১৮,০০০ পাউন্ড ব্যয় বরাদ্ধ করা হয় । এ সময় জনসংখ্যা এবং আয়ের গড়পড়তা প্রবৃদ্ধির হারের সাথে শিক্ষার হারে তুলনামূলক আলোচনায় ক্রোমারের শিক্ষানীতির দেউলিয়াপনা প্রকটভাবে দেখা দেয় । এ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির রূপ ১৮৮২ সালে ৬৮,০৪,০২১ জন ১৯০২ সালে ১১,২২,৮৭,৩৫৯ জন । মিসর দখলের দীর্ঘ দু'দশকে কোন প্রকার প্রাথমিক শিক্ষা চালু রাখা হলেও উচ্চ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছিল একেবারেই উপেক্ষিত ।

১৯১৮ সালের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ছিল কল্পনার বস্তু । ১৯০৬ সালে মিসরে মাত্র ৩৮-৫৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল তন্মধ্যে ৪ টি মাধ্যমিক ৬ টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ ২৫ বছরে ও এতে কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি অবশ্য পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন করা হয় । ইসমাঈলের যুগে বিজ্ঞান ছিল প্রধান পাঠ্যবস্তু অথচ ঔপনিবেশিক যুগে কেবল ভাষা ও সাহিত্যই পাঠ্যসূচিতে প্রাধান্য পায় এর উদ্দেশ্য ছিল কেরানী সৃষ্টি।

ক্রোমারের শাসনের শেষপ্রান্তে পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সাদ জগলুর প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এ দূরবস্থার পরিবর্তন শুরু হয় । তিনি শিক্ষা খাতে ৩,৭৪,০০০ পাউন্ড ব্যয় করেন । এবং সীমিত সংখ্যক দরিদ্র ছাত্রদের জন্য অর্থনৈতিক শিক্ষা চালু করেন । আরবী শিক্ষার বাহন হিসেবে গৃহিত হয়। ক্রোমারের শিক্ষা সংস্কারের ব্যর্থতা সম্পর্কে জর্জ ইয়াং বলেন **It is best to admit frankly the fairlure of Cromerism in respect of Egyptian education . Sir V. Chirol says in no other field has British guidance failed to signally as in that of education** [২৪]

----

২৩. জুরজী যায়দান , তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ ,৪র্থ খন্ড, দারুল হিলাল , কায়রো , পৃ. ৯৩।

২৪. **Mustafa kamil , The govt Aggression against the nationalism in Egypt al liwa 13 July 1900 in A.F.K vol 4, p-236-240.**

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক যুগে মিসরে জ্ঞান চর্চাঃ

১. সায়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানী : মিসরের রাজনৈতিক পূনর্জাগরণে সায়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানী (মৃ. ১৮৯৭) এর অবদান অপরিসীম ।

তিনি তাঁর তালীম ও তরবিয়্যাতের সাহায্যে মিসরে একদল তরুণ লেখক ও সাহিত্যিক সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করেন । তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাজ হল তিনি মিসরের তরুন শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচিত করে মুসলিম মিল্লাতের শোচনীয় দূরবস্থা ও খৃষ্টান য়ুরোপীয়দের অত্যাচারের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং মুসলিম জাহানের কল্যানে উদ্বুদ্ধ করেন ।

২. মুফতী মুহাম্মদ আবদুহ (মৃ. খৃ. ১৯০৫) : ১৮৮৪ সালে সায়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানী যখন প্যারিস হতে "আল উরওয়াতুল ওসকা" পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন মুফতী আবদুহ ছিলেন উহার কার্যনির্বাহী সম্পাদক । মুফতী আবদুহ সায়্যিদ জামালুদ্দীন রচিত ফারসী পুস্তিকা রাদ্দুদ দাহরীয়্যিন এর আরবী অনুবাদ করেন এবং নাহজুল বালাগা ও বদিউজ্জামান হামদানী রচিত মাকামাত গ্রন্থদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেন ।

৩. জুরজী যায়দান (মৃ. খৃ. ১৯১৪) : আধুনিক মিসরের অন্যতম সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক তাঁর সম্পাদিত মাসিক আল হিলাল আরবী ভাষাভাষী শিক্ষিত সমাজকে য়ুরোপের আধুনিক চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করেছে । তিনি তারিখু আদাবীল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ : (চার খন্ডে সমাপ্ত) এবং তারিখু তামাদ্দুনিল ইসলামী (তিন খন্ডে সমাপ্ত) ছাড়াও এক ডজন উপন্যাস রচনা করেছেন ।

৪. মুস্তফা লুৎফী আল মানফালুতী (মৃ. খৃ. ১৯২৪) : তিনি মুফতী আব্দুহুর সুযোগ্য ছাত্র , এবং তাঁর সংস্কার মূলক চিন্তাধারার প্রচারক ও প্রবক্তা ছিলেন । তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আন নাজরাত (তিন খন্ডে সমাপ্ত) ও আল আবরাত এ ছাড়াও রয়েছে ছোট গল্প সংকলন । [২৫]

৫. মুহাম্মদ রশিদ রিদা (মৃ. খৃ. ১৯৩৫) : মুফতী মুহাম্মদ আবদুহুর সুযোগ্য ছাত্র , মহান বিশ্ব সংস্কারক , তাফসীরকারক ও আল মানার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আল ওয়াহয়ুল মুহাম্মদী ইসলামের সত্যতার উপর একটি অমূল্য গ্রন্থ ।

---

২৫. H.A.R. Gibb , Manfaluti and the new style , Studies on the Civilization of Islam, লন্ডন ১৯২১, খৃ.পৃ.২৫৮-২৬৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. মুস্তফা সাদিক আর রাফিয়ী (মৃ. খৃ. ১৯৩৭) : তিনি ইজাজুল কুরআন , ত্বাহা হুসায়ন রচিত আদাবুল জাহিলী গ্রন্থের উত্তরে রচিত আদাবুল আরাবিয়্যাহ্ তাহতা রায়াতাল কুরআন , প্রবন্ধ সংকলন ওয়াহয়ুল কালাম (তিন খন্ডে সমাপ্ত) হাদীসূল কামার প্রভৃতি গ্রন্থের রচায়িতা ।

৭. মুহাম্মদ মুস্তফা আল মারাগী (মৃ. খৃ. ১৯৪৫) : তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর ছিলেন। তাঁর রচিত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরুল মারাগী আধুনিক যুগের একটি জনপ্রিয় তাফসীর গ্রন্থ ।

৮. ইব্রাহীম আবদুল কাদির আল মাযিনী (মৃ. খৃ. ১৯৪৯) : তিনি আধুনিক মিসরের একজন সুনিপুন অনুবাদক , প্রবন্ধকার , ঔপন্যাসিক ও কবি ছিলেন। তাঁর খ্যাতির মূলে রযেছে তাঁর রচিত ইব্রাহিম আল কাতিব নামক উপন্যাস । তিনি বহু ইংরেজী উপন্যাস আরবীতে অনুবাদ করেন ।[২৬]

৯. আহমদ আমিন (মৃ. খৃ. ১৯৫৪) : তিনি আধুনিক মিসরের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক , ইতিহাসবিদ ও পন্ডিত । তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে ফাজরুল ইসলাম , দুহাল ইসলাম , ও জুহরুল ইসলাম (প্রতিটি গ্রন্থ তিন খন্ডে বিভক্ত) অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছে । হায়াতী (আমার জীবন) তাঁর একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ।

১০. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল (মৃ. খৃ. ১৯৫৬) : তিনি আস সিয়াসাহ্ পত্রিকার সম্পাদক ,ও মিসরের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন । তিনি সর্বপ্রথম কিস্‌সাতু যয়নব রচনা করে সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৯২১ সালে তিনি বিখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ জন জ্যাক রূশোর জীবনবৃত্তান্ত ও চিন্তধারার বর্ণনায় জান জ্যাক রূশো ওয়া ওরাউহু নামক গ্রন্থ রচনা রচনা করেন । মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলের খ্যাতি লাভের মূলে রয়েছে তাঁর রচিত হায়াতু মুহাম্মদ (সা.) এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত ওমর (রা.) এর জীবনী গ্রন্থ।[২৭]

১১. আবদূল ওয়াহহাব আযযাম (মৃ. খৃ. ১৯৫৯) : ফরাসী , তুর্কী ও উর্দূ ভাষার পন্ডিত, আরবী ভাষার সুদক্ষ রচনাকার । সর্বপ্রথম তিনিই শাহনামা কাব্যের আরবী অনুবাদ প্রকাশ করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।এছাড়া তিনি আর রিহালা (দুই খন্ডে সমাপ্ত) গ্রন্থ ও আল শাওয়ারিদ ও আল আওয়ারিদ নামে দুখানা প্রবন্ধ সংকলনের রচায়িতা ছিলেন ।

----

২৬. শাওক্বী দাইফ, আল আদাবুল আরাবী আল মুআসসীর ফী মিসর , কায়রো ১৯৬১, পৃ.২৬১-২৬৬।

২৭. প্রাগুক্ত , পৃ. ২৭০-২৭৭. ।

Dhaka University Institutional Repository

১২. আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ (মৃ. খৃ. ১৯৬৪) : বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মিসরীয় প্রবন্ধকার সাহিত্য সমালোচক ও কবি এবং ষাটের অধিক গ্রন্থের রচায়িতা । তিনি আল আহরাম, আল বালাগ , ও অন্যান্য সাময়ীকিতে প্রবন্ধাবলী লেখার মাধ্যমে আরব জাহান কে ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ও পন্ডিতবর্গের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত করেছিলেন । শাহ ফুয়াদের শাসনামলে তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল কারারুদ্ধ অবস্থায় চিন্তধারা ও দুঃখকষ্টের বর্ণনা দিয়ে আলামুস্‌সিজনি ওয়া কুয়ুদ নামক গ্রন্থ রচনা করেন । আবকারিয়াতু মুহাম্মদ , আবকারিয়্যাতু মাসিহ , আবকারিয়্যাতু আবু বকর সিদ্দিক প্রভৃতি তাঁর শেষ জীবনের জনপ্রীয় রচনা তিনি কবি আল্লামা ইকবালের ইংরেজী বক্তৃতাবলীর সংকলন **Reconstruction of Religious Thought of islam** - এর আরবী অনুবাদ করেন ।

১৩. সায়্যিদ কুতুব (মৃ. খৃ. ১৯৬৭) : সায়্যিদ কুতুব ইখওয়ানুল মুসলেমীন এর অন্যতম নেতা , বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদ , পবিত্র কুরআনের তাফসীরকারক , ও ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রবক্তা ও আহবায়ক ছিলেন । তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বাইশ এর অধিক । তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

ক) আল আদালাতুল অইজতিমায়িয়্যাতু ফিল ইসলাম , গ্রন্থটি উর্দূ , বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়েছে ।

খ) আল তাসবীরুল ফান্নিয়্যু ফিল কুরআন ।

গ) মারিকাতু ইসলামী ওয়াররাসুমালীয়্যা (ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব)

ঘ) মাআলিমু ফিত তারিক সায়্যিদ কুতুব রচিত ফী যিলালিল কুরআন (৮ খন্ডে সমাপ্ত , কায়রো ও বৈরোতে মুদ্রিত) বর্তমান যুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় তাফসীর এ গ্রন্থ আধুনিক যুগের চিন্তাধারা ও চাহিদার আলোকে রচিত হয়েছে।

কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে

আধুসিক মিসরের শীর্ষস্থানীয় কবিদের মধ্যে রয়েছেন মাহমুদ সামী আল বারুদী (মৃ. খৃ. ১৯০৪), আহমদ শাওকী (মৃ . খৃ. ১৯৩২) হাফিজ ইবরাহীম (মৃ. খৃ. ১৯৩২) খলীল মুতরান (মৃ. খৃ. ১৯৪৯), আহমদ যাকী আবু সাদী (মৃ. খৃ. ১৯৫৫), এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।[২৮]

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের পর হতে মিসর শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে । দেশে বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২৮.প্রাগুক্ত, ই. বি, ১৯শ খন্ড , ২২৬-২২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

মিসরের সংবাদপত্র , বেতার দূরদর্শন

মিসর আরব জাহানের জ্ঞান চর্চা বিষয়ক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র । আল আহরাম, আল আখবারুল য়াওম, আল জমহুরিয়্যাহ মিসরের তিনটি উন্নতমানের দৈনিক পত্রিকা । মিসরে বহু সংখ্যক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ও প্রকাশিত হয় । এ সকল পত্রিকার প্রতিটি প্রচার সংখ্যা আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষের কম নয়। এ ছাড়া ইংরেজী , ফরাসী ও গ্রীক ভাষায় ও পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয় ।

মিসরীয় বেতারে চব্বিশ ঘন্টা কুরআন মাজিদের তেলাওয়াত প্রচারিত হয় । মিসর বেতারের সাওতুল আরব **(Voice of Arabs)** কতৃক প্রচারিত অনুষ্ঠিতসমুহ গোটা আরব জাহানে অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে শোনা হয়। মিসর বেতারের বৈদেশিক অনুষ্ঠানমালা পৃথিবীর বত্রিশটি ভাষায় প্রচারিত হয়। ২৯

অর্থনৈতিক অবস্থাঃ

ড. হুসায়ন হায়কলের জন্মলগ্নে ঐতিহাসিক বিকাশধারায় ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রধান ভূমিকা অনস্বীকার্য । এ সময়টি ছিল ইউরোপীয় মনোপলি পুঁজিবাদের বিকাশযুগ । ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন ছিল সস্তা কাঁচা তুলা এবং সংরক্ষিত বাজার । মিসরকে তাই কাঁচা তুলা সরবরাহ কেন্দ্র এবং ম্যানচেষ্টারের খোলা বাজার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ক্রোমারের একান্ত কাম্য ছিল ।

নতুন ঋনের একটি বড় অংশ জলসেচ, জলনিষ্কাশনের ব্যাপক পরিকল্পনায় নিয়োগ করা হয় নতুন নতুন খাল খনন , পুরাতন খাল পুনঃখনন , বাঁধ প্রকল্প গ্রহন করা হয় । উন্নত সেচ পদ্ধতি গ্রহন করার ফলে আশাতীতভাবে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় । দশ বছরের তুলার উৎপাদন তিনগুন বৃদ্ধি পায়।

ইক্ষুচাষ এবং চিনির উৎপাদন আশানুরুপ বৃদ্ধি পায় । ১৮৮১ সালে আবাদী জমির পরিমান ছিল ৪৫,০০,০০০ ফিদান ,১৮৮৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫০,০০,০০০ ফিদানে । উঁচু বাঁধ প্রকল্পের ফলে গ্রীষ্মকালীন ফসল ফলানো সম্ভব হয় ।

দেশে আশাতীত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ১৮৮১ সালে মিসরের দেউলিয়াত্বের অবসান ঘটে । ১৯০৬ সালে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মূলধন ছিল ।

----

২৯. প্রাগুক্ত ,১৯শ খন্ড , পৃ. ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৪ সালে পঁয়ষট্টি লাখ কানতার তুলা উৎপাদিত হয় । টাকা হিসেবে এক কোটি পাউন্ড হতে উনিশ কোটি পাউন্ড পর্যন্ত আয় বৃদ্ধি পায় । দেশের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কেবলমাত্র সেচ ও জল নিষ্কাষণ ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি ,কৃষকদিগকে উৎপাদনে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় ।

প্রথমত: জর্জ ইয়াং এর ভাষায় মিসরী সমাজ হতে তিনটি সি (C= Coruption ,Corvee and Corbag) এর নির্বাসন দেয়া হয় । ১৮৮২-১৯০২ সালের সর্বমোট আয় ২২,৪২,০৬,১৫১ পাউন্ড এবং ব্যয় হয় ২১,৩৭,৬৫,৪৪৫ পাউন্ড অর্থাৎ উদ্বৃত্ত হয় ১,০৪,৪০,৭০৬ পাউন্ড । এ হিসাব দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে ।

তুলা ও ইক্ষু চাষের প্রভূত উন্নতি হলেও ক্রোমার মিসরে তামাক চাষের ঘোর বিরোধী ছিলেন । এজন্য আধুনিক ঐতিহাসিকগন ক্রোমারের সমালোচনা করেন । ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক অর্থনীতি শক্ত করার জন্য মিসরে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলাই ছিল তার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য । [৩০]

---

৩০. Charles Issawi , The Economic History of Middle East (London 1966) P-144.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ড.হুসায়ন হায়কলের জীবন ও সাহিত্যকর্ম

উপস্থাপনা:

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর লগ্নে মাহমুদ সামী আল বারুদী (১৮৩৯-১৯০৪) কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী-পদ থেকে বরখাস্ত করলে মিশরীয় জাতীয়তাবাদের কন্ঠস্বর সামরিক অফিসার আহমদ উরাবীর নেতৃত্বে খৃ. ১৮৮১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর আবেদীন প্রাসাদে এক মহা বিক্ষোভের অয়োজন করা হয়। আল-সওরত আল উরাবী নামে খ্যাত এ ব্যর্থ অভ্যুথান প্রচেষ্টার প্রায় ছয় বছর পর ইংরেজ শাসিত ঔপনিবেশিক মিশরে ও (খৃ. ১৮৮২-১৯১৪) মুহম্মদ হুসায়ন হায়কলের জন্ম। খৃ. ১৮৮৮ সালে জন্ম গ্রহনকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব একাধারে সাহিত্যিক , সাংবাদিক , চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। নিন্মে এ ক্ষণজন্মা ও কীর্তিমান মনীষির জীবনী উপস্থাপিত হলো।

জন্ম ও বংশ পরিচয়:

মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ১৮৮৮ সালের আগষ্ঠ মাসের ২০ মতান্তরে ৩০ তারিখে মিশরের "আল-দ্বকহলীয়্যাহ[১] দেশের উর্বর ভূমি ও প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত কফরঘন্যান পল্লিতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন।[২] তাঁর পিতার নাম হুসায়ন সালিম তাঁকে হুসায়ন আফিন্দী ও বলা হতো । তিনি ছিলেন পরিবারের বড় সন্তান। হুসায়ন আফিন্দী কত একর জমির মালিক ছিলেন সঠিক ভাবে তা বলা না গেলে ও তিনি স্বচ্ছল ছিলেন তা বলা যায়। ফলে এ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব আহমদ লুৎফী আল সয়্যিদ (খৃ.১৮৭২-১৯৬৪)[৩] তার পিতা সয়্যিদ পাশা আবু আলীর সাথে ছিল তাঁর প্রীতিময় সম্পর্ক এবং বৈবাহিক সূত্রে দুর সম্পর্কীয় আত্নিয়তা । তিনি তাঁর বংশ ও গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত ছিলেন।

---

১. দক্বহলিয়্যাহ: ব-দ্বীপের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি মিশরীয় প্রদেশের নাম। এটি কিবতি "টকেহলি"র রূপান্তরিত আরবী নাম "দকুহলহ:"নামক শহর হতে উদ্ভুত। ইহা দমীর: এবং "দিময়াত"এর মধ্যবর্তী এবং তুলনামুলকভাবে দিময়াত এর নিকট অবস্থিত। একদা কাগজ কলের জন্য বিখ্যাত এ শহরটি বর্তমানে একটি গুরুত্বহীন গ্রামে পরিণত হয়েছে। ৫ম/১১শ শতাব্দির শেষের দিকে প্রদেশটি গঠিত হয়েছিল । সীমান্তে কিছু পরিবর্তনসহ এটি অদ্যাবধি টিকে আছে। ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা:ই.ফা.বা.১৯৯২)১৩শ খণ্ড,পৃ.৯৪।

২.ড. হুসায়ন ফওযী আল নজ্জার ,হায়কল ওয়া হায়াতু মুহাম্মদ,পৃ.২৫; ড. আবদ -আল আযীয আল শরফ, মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ফী যিকরাহ , দ্বিতীয় প্রকাশ (কায়রো :দার- আল মাআরিফ ,১৯৮৬),পৃ ১৫ : ড. ফাওযী আল নজ্জার ,ড. মহাম্মদ হুসায়ন হায়কল মুফাক্কিরন ওয়া আদীবন (কায়রো:দার আল মাআরিফ, ১৯৮৯),পৃ. ১১ মুহাম্মদ য়ুসুফ কোকন ,আ'লাম পৃ.৫৯ ফাতহী রিদওয়ান,'আসরুন ওয়া রিজাল ,পৃ.৪৭৫।

৩.আহমদ লুৎফী আল-সয়্যিদ(খৃ.১৮৭২-১৯৬৩): মিশরীয় রাজনীতিবিদ , শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক । মিশরের "রকিন" শহরে তাঁর জন্ম। খৃ.১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'হিযব আল-উম্মহ" দলের মুখপত্র "আল জরিদাহ" পত্রিকার সম্পাদক । মন্ত্রী ছিলেন এবং 'মজম আল লুগহ আল আরবিয়্যাহ " এর প্রধান হিসেবে ও দায়িত্ব পালন করেন।
"কিসসাহ হয়াতি "(আমার জীবন কাহিনী) তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আল মুনজিদ,পৃ. ৩১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পার্থিব ও পরকালিন উভয় জীবন সম্পর্কেই তার ছিল সম্যক উপলব্ধি। তার দাদার নাম ছিল শায়খ সলিম হায়দার। দাদার বয়স যখন সত্তরের কোঠায় তখন হুসায়ন হায়কলের জন্ম। দাদা যেমন মুত্তাকী ছিলেন, ঠিক তেমনি গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে সকলেই তাঁর প্রতি ছিল শ্রদ্ধাবনতঃ। দাদার পরিবার ছিল একান্নবর্তী পরিবার । ফলে এলাকার এটি "আল দার আল কবীরহ" বা বড় পরিবার হিসেবে পরিচিত ছিল । যার সদস্য সংখ্যা ছিল শতাধিক। মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল তাঁর শৈশবের পারিবারিক স্মৃতি রোমন্থন করেন এভাবে আমরা ছোটরা ঘরেই আহার করতাম । দাদা বড় ঘরের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত মেহমান খানায় ইয়ার-দোস্ত ও অতিথি পরিবেষ্টিত হয়ে খাবার গ্রহন করতেন। এমনকি খেতে- খামারে যারা কাজ করতো রাতে কাজ শেষে তারা আমাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে বসে আহার করতেন- একই পরিবারের সদস্যদের ন্যায়।[৪]

শিক্ষা-জীবন

কুত্তাব,

হুসায়ন আফিন্দীর চার সন্তান ছিল । প্রথম সন্তানকে তিনি কৃষি সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে পারিবারিক কৃষি-কাজের তদারকী তার দায়িত্বে ন্যাস্ত করেন । দ্বিতীয় সন্তানকে প্রকৌশল শিক্ষা দান করেন এবং তৃতীয় সন্তানকে আইন বিষয়ে পড়া-শুনা করান। মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলকে ডাক্তার বানানোর অভিপ্রায় ছিল তাঁর মনে।[৫] সে লক্ষ্যেই পাঁচ বছর বয়সেই শিশু হায়কলকে তিনি তাঁর গ্রামেই "আল শায়খ ইব্রাহিম জাদ" এর পাঠশালায় (কুত্তাব) ভর্তি করে দেন। এখানেই হায়কল লিখতে ও পড়তে শিখেন এবং আল কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হিফয করেন ।[৬]

কায়রোর আল জামালিয়্যাহ বিদ্যালয় সাত বছর বয়সে এ গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ শেষে তাঁকে কায়রোতে পাঠানো হয় এবং সেখানকার আল জামালিয়্যাহ" প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় । খৃ. ১৯০১ সালে হায়কল এ বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক সাটিফিকেট (আল শাহাদাহ আল ইবতিদাইয়্যাহ) অর্জন করেন।

---

৪. আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ ও অন্যান্য ,তুরাস আল ইনসানিয়্যাহ (কায়রো: ওযারাত আল সিকাফাহ ওয়া আল-ইরশাদ আল- ক্বাওমি ") পঞ্চম খন্ড,পৃ.৩৪৪, উদ্ধৃত, য়ুসুফ কোকন, আ'লাম,পৃ.৬০:ড. হুসায়ন ফাওযী আল-নজ্জার, হায়কল ওয়া হায়াতু মুহাম্মদ,পৃ, ২৬-৭।

৫. ড. লতীফ ও শরফ ,আদব আল মক্কালহ্ পৃ.৩৬।

৬. ড. শওকী দয়ীফ,তারীখ, পৃ. ২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

আল খেদীভিয়্যাহ আইন বিদ্যালয় এখানে তিনি খৃ. ১৯০৫ সালে মাধ্যমিক স্তরের পড়াশুনা সমাপ্ত করেন। হায়কল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ইংল্যান্ড যাবার সংকল্প করেন । ইতিমধ্যে তাঁর শায়খ সলিম হায়কল" ইন্তিকাল করেন । শোক প্রকাশ ও পরিবার পরিজনকে সান্তনা দেয়ার জন্য আহমদ লুৎফি আল সায়্যিদ তাঁদের বাড়িতে এলে হুসায়ন হায়কলের পড়া-শুনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়। সব শুনে আহমদ লুৎফী আপাততঃ বাইরে না গিয়ে কায়রোতেই আইন বিষয়ে ডিগ্রী লাভের পর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের জন্য তাঁকে বিদেশে পাঠানো হবে মর্মে তাঁর পিতার প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর তিনি শিক্ষকের প্রস্তাব ও পরামর্শে সায় দেন। হায়কল আইন মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে খৃ. ১৯০৯ সালে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন।[৭]

হায়কলের একান্ত ইচ্ছা ছিল উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমন । শিক্ষা দীক্ষায় তার পশ্চাদপদ মিসরীয় পিতা দেখলেন যে তার পুত্র স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেছে এবং অনায়াসেই সে উচ্চ পদে চাকুরীলাভে সক্ষম সুতরাং তিনি অনুমতি দানে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন । ফলে মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল আবার আল সায়্যিদ এর সরণাপন্ন হলেন । বিস্তারিত শুনে লুৎফী নিজের বন্ধু হুসাইন আফিন্দীকে তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে তা প্রতিপালনের জন্য তাগাদা দিলেন । হায়কলের মতের স্বপক্ষে লুৎফীর দৃঢ় অবস্থান দেখে হুসায়ন আফিন্দী বন্ধুকে রসিকতা করে বললেন ' হে লুৎফী ! তোমার কি ডক্টরেট ডিগ্রী আছে ? লুৎফীর জবাব هذا زمان غيرزماننا (এ যুগ আমাদের যুগ নয়)। সে যাই হোক , পিতা এবার তার পুত্র হায়কলকে আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের জন্যে ফ্রান্সে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হলেন ।[৮]

১৯০৯ সালে মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্যে ফ্রান্স গমন করেন । সেখানকার 'সোবরন ' বিশ্ববিদ্যালয় [৯] এর অধ্যাপক লারনূ / লারফর (لارنولارفور) এর তত্ত্বাবধানে তিনি পি এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ রচনায় মনোনিবেশ করেন।প্রাথমিক অবস্থায় তিনি 'তশরী ' আল আমল ওয়া আল 'উম্মাল ফি মিসর ' (মিসরে শ্রমিক ও শ্রমের বিধান) শীর্ষক থিসিস রচনার ইচ্ছা পোষণ করলেও মিসর ফিরে এতদসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে এ বিষয়টি পরিত্যাগ করতঃ 'La dette public egyptienac'(দীন মিসর আল আম) শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে খৃ. ১৯১২ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন । [১০]

---

৭. ড. হুসায়ন ফাওযী আল-নজ্জার, হায়কল ওয়া হায়াতু মুহাম্মদ, পৃ, ২৯; যুসুফ কোকন,আলাম, পৃ. ৬০।

৮. ড. হমযহ ও ড. শরফ ,আদব আল মকালহ , পৃ.৩৭।

৯. সোরবোন: প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও সাহিত্য অনুষদের সর্বাধিক বিখ্যাত বিল্ডিং। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অনুষদের জায়গা এবং এটি সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টির সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয় । Sorbonne, The Encyclopedia Americana,1979 edition ; আল মুনজিদ, পৃ. ৩১৪।

১০. J.Brugman, An Introduction ,P.235; হায়কল , সওরত আল আদব , পৃ.২১২-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

এ ডিগ্রী লাভের জন্যে তাকে প্রচুর পড়াশুনা করতে হয় । ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় রচিত মিসরের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলী বিশেষত: আল জাবারতী প্রণীত এ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী তাঁর বিশেষ কাজে আসে । প্রতিদিন সকাল সাতটা হতে দুঘন্টা নিজের কক্ষে পড়াশুনার পর দুপুর পর্যন্ত পাবলিক লাইব্রেরীতে অধ্যয়নে মগ্ন থাকতেন । বিকালে কোন কফি হাউজে এক পেয়ালা কফি পান করে সারা বিকেলে নিজ কক্ষেই থিসিসের কাজে নিমগ্ন থাকতেন ।

তাঁর দৃঢ় অধ্যবসায় সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্য :[১১]

,وفد أعانني علي ذلك حب عميق لهذا الوطن , وحرص علي الحقيقة العلمية المجردة من الا هواء
والشهوات يضا ف إلي ذلك زهو شا ب يز يد كل الا جا دة وان يتقن غا ية الا تقان

ফ্রান্সে তিন বছর ব্যাপী উচ্চতর গবেষণার পাশাপাশি হায়কল ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন । এছাড়া আরবী সাহিত্যে প্রথম শিল্প সফল উপন্যাস 'যয়নব ' ও তখন রচিত হয়। 'ইয়াওমিয়্যাতু বারীস '(প্যারিসের দিনগুলো) শীর্ষক আরেকটি গ্রন্থ ও তিনি সেখানে অবস্থানকালে রচনা করেন এবং শিল্প সাহিত্য ও রাজনৈতিক শৈলী ও রীতি সমৃদ্ধ সমসাময়িক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সাম্যক অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।[১২]

হায়কলের জীবনে প্যারিসের রাজপথের গণকের ভবিষ্যত বাণীই সত্যে পরিণত হয়েছিল শায়খ মুস্তফা আবদ আল রাযিক (খৃ.১৮৮৫-১৯৪৭) বলেন : আমরা তিন জন প্যারিসে পড়ুয়া যুবক একদিন এক প্রমোদশালায় গিয়ে দেখি এক গণক মানুষের মনের কথা বলে দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতের গোপন সংবাদ ও পরিবেশন করছে। আমরাও ভবিষ্যত সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট গেলাম । লোকটি সত্যিই মেধাবী ও বিচক্ষণ ছিল । সে আমাদের সকলের চেয়ে ছোট ও প্যারিসে নবাগত হায়কলকে উদ্দেশ্য করে বলল তুমি তোমার সম-সাময়িক কলম সৈনিকদের মাঝে বড় স্থান দখল করে নেবে । ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে এটি আহামরি কিছু না হলেও একথা আমাদের মনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল ।

হায়কলের আইন সম্বন্ধীয় পড়াশুনার পাশাপাশি সাহিত্য বিষয়ক চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রে উক্ত সংবাদটি কার্যকরী প্রভাব সৃষ্টিতে সহায়ক ছিল ।[১৩]

----

১১. ফাতহী রিদওয়ান , আসরূন ওয়া রিজালুন , পৃ. ৪৮৪-৫ ।

১২. ড.হমযহ ড. শরফ, আদব আল মকালহ ,পৃ. ৩৮-৯ ।

১৩. মুস্তফা আবদ আল রাযিক ,"আররাফ্ বারীস " আল সসিয়াসাহ আল উসবুইয়্যাহ, সংখ্যা ৬৩, মার্চ ২৬.১৯৩৮, উদ্ধৃত , ড.শরফ , আদব আল মকালহ , পৃ. ৭১-২ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্যারিসে গিয়েও হায়কল স্বদেশ ও স্বদেশীদের ভোলেননি । একদিন মুস্তফা আবদ আল রাযিকসহ প্যারিসে অধ্যয়নরত আরো কতিপয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে এ মর্মে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন যে ,আমরা স্বদেশের জন্য এ প্রবাসে বসে কিছু করতে পারি কি না ? হায়কলই প্রস্তাব করলেন যে এখানে "প্রবাসী মিসর সমিতি " গঠন করা যায় । এ অভূতপূর্ব প্রস্তাব সকলেই কায়মনোবাক্যে মেনে নিল । "প্রবাসী মিসর সমিতি " গঠিত হল । হায়কলকে এ সমিতির সেক্রেটারী পদে নির্বাচিত করা হল । এ ছাড়া প্যারিসে ইতিপূর্বে গঠিত "আল জমঈয়্যাত আল ইসলামিয়্যাহ" এর ও সদস্যপদ গ্রহন করেছিলেন । [১৪]

কর্মজীবন

১৯১২ সালের আগষ্ট মাসে হায়কল প্রায় ২৪ বছর বয়সে প্যারিস হতে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে আসেন । সরকারী চাকুরীর পদ - পদবী অথবা অন্য কোন সহজ পথে আয় উপার্জনের লোভ না করে মিসর ছেড়ে তিনি আঞ্চলিক রাজধানী " আল মনসুর ": চলে যান । সেখানে আইন ব্যবসা করবেন বলে স্থির করেন এবং এ লক্ষ্যে একটি আফিস খোলেন । খৃ. ১৯১২ সালের ১ ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর খৃ. ১৯২২ সালে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ এ দশ বছর ড. হায়কলের আইন ব্যবসার সফলতা ব্যর্থতা সম্পর্কে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়না । অবশ্য তাঁর বিভিন্ন স্মৃতিকথা পর্যালোচনা করলে একতা স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে , এ সময়কালে আইন ব্যবসার সাথে তিনি তেমন জড়িত না হলেও প্রায় সর্বক্ষণই রাজনৈতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকতেন । দর্শন , ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে অব্যাহত পড়াশুনার ক্ষেত্রে আইন ব্যবসা কোন দিনই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি । [১৫]

"আল জামিয়া আল মিসরিয়্যাহ "(Egyptian University)এর আইন বিষয়ক বিদ্যালয়ে কিছু কোর্স পড়ানোর জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল । তিনি আইন ব্যবসার পাশাপাশি আইন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকে সরকারী চাকুরীর চেয়ে অধিক প্রাধান্য দিতেন এবং এ'তে বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন । [১৬]

----

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

১৫. ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল , মুযককিরাত ফী আল সিয়াসহ আল মিসরিয়্যাহ (কায়রো: দার আল মাআরিফ ,১৯৫১), প্রথম খন্ড, পৃ.৪৭।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯; য়ূসূফ কোকন , আলাম,পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হায়কল কায়রোয় মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়ন কালে (খৃ .১৯০১-১৯০৫) গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে গ্রামের বাড়ি গিয়ে অন্যান্য ছাত্রের ন্যায় ক্ষেতে খামারে কৃষিকাজ না করে লেখা পড়া ও গ্রামের অনুপম প্রাকৃতিক শোভা দেখে সময় কাটাতেন । নিজের গ্রাম "কফরঘন্নাম" ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের পাঠক জনগনের মধ্যে বিতরনের উদ্দেশ্যে কিশোর হায়কল " আল ফদীলাত" নামক সাময়িকী প্রকাশ করেন । এ থেকেই তাঁর লেখালেখির হাতে খড়ি এবং সাংবাদিকতা জীবনের উন্মেষ বলা যায় ।[১৭]

১৯১৭ সালে আহমদ লুৎফী আল সয়্যিদ এর নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক দল "হিযব আল উম্মাহ" (জনদল) এর মুখপাত্র "আল যরীদাহ" সংবাদ পত্রের মাধ্যমেই কার্যকরভাবে হায়কলের সাংবাদিকতা জীবনের সুচনা ।

উক্ত পত্রিকার সম্পাদক আহমদ লুৎফী আল সয়্যিদ এর সাথে পারিবারিক সম্পর্কের কারণে তাঁর সাথে হায়কল পত্রিকা অফিসে সাক্ষাৎ করলে তাঁকে লেখালেখির জন্য তিনি উৎসাহিত করেন । ফলে যুবকদের জন্য নির্ধারিত পাতায় " তাহরীর আল মরআহ" (নারীমুক্তি) শিরোনামে তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ।এ বিষয়ে তাঁর অনুভূতি [১৮]

"وما كا ن أ عظم سر و رى – يو م ظهر لي أ ول مقا ل فيها , لم يكن مقا ل سيا سيا , و لكنه كا ن عن حر ية المر أة و بد ي لطفي با شا تقد ير ه لأ سلوبي و لطر يقة تفكير ي , فز ا د ذ لك من تشجيعي وجعلني ا نشر في الجر يد ة ما أ كتبه , و كنت اتلقي من ز ملا ئي و ا خوا ني من عبا را ت التشجيع ما زا د ني إ قبا لا علي الكتا بة و النشر , كما أ نكر وا علي أن أكتب في الجر يد ة و لا ا كتب في غير ها من الصحف , و لعلهم لم يعر فو ا أ نني حا و لت قبل ظهو ر الجر يد ة أ ن اكتب في المويد

"আমার প্রথম প্রবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলাম । এটি কোন রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয় বরং এটি ছিল নারী মুক্তি বিষয়ক । লুৎফী পাশা আমার এ চিন্তাধারা ও লিখন শৈলির মূল্যায়ন করেছিলেন । এটি আমার উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছিল , ফলে আমি আল জরিদাহ পত্রিকায় সমানে লেখতে থাকি । বন্ধু বান্ধবদের থেকে প্রাপ্ত উৎসাহ লেখা ও প্রকাশনায় আগ্রহী হতে সহায়তা করে। অবশ্য বন্ধুরা "আল জরিদাহ" ছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় লিখতে বলে । অবশ্য তারা জানে যে ইতিপূর্বে আমি "আল মুওয়ায়্যিদ" পত্রিকায় লেখার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলাম।

----

১৭. ড. আবদ আল - আযীয শরফ, মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ,পৃ.১৮-৯।

১৮. ড. হায়কল , মুযকিরাত, পৃ.৩০।

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য হায়কল আল জরিদাহ পত্রিকায় লেখার লেখা ছাপানোর পূর্বেই লেখালেখি করতেন । এবং স্বীয় লেখা মানসম্মত হয়েছে কিনা ? ছাপা হবে কিনা ? এসব দুদোল্যমানতার জন্য পত্রিকায় পাঠাতেন না । এক পর্যায়ে নিজের দৃষ্টিতে মানসম্পন্ন একটি লেখা "আল মুওয়ায়্যিদ " পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য পত্রিকার সম্পাদক আলী ইউসুফ (খৃ. ১৮৬৩-১৯১৩) এর সাথে দেখা না করায় তার চেয়ে নিম্নমানের লেখা ছাপা হলে ও হায়কলের লেখাটি ছাপা হয়নি । ফলে পত্রিকায় আর লেখা পাঠাবেন না মর্মে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন । তাঁর একান্ত ধারণা হয়েছিল যে সম্পাদক অথবা সম্পাদনা পরিষদের কারো সাথে দেখা করলে হয়তো তার লেখাটি ছাপা হতোএবং রীতিমাপিক উৎসাহ ও ভাগ্যে জুটতো । [১৯]

কায়রোয় অধ্যয়ন কালে হায়কল সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী পড়ার পাশাপাশি "আল মুওয়ায়্যিদ", "আল লিওয়া"এবং আল জরীদাহ" পত্রিকার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন । [২০]

১৯০৯ সালে হায়কল উচ্চ শিক্ষার্থে প্যারিস গমনের পর ও "আল জরীদাহ " পত্রিকার সাথে তার সংশ্লিষ্টতা বজায় ছিল । প্যারিসে তার পর্যবেক্ষণ জনিত অভিজ্ঞতার আলোকে "শুহুরী আল উলা আল বারিস " (প্যারিসে আমার প্রথম মাসগুলো) শিরোনামে কলাম লিখতেন ।

১৯১১ সালে 'উসমানীয় সাম্রাজ্যাধীন তুর্কীস্তানের দুটো প্রদেশের উপর ইতালী হামলা করে । এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার আহবান জানিয়ে লুৎফী আল সয়্যিদ "আল জরীদাহ" পত্রিকায় 'সিয়াসত আল মনাফি ' লাসিয়াসত আল আওয়াতিফ (কল্যাণের রাজনীতি আবেগের রাজনীতি নয়) শীর্ষক প্রবন্ধ লেখার কারনে সতীর্থদের সাথে মতদ্বৈততার ফলে সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন । হায়কলকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ জানিয়ে প্যারিসে পত্র লেখা হয় ।

হায়কল এ আহবানে সাড়া দিয়ে আল জরিদাহ পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখতে থাকেন । অবশ্য ইতালী,তুর্কী যুদ্ধে মিসরের তথাকথিত নিরপেক্ষ অবস্থান সম্পর্কে তিনি নিরব থাকেন । [২১] প্যারিস থেকে মিসর ফিরে ড. হায়কল ১৯১৪ সালে"আল জরীদাহ " পত্রিকায় তাঁর উপন্যাস "যয়নব" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয় ।[২২]

------------------ --

১৯. ড. হুসায়ন ফওযী আল নজ্জার, হায়কল ওয়া হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ৩৫-৬।

২০.ক."আল জারীদাহ" :১৯০৭ সালে আহমদ লুৎফী আল সয়্যিদ এর নেতৃত্বে গঠিত রাজনৈতিক দল "হিজব আল উম্মাহ"(জনদল) এর মুখপত্র।

খ. "আল লিওয়া " ১৯০৮ সালে মুস্তফা কামিল এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল "আল হিযব আল ওয়াতানী " (স্বদেশী দল) এর মুখপত্র ।

গ."আল মুওয়ায়্যিদ "১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত "হিযব আল ইসলাহ "(সংস্কারবাদী দল) এর মুখপত্র । পার্টি প্রধান ও পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন ' আলী ইউসুফ।

২১. ড. আবদাল আযীয শরফ, ফন আল মকাল আল সহফী , পৃ. ৬৭।

২২. প্রাগুক্ত,পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (খৃ. ১৯১৪-১৯১৮)শুরু হলে ড.হায়কল " আল হরব আল হাদিরাহ ওয়া আসারুহা " (বর্তমান যুদ্ধ ও এর প্রভাব) শীর্ষক ধারাবাহিক কলাম লিখেন "আল জরীদাহ" পত্রিকায় । এতে "জার্মানী আন্তর্জাতিক চুক্তি লংঘন করায় বৃটেন যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছে " মর্মে ইংল্যান্ডের প্রচারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এর বিরুদ্ধে যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করা হয় ।[২৩]

আল জরীদাহ শধুমাত্র একটি পত্রিকা ছিলনা বরং এটি একটি মননশীল মতবাদে পরিনত হয়েছিল। এই মতবাদের মূলকথা ছিল স্বাধীনতার ভিত্তিতে সংস্কার ও সৎপথ প্রদর্শন । পত্রিকার সম্পাদক লুৎফী আল সায়্যিদ ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যস্থিত সম্পর্কসহ সকল প্রকার সংস্কার ও চিন্তার ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতাকেই মূলনীতি স্থির করেছিলেন। রাজনৈতিক পরিভাষায় একে Liberalism" বলা যায় । ড. হায়কল ও ড. ত্বহা হুসায়ন সহ আরো অনেকেই এ মতবাদের অনুসারী ছিলেন । সমাজতন্ত্রের মোকাবিলায় এই মতবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও পুঁজিবাদী মতবাদ হিসেবে পরিগণিত হত ।[২৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৫ সালে "আল জরিদাহ " পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় । এ অবস্থায় "আল জরীদাহ সংশ্লিষ্ট যুবকগোষ্ঠি হায়কল , মুস্তফা আবদ আল রাযিক , ত্বহা হুসায়ন ও মুনসুর ফহমী প্রমুখ এ মর্মে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হলেন যে ,তাঁরা তাদের কলম তথা লেখা বন্ধ করবেন না । এ লক্ষ্যে আবদ আল হামিদ হমদী সম্পাদিত "আল সফুর "পত্রিকায় তারা পালাক্রমে লিখবেন বলে স্থির করলেন । কেউ তার জন্য নির্দিষ্ট সময় লেখা দিতে ব্যর্থ হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক জরিমানা পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় । পত্রিকার লাভ ক্ষতি সহ প্রকার দায় দায়িত্ব আবদুল হামিদ হামদীরই থাকবে মর্মে ও তারা এক চুক্তিতে উপনিত হলেন । "আল সফুর" পত্রিকাটি সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রবন্ধ সমৃদ্ধ সাপ্তাহিক হিসেবে ১৯১৫ সালের ২১ জুলাই শুক্রবার হতে প্রকাশিত হতে থাকল । রাজনৈতিক বিষয়াবলী তারা কৈশলে এড়িয়ে যেতে থাকলেন ।[২৫]

ড.মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল কতৃক "আল সফুর " পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধাবলী বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে এগুলোতে ইতোপূর্বে " আল জরীদাহ " পত্রিকায় সামাজিক ও সাহিত্যিক বিষয়ে রচিত তার প্রবন্ধাবলীর চৈন্তিক ও প্রাকৃতিক ছাপ রয়েছে।

----

২৩. প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৮।

২৪. তু. ড. শরফ , মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ফী যিকরাহু ,পৃ .৩০-৭; ড. হমযহ ও ড. শরফ, আদব আল- মকালহ পৃ. ৮৪।

২৫. হুসায়ন ফাওযী আল নজ্জার, হায়কল ওয়া হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ.৩৬-৩৭; হায়কল মযক্কিরাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৪-৫।

Dhaka University Institutional Repository

ড. ত্বাহা হুসায়ন উক্ত পত্রিকায় "আল হরব ওয়াল হাদারাহ "(যুদ্ধ ও সভ্যতা)শীর্ষক এক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে যুদ্ধই মানব জাতিকে সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে সহায়তা করে ,যুদ্ধের মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয় এবং এ যুদ্ধই বিবিধ সভ্যতার উৎস ইত্যাদি দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধাচরণ করে প্রবন্ধ লিখতে প্ররোচিত করেন। তাঁর উৎসাহে ড. হায়কল যুদ্ধই ধ্বংশ এবং বোকারাই যুদ্ধে জড়ায় ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন । এভাবে কয়েক সপ্তাহ পাল্টা-পাল্টি প্রবন্ধ রচনা অব্যাহত থাকে । [২৬]

১৯১৭ সালে ড. হায়কল " আল সফুর " পত্রিকায় লেখার পাশাপাশি " আল মুকতাতাফ" পত্রিকায়ও "আল জবরিয়্যা"[২৭] সম্পর্কে প্রবন্ধ সিরিজ রচনা করেন ।[২৮]

ড. হায়কল আইন ব্যবসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি এতদিন সাংবাদিকতা করেছেন । ইতিমধ্যে ১৯২২ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারী মিসর থেকে ইংল্যান্ডের আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদার পরিসমাপ্তি ঘটে। মিসরের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় ।

একই সালে ২৯ অক্টোবর ' আদলী য়াকুন' (খৃ. ১৮৬৪-১৯৩৩) এর নেতৃত্বে "হিযব আল আহরার আল দস্তরিয়্যীন" (শাসনতন্ত্র উদারপন্থী দল) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের গোড়া পত্তন হয়। উক্ত দলের মুখপত্র হিসেবে "আল সিয়াসহ" (রাজনীতি) নামক একটি পত্রিকা ড.মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলের সম্পাদনায় ১৯২২ সালের ৩০ অক্টোবর প্রথম প্রকাশিত হয় ।

----

২৬. হায়কল , মুযককিরাত, পৃ.৬৫-৬।

২৭. জবরিয়্যাহ ও কদরিয়্যাহ : মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের একটি রক্ষণশীল অংশ জবরিয়্যাহ নামে পরিচিত । তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সারা বিশ্বের নিরংকুশ শাসক । তাঁর ইচ্ছার বাইরে সসীম মানুষের কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছা নেই , থাকতে পারেনা । এ দলের সমর্থকরা ক্ষমতাশীস শাসকদের সবরকম কর্যকলাপকে , এমনকি শাসন ও নির্যাতনকে যুক্তিযুক্ত করার প্রয়াশ পান । তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে এসব কর্মকান্ড পূর্ব নির্দিষ্ট , সুতরাং এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অর্থহীন । এ বিতর্ক থেকেই উদ্ভব ঘটে স্বাধীন ইচ্ছার সমর্থক বলে সুপরিচিত কদরিয়া সম্প্রদায়ের । তাঁরা কুরআনের কিছু বাণী উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে , মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার এবং ভাল মন্দ ও ঠিক বেঠিক নির্ধারণের ক্ষমতার অধিকারী । তু .আমিনুল ইসলাম , মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন (ঢাকা , বাংলা একাডেমী . ১৯৯৫) ২য় মুদ্রণ , পৃ-৮১।

২৮. তু. ড. শরফ, ফন আল মকাল আল - সহফী, পৃ. ৯৭-১১১।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হায়কল তখন থেকে আইন ব্যবসা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা ছেড়ে দেন । শুরু হয় তার পুরোপুরি সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক জীবন। [২৯] তিনি পূর্ব হতেই স্বীয় কলমকে হাতিয়ার না করার ব্যপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকলেও যখন দেখলেন তাঁর ও "আল সিয়াসহ " পত্রিকার উদ্দেশ্যের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই , তখন এ পদ গ্রহণে সম্মত হলেন ।

পত্রিকাটি স্বাধীনতা সামাজিক ন্যায় বিচার ও জাতীয় ঐক্যের পক্ষে অব্যাহত ভূমিকা পালন করেন । ড. হায়কল তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মাধ্যমে পার্টির বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি বের করে করণীয় নির্দেশ দিতেন । ইতিপূর্বে "আল জরীদাহ " পত্রিকার ন্যায় "আল সিয়াসহ" পত্রিকা ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পথিকৃত এর ভূমিকা পালন করে ।[৩০]

১৯২৬ সালের ১৩ মার্চ " আল সিয়াসাহ আল উসবুইয়্যাহ" (সাপ্তাহিক আল সিয়াসাহ) নামে ড. হুসায়ন হায়কলের সম্পাদনায় একটি নতুন সাপ্তাহিক সাময়িকী বের হয় । প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক শিল্প সাহিত্য , সমাজ ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়কে অধিক গুরুত্বের সাথে এ সাময়ীকিতে উপস্থাপন করা হবে বলে ঘোষণা করেন ।

প্রথম প্রকাশের পর থেকে দীর্ঘ সাত বছর একটানা প্রকাশের পর সাময়িকীটি ১৯৩১ সালে ইসমা'ঈল সিদকী (খৃ. ১৮৭৫-১৯৫০) এর কোপানলে পড়ে কিছু সময় বন্ধ থাকে । ১৯৩৮ সালে হায়কল মন্ত্রীত্ব গ্রহন করে সাময়িকীটির সম্পাদকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করলেও প্রবন্ধ লেখা হতে কখনো বিরত হননি । "আল সিয়াসাহ আল উসবুয়িয়্যাহ" সাময়িকীটি মিসর তথা আরব বিশ্বের চৈন্তিক পূনর্জাগরণের ঝান্ডা বরাবরই উর্ধ্বে উঁচিয়ে রেখেছে ।[৩১]

----

২৯. ড. হমযহ ও ড. শরফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-১২২।

৩০. তু. ড. শরফ, ফন আল মকাল আল - সহফী, পৃ.১১৫-১৪৭।

৩১. প্রাগুক্ত. পৃ. ১৮৭-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিঃ শাসনতন্ত্র কমিশন , অভিভাবক পরিষদ আরবী ভাষা একাডেমী , মন্ত্রী , বিরোধী দলীয় নেতা, দল প্রধান , অভিভাবক পরিষদের চেয়ারম্যান :

১৯২২ সালে " আল সিয়াসাহ " পত্রিকার হবার হওয়ার মাধ্যমে ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা বলে অনেকে ধারণা পোষণ করলেও মূলত তার রাজনীতির সূচনা হয়েছিল অনেক আগেই । ড. হায়কল রাজনীতি নিয়ে ভেবেছেন , আলোচনা করেছেন এবং "হিযব আল উম্মাহ" দলের মুখপাত্র " আল জরীদাহ " পত্রিকায় রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন ।

এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ড. হায়কল মুস্তফা আল রাযীক, ত্বহা হুসায়ন , মনসুর ফাহমী (খৃ. ১৮৮৬-১৯২৭) প্রমুখ যুবক মিলে " আল হিযব আল দিমক্রেতী " (ডেমক্রেটিক লীগ) নামক সংগঠন গড়ে তোলেন । এবং স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মিসরবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে স'দ জগলুল (খৃ. ১৮৫৭-১৯২৭) এর নেতৃত্বে ১৯১৮ সালে ১৩ নভেম্বর গঠিত "আল ওয়াফদ আল মিসরী "(মিসরীয় ডেলিগেশান) দলের প্রতিনিধি হিসেবে মর্যাদা লাভের চেষ্টা চালিয়েছিল । কিন্তু "আল ওয়াফদ আল মিসরী " তাদের প্রতিনিধিত্ব গ্রহনে সম্মত হননি ।[৩২]

ইতিমধ্যে (১৩ জানুয়ারী খৃ. ১৯১৯) নবগঠিত রাজনৈতিক দল " আল ওয়াফদ আল মিসরী " মিসরের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সিপাহসালার হমদ পাশা আল বাসিল (খৃ.১৮৭১-১৯৪০) এর বাসভবনে আহবান করা হয় । উক্ত সভায় জগলুল "মিসরের স্বাধীনতা মিসরবাসীর জন্মগত অধিকার " এ মর্মে জোরাল বক্তব্য পেশ করেন । স্বাধীনতার স্বপক্ষে মিসর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অবস্থা আয়ত্বের বাইরে যাওয়ার পূর্বে ৮ মার্চ যগলুল , ইসমাঈল সিদকী এবং হমদ আল বাসিলকে গ্রেফতার করে মাল্টায় নির্বাসনে প্রেরণ করা হয় । জনমতের চাপে ৯ মার্চ , ১৯২১ সালে যগলুল ও তার সাথীরা মুক্ত হয়ে মিসরে ফিরে আসেন । যগলুল ফিরে এসে " আল ওয়াফদ আল মিসরী " দলের শীর্ষ পদ তাঁরই প্রাপ্য বলে দাবী করেন।পক্ষান্তরে আদলী য়াকুন দাবী করেন এ পদে তিনিই বহাল থাকবেন । এই বিতর্কের এক পর্যায়ে ১৯২১ সালে ২৮ এপ্রিল যগলুল কতৃক আদলী ও তার অনুসারীদেরকে ইংরেজদের দালাল আখ্যা দিয়ে প্রদত্ব এক বক্তৃতার ফলশ্রুতিতে মিসরবাসী যগলুল ও আদলী পন্থী এ দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে । ইতিমধ্যে ১৯২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী এ্যালেনবী (খৃ. ১৮৬১-১৯৩৬)[৩৩]

---

৩২. ড.হমযহ ও ড. শরফ , প্রাগুক্ত,পৃ.৭৫; ড. ফওযী আল নজ্জার, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৭।

৩৩. Allenby(খৃ. ১৮৬১-১৯৩৬) : বৃটিশ মার্শাল । ১৯১৭ সালে ফিলিস্তিন দখল করেন । বৃটিশ হাই কমিশনার হিসেবে মিসরে দায়িত্ব পালন করেন (খৃ. ১৯১৯-২৫)। দ্র.আল- মুনজিদ , পৃ.৬৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

মিসরে প্রত্যাবর্তন করে মিসরের উপর ইংল্যান্ডের আশ্রিত রাজ্যের মর্যদার পরিসমাপ্তি সংক্রান্ত বিখ্যাত ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন । মিসরের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় । এ সময় ১৯২২ সালে ২৯ অক্টোবর আদলী য়াকুন পাশার নেতৃত্বে ৭ দফা রাজনৈতিক ও ১১ দফা অর্থনৈতিক এবং ১৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে " হিযব আল আহরার আল দস্তরিয়্যীন "(শাসনতন্ত্রপন্থী উদার দল) নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল এ দলের লক্ষ্য - উদ্দেশ্যের সাথে নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল দেখে দলীয় মুখপত্র "আল সিয়াসহ " পত্রিকার সম্পাদক হতে সম্মত হন । এর মাধ্যমে দলীয় তাত্বিক নেতৃত্ব মূলতঃ তাঁর হাতে চলে যায়। [৩৪]

১৯২২ সালে ১ মার্চ শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব না নিয়েই আবদ আল খালিক সরওয়াত পাশা (খৃ. ১৮৭৩-১৯২৮) মন্ত্রী সভা গঠন করে তিনি শাসনতন্ত্র রচনার মত একটি দুঃসাধ্য কাজে অগ্রসর হন । এ দুরূহ কাজ সম্পাদনের জন্য সরওয়াত পাশা ৩ এপ্রিল হুসায়ন রুশদী পাশা (খৃ. ১৮৬৩-১৯২৮) এর নেতৃত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিশন গঠন করেন । পরে এর সদস্য সংখ্যা ১৮ জনে কমিয়ে আনা হলে ও ড. হুসায়ন হায়কল এ কমিশনের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে ছয় মাসের ও কম সময়ের মধ্যে প্রায় ১৭০ অনুচ্ছেদ সম্বলিত একটি সংবিধান প্রণয়নে সফলতার সাক্ষর রাখেন । [৩৫]

১৯৩৬ সালের মে মাসে মিসরে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । ইতিপূর্বে ১৯২৪, ১৯২৫, ১৯২৬,ও ১৯৩০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে ওয়াফদ পার্টি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা কারো কখনও একক ভাবে কখন ও বা সংঘাত সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য কোয়ালিশন সরকারের মাধ্যমে দেশ শাসন করেন।[৩৬] ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে ড. হায়কল তাঁর নির্বাচনী এলাকা "তমী আল আমদীদ تمى الامد يد থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ওয়াফদ দলীয় প্রার্থী ইসমাঈল রমযীর নিকট হেরে যায় । এতদসত্বে ও তিনি "মজলিস আল সুয়ুখ" (অভিভাবক পরিষদ) এর সদস্য নিযুক্ত হন । [৩৭]

----

৩৪. ড. হমযহ ও ড. শরফ . প্রাগুক্ত, পৃ.১২২; ফতহী রিদওয়ান , প্রাগুক্ত পৃ. ৪৯৮।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২,২৪,৩৮; ফতহী রিদওয়ান , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮-৫০০।

৩৬. ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত মিসরের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২১৪ আসন বিশিষ্ট সংসদে "ওয়াফদ" ১৯৫ এবং " আল আহরার " ১৯ আসন লাভ করে । ১১ মার্চ ১৯২৫ সালে অনুষ্ঠিত দ্বীতিয় নির্বাচনে "ওয়াফদ ১১৬ আসন লাভ করে । ১৯২৬ সালে জানুয়ারী মাসের সাধারন নির্বাচনে ওয়াফদ ১৬৫ আসন দখল করে পুনরায় অনুষ্ঠিত সাধারন নির্বাচনে উক্ত দল ২৩৫ টি আসনের মধ্যে ২১২ টি আসন লাভ করে । তু .মূসা আনসারী ,প্রাগুক্ত,পৃ. ১২২-৭।

৩৭. ফতহী রিদওয়ান ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ তরুন রাজা ফারুক (খৃ. ১৯২০-৬৫) ওয়াফদ দলীয় নহহাস পাশা (খৃ. ১৮৭৬-১৯৬৫)[৩৮] এর সরকারকে ন্যাক্কারজনক ভাবে বরখাস্ত করেন । ফলে মুহাম্মদ মাহমুদ পাশা (খৃ. ১৮৭৭-১৯৪১) একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন । এই সরকার ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করেন । অবশ্য হায়কল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য আকাংখী ছিলেন বিধায় ১৯৩৮ সালে তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় । শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে হায়কল শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার কাজে মনোনিবেশ করেন । তিনি মন্ত্রনালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করেন ।

ছোট ছোট কাজে সরাসরি অধিদপ্তরে না এসে যাতে স্থানীয় পর্যায়ে সমাধান পাওয়া যায় সে লক্ষ্যে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ অফিস স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করেন। অবশ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তারা অভিজ্ঞ লোকবলের স্বল্পতার দোহায় দিয়ে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে । ড. হায়কল সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে ' আরবী ভাষা শিক্ষাদানের মানোন্নয়নের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে (দার আল- উলুম) মাধ্যমিক স্তর সংযোজনের পরিকল্পনা গ্রহন করেন যাতে মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ সরাসরি উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। কিন্তু আল আযহারের শায়খ মুহাম্মদ মুস্তফা আল মরাঘী (খৃ. ১৮৮১-১৯৪৫) এ পরিকল্পনার বিরোধীতা করে বলেন যে এটি আযহারের রীতি বিরুদ্ধ । রাজা ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে আল মরাঘীর ঘনিষ্ঠার কারণে এ পরিকল্পনা সফলতার মুখ দেখেনি।

ড. হায়কল তাঁর সংস্কার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আরেকটি সফল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । তা হলো দার আল উলুম হতে উত্তীর্ণদের ন্যায় আরবী ভাষা মহাবিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণদেরকে ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যতিরেকে সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং পূর্বোক্তদের ন্যায় নিয়োগের পূর্বেই ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তাদের বাধ্যতামূলক ভর্তির বিধান রহিতকরণ । এ ছাড়া প্রাথমিক স্তরে দুটো বাধ্যতামূলক ভাষা শিক্ষার চাপ থেকে শিশুদের রক্ষা করার নিমিত্ব বিরুপ সমালোচনা স্বত্বে ও ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী হতে ইংরেজী শিক্ষা রহিত করে দেন । তিনি আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন ও সাহিত্য অনুষদ খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মিসরে পরিচালিত বিদেশী বিদ্যালয়গুলোতে ' আরবী ভাষা , মিসরের ইতিহাস ও ভূগোল বাধ্যতামূলক পাঠদান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন । গ্রাম পর্যায়ে নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তাঁর সংস্কার পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত ছিল । ১৯৩৯ সালে আগষ্ট মাসে রাজা মাহমুদ পাশাকে বরখাস্ত করলে ড. হায়কলও মন্ত্রিত্ব হারান ।[৩৯]

----

৩৮. মুস্তফা পাশা আল নহহাস (খৃ. ১৮৭৬-১৯৬৫): মিসরীয় ও রাজনীতিবিদ । স'দ যগলুল এর পরে "হিযব আল ওয়াফদ" এর প্রধান নিযুক্ত হন । খৃ. ১৯২৮-৫০ সময়কালে কয়েকবার মন্ত্রীসভা গঠন করেন । দ্র.আল মুনজেদ পৃ. ৫৭৩।

৩৯. ফতহী রিদওয়ান ,প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪০-২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০ সালে ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল কায়রোস্থ 'মজম' আল লুঘত আল আরাবিয়্যাহ (আরবী ভাষা একাডেমী) এর সদস্যপদ লাভ করেন । ১৯৪৩ সালে ড. হায়কল তার নিজ দল " হিযব আল আহরার আল দস্তরিয়্যীন " এর সভাপতি নিযুক্ত হন । তিনি ১০ জানুয়ারী থেকে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে রাজনৈতিক তৎপরতা ও সংগঠন নিষিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত সংগঠনের পরিচালনা পরিষদ , নির্বাহী পরিষদ ও সাধারন পরিষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ।[৪০]

১৯৪৪ সালের ৮ অক্টোবর বিশ্বযুদ্ধের শেষপ্রান্তে ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ সালে আবার ক্ষমতারোহনকারী ওয়াফদ দলীয় প্রধানমন্ত্রী নহহাস পাশাকে রাজা বরখাস্ত করেন । সাদপন্থী দলনেতা আহমদ মাহির (খৃ. ১৮৮৮-১৯৪৫) নতুন এক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন । ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন । ১৯ জানুয়ারী ১৯৪৫ সালে " মজলিশ আশ সুয়ুখ "এর প্রধান নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত তিনি এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন । ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ড. হায়কল " মজলিস আল সুয়ুখ " এর প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন ।[৪১]

এ প্রবন্ধের জন্য হায়কলকে সরকারী অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হলো । একদিন জিজ্ঞাসাবাদের অজুহাতে তাকে সকাল নয়টা হতে বিকাল দুটা পর্যন্ত পাঁচঘন্টা আটকে রাখা হলো।

হামলা-মামলা ,রোগ-শোক, ভ্রমণ, হজ্জ পালন

১৯২২ সালে গঠিত শাসনতন্ত্র কমিশন কর্তৃক প্রণীত শাসনতন্ত্র কে যগলুল কোনভাবেই মেনে নেয়নি। বরং যগলুল এ শাসনতন্ত্রকে "এটি হতভাগ্য কমিশন (লজনত আল আশক্বিয়াহ) এর অপকর্ম বলে গাল মন্দ করতেন । "আল আহরার" সমর্থকরা কম কিসে ! এ দলের মুখপত্র "আল সিয়াসাহ" পত্রিকার সম্পাদক ড. হায়কল যগলুলের দল " আল ওয়াফদ"কে দলীয় পরিষদবর্গের মাসিক ভাতা পঞ্চাশ গীনীতে উন্নীত করায় "হিযব আল সিত্তমিয়্যাহ" (ছয় শতের দল) বলে ব্যঙ্গ করে প্রবন্ধ লিখেন। ঐদিনই বাসায় ফিরে যখন আবার পত্রিকা অফিসে গেলেন তখন কিডনীর ব্যথা অনুভূত হওয়ায় শয্যা নিলেন । ড. আলী ইব্রাহীন, ড. আবদ আল আযীয ইসমাঈল বেক প্রমুখ বড় বড় ডাক্তারকে ডাকা হলো।

৪০." হিযব আল আহরার আল দস্তরিয়্যীন "এর প্রতিষ্ঠাকাল হতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ মেয়াদে উক্ত দলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন : আদলী য়াকুন (২৯অক্টোবর খৃ.১৯২২, ১৭ জানুয়ারী ,খৃ.১৯২৪) আবদ আল আযীয ফহমী (৪ জানুয়ারী ,খৃ.১৯২৫, ৩১ জানুয়ারী, খৃ. ১৯৪৩) ড.মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল (১০ জানুয়ারী ,খৃ. ১৯৪৩ , খৃ. ১৯৫৩ সালে রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) । ড. হনযহ ও ড. শরফ , পৃ.১২২-৩।

৪১. ড. শরফ, মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ,পৃ.৪৭-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হলো , অবশেষে প্রশ্রাব পরীক্ষায় ধরা পড়লো যে তার বাম কিডনী পুঁজ পূর্ণ হয়ে আছে । ইতিমধ্যে পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধ লেখার দায়ে হায়কলের পঞ্চাশ গীনী জরিমানা করে কোর্ট রায় দিল। এবার তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ক্ষনিক বিশ্রাম ও শারীরিক সুস্থতার জন্য অবকাশ যাপনের লক্ষে লেবানন সফর করার মনস্থ করলেন । কিন্তু শেষ মুহূর্তে সরকার এ অজুহাতে তাঁর বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারী করলো যে , তার লিখিত অন্যান্য প্রবন্ধ সম্পর্কে অনুসন্ধান চলছে ।

ড. হায়কলের শ্বশুর আবদ আর রহমান রিয়া পাশা একদিন প্রধানমন্ত্রী স'দ যগলুলকে জিজ্ঞাসা করলেন যে , গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য ড.হায়কলের বিদেশ যাওয়ার ব্যপারে কোন বিধি নিষেধ আছে কিনা? যগলুল বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : ড. হায়কলের বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা , সে কিভাবে বিদেশ যাবে? যগলুল অবশেষে বললেন : হায়কল ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার মামলাগুলো প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। ড. হায়কল এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বন্ধুদের পরামর্শে নতুন পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করলেন । জনমতের চাপে অবশেষে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় । তিনি লেবাননে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনের জন্য গমন করলেন । সেখানে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসেবে যথেষ্ট সম্মান ও সহানুভূতি পেলেন । স্বাস্থ্য সুস্থ ও সুন্দর হলো । অবশ্য ডাক্তারের পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি কিডনী অপারেশনে সম্মত হননি । তার অসুস্থ কিডনী তাঁর শারীরিক ক্লান্তির উৎস হয়ে থাকল । পরবর্তীতে এ রোগেই তিনি ইন্তেকাল করেন ।[৪২]

১৯২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর ড. হায়কলের পুত্র সন্তান "মমদূহ"এর মৃত্যু হয় । ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত হবার স্বল্প সময় পরেই সন্তানের মৃত্যু জনিত কারণে ড. হায়কলের জীবন ও সাহিত্যে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে । পরে তিনি নিজেই এ ঘটনার বর্ণনা করেছেন : ছেলের অসুস্থতার সূচনায় ডাক্তাররা পাত্তাই দেয়নি । তিন দিন পর তারা বলল , সে ডিপথেরিয়াজনিত জ্বরে ভুগছে । আমি তো চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম আর তার মা কাঁদতে কাঁদতে অস্থির । কয়েকদিন চিকিৎসা ও পরিচর্যায় মনে হল সে সেরে উঠেছে। ১২ ডিসেম্বর বিকেলে আমি আমার কাজে গেলাম । গভীর রাতে বাসায় ফিরে দেখি আমাদের ঘরে আলো , দরজা খোলা । ঘরে ঢুকতেই আমার স্ত্রী চিৎকার দিয়ে বলে উঠল মমদূহ মারা গেছে।[৪৩]

পুত্র শোক ভুলবার জন্য ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল প্রথম পর্যায়ে খৃ. ১৯২৬ সালের ১৯ জুলাই প্যারিস লন্ডন , সুইজারল্যান্ড এবং আলেকজান্দ্রিয়া ভ্রমণ করেন । দ্বিতীয় পর্যায়ে পরের বছর খৃ. ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মে ইস্তাম্বুল , বুখারেষ্ট, প্যারিস এবং আলেকজান্দ্রিয়া সফর করেন । তৃতীয় পর্যায়ে ১৯২৮ সালের গ্রীষ্মে তিনি বন, কলোনিয়া, বার্লিন, মিউনিখ, প্যারিস ইত্যাদি নগর ও রাষ্ট্র সস্ত্রীক ভ্রমণের মাধ্যমে নিজেদেরকে হালকা করার চেষ্টা করেন ।[৪৪]

----

৪২. ফতহী রিদওয়ান , প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৪-৬; তু ড. হায়কল, মুযককিরাত, পৃ. ১৬৩-৭০।

৪৩. ড. হায়কল , ওয়ালদী (কায়রো: মতব' আল সিয়াসহ, ১৯৩১),ভূমিকা ।

৪৪. ফতহী রিদওয়ান ,প্রাগুক্ত,পৃ.৫২২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ সালের নির্বাচনের পূর্বে আদলী য়াকুনের নেতৃত্বে আল আহরারদের কেয়ার টেকার সরকার গঠনের প্রক্কালে ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল আবার ইউরোপ সফর করেন । গাড়ী দূর্ঘটনায় ফেটে যাওয়া বাম নালার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি এ সফর করলে ও রাজনৈতিক ময়দানে তাঁর এ অসুস্থতাকে "রাজনৈতিক " বলে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন । কারণ এ মুহূর্তে " হিযব আল আহরার আল দস্তরিয়্যীন " সরকার গঠন করুক তা তিনি চাননি । [৪৫]

১৯৩৬ সালে ড. হুসায়ন হায়কল হজ্জ পালনের জন্য সৌদি আরবের মক্কা ও মদীনা সফর করেন । হজ্জ সম্পাদনের পাশাপাশি ড. হায়কল দু-দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষে সৌদী কতৃপক্ষের সাথে ব্যাপক আলাপ আলোচনা করেন। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনৈক ফুয়াদ হমযহ বেক মিসর সফর করে মিসরের সাথে সরকারী ভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ১৯২৬ সাল থেকে শীতল থাকা পারস্পরিক বন্ধুত্বের নতুন ধারার সূচনা হয়। [৪৬] ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে ড. হায়কল ১০ দিনের সফরে ফিলিস্তিন গমন করেন এবং সেখানে ঐতিহাসিক স্থান , নবীদের কবর যিয়ারত করেন । [৪৭]

১৯৪৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর হতে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মিসর প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ।[৪৮]

সংবর্ধনা ,

সাহিত্য সাধনা , সাংবাদিকতা এবং রাজনীতিতে জনসাধারণের পক্ষেই ছিল ড. হুসায়ন মুহাম্মদ হায়কলের আজীবন অবস্থান । এজন্যে জনগনও সুযোগ পেলেই অভিষিক্ত করেছে তাদের প্রিয়জনকে নিজেদের প্রীতি ও ভালবাসার ভান্ডার উজার করে দিয়েছে । ১৯৩৫ সালে তাঁর রচিত অনন্য জীবনীগ্রন্থ" হায়াতু মুহম্মদ " প্রকাশিত হলে বোদ্ধা মহলে রীতিমত হৈ চৈ লেগে যায় ।

১৫ মে তারিখে কায়রোর কন্টিনেন্টাল হোটেলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনায় এ অনন্য প্রকাশনার জন্য ড. হায়কলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয় । উক্ত সংবর্ধনায় অন্যান্য সুধীজনের মধ্যে আল আযহারের আল শয়খ আল মরাঘী , আহমদ লুৎফী আল সয়্যিদ , আল শায়খ মোস্তফা আবদ আল রাযিক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ।

----

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪ ।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০-১ ।

৪৭. ড. হায়কল মুযককিরাত , ১ম খন্ড, পৃ.৩৫৩-৪ ।

৪৮. প্রাগুক্ত, (২য় খন্ড) , পৃ.৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

বক্তাগন তাঁকে প্রাথমিক সীরাহ গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে হিসামের সাথে তুলনা করেন [৪৯]:"As The Sira of Ibn Hisham ment the first renaissance in the study of the prophet , So is that of Hiykal worthy to be regarded as example and model of the new renaissance in this study . He notes the fact that Ibn Hisham lived in Egypt and died in Fustat ."

আলোচ্য সংবর্ধনা সম্পর্কে ১৬ মে তারিখে "আল আহরাম " পত্রিকায় প্রকাশিত সচিত্র সংবাদের একস্থানে মন্তব্য করা হয় । [৫০]

"As we today honor the bearer of the banner of the new renaissance in the history of Sira of the Prophet . It is Fitting to remember the example of the first renaissance Abd al- Malek Ibn Hisham."

১৯৩৮ সালে ড. হায়কলের সম্মানে রাষ্ট্রীয় আফেরা হাউজে আরেকটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনার প্রখ্যাত সাহিত্যিক শায়খ আবদাল আযিয আল বশরী (মৃ.খৃ. ১৯৪৩) তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করে প্রদত্ত্ব দীর্ঘ বক্তৃতার একস্থানে উল্লেখ করেন[৫১]

فضلا ان خلقا من الناس كا نوا
يظنون ان هناك تنا كرا بين العلم والدين فاثبت بكتا بة حياة محمد أن الدين لاينافرالعلم ولم يقف عند
هذابل لقد أثبت أن الدين مما يحتمه ويلزم به العلم الصحيح.
" ড. হায়কল তাঁর "হায়াতু মুহাম্মদ " গ্রন্থে দ্বীন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান " মর্মে আম জনতার ভ্রান্ত ধারণাকে খন্ডন করে প্রমাণ করেছেন যে দ্বীন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই ।

ধর্মীয় চেতনা

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলের ধর্মীয় চেতনার মূল কথা হচ্ছে "রুহ আল ঈমান "বা ঈমানের প্রাণশক্তি যা দ্বারা তিনি তাঁর সাংবাদিকতা ও যাবতীয় কার্যক্রমকে রঞ্জিত করার প্রয়াশ পেয়েছেন । আর এ ধারনাটি স্বরূপে স্পষ্ট হয়েছে তাঁর" হায়াতু মুহাম্মদ " ও "ফী মনযিল আল ওয়াহী " গ্রন্থদ্বয়ে । অবশ্য ইতিপূর্বে প্রকাশিত "যয়নব " উপন্যাসের মিসরীয় চরিত্রের বিভিন্ন দিক চিত্রায়নে এ ব্যপারটি ধরা পড়েছে। এছাড়া পরবর্তী রচনাগুলোতে ও পরোক্ষভাবে উক্ত চেতনার প্রকাশ ঘটেছে । ড. হায়কল ধর্মীয় বাস্তবতা ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে একই রকমে দুটো বস্তু মনে করেন । যার একটি অন্তরের (ক্বলব) প্রতিনিধিত্ব করে , অপরটি করে মননের (আকল) । এ চিন্তাধারার আলোকে ড. হায়কল তার অনন্য গ্রন্থ "হায়াতু মুহাম্মদ " এর মাধ্যমে মানবতাকে নতুন সভ্যতার পথনির্দেশ করতে চেয়েছেন ।

----

৪৯. Cf, The Encyclopaedia of Islam (Lieden,1968)2nd Ed, under Ibn Hisham .

৫০. Antonie wessels, Arabic Biography, P.P.40-1.

৫১. "আল সিয়াসহ আল উসবূয়িয়্যাহ "সংখ্যাঃ ৬৩ , ২৬ মার্চ ১৯৩৮, উদ্ধৃত , ৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা আত্মিক মুল্যবোধই জীবনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারে ।
পক্ষান্তরে বস্তু না পারে স্থায়ী মূল্যবোধের প্রেরণা দিতে আর না ইহা চিরস্থায়ী সভ্যতার বীজ হিসেবে পরিগণিত হয় । অনেকে এ মর্মে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে "হায়াতু মুহাম্মদ " শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রচিত, আসলে তা নয় বরং মানবতা মুহাম্মদ (স.) নির্দেশিত পূর্ণতার দিকে কিভাবে অগ্রসর হবে এর দিশা দেয়াই এ গ্রন্থের আসল উদ্দেশ্য ।[৫২]

ড. হায়কল মনে করেন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, হতে পারেনা , থাকতে পারেনা । তাঁর বিবেচনায় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভিত্তি মূলতঃ ধর্ম ও বিজ্ঞান থেকে অনেক দূরে । এটি আসলে কতৃত্ব ও প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা মাত্র । ড. হায়কল এ প্রসংগে বলেন :[৫৩]

علي أن العقيد ة الإ سلا مية علي خلا ف سا ئر العقا ئد تتنا ول أ مو ر الد ين و امو ر الد نيا , و تحض علي طلب العلم , فا لعلما ء عند المسلمين هم ر جا ل الدين , و ا سا س العلم التطور و التجد يد , و لذ لك لا يمكن أ ن يقفل فيه با ب الا جتها د أ ن يجمد ر جا له , ومن ثم ..يسعد ا بدا حا جا ت البشر -

"কেবল ইসলামী বিশ্বাসেই ইহকালীন ও পরকালীন সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত । এতে জ্ঞান আহরণে উৎসাহিত করা হয় । মুসলমানদের বিবেচনাই জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব । আর জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে উন্নয়ন ও সংস্কার । এ কারনে এ ব্যবস্থায় ইজতিহাদ বন্ধের কোন অবকাশ নেই । "

এক কথায় বলা যায় ড. হায়কলের বিবেচনায় ধর্ম ও বিজ্ঞান ধর্মীয় বিশ্বাসের দুই অপরিহার্য উপাদান। আর এটিই তার ধর্মীয় চেতনার মূল ভিত্তি।

ড.মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল ১৯৪৫ সালের ১৯ জানুয়ারী " মজলিশ আল - সুয়ুখ " (অভিভাবক পরিষদ) এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ১৯৫০ সালের ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত যথারীতি দায়িত্ব পালন করেন। তখন অনেক পালাবদলের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় 'ওয়াফদ' দল ও প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা আল নহহাস । ১৭ জুনের পর জনৈক যকি আল উরাভী ড. হায়কলের স্থলাভিষিক্ত হন। মিসরের অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক অবস্থা তখন ক্রমেই খারাপ ও জটিলতার আবর্তে নিমজ্জিত হতে থাকে । পরিণতিতে ১৯৫২ সালে ২৩ জুলাই মিসরে সামরিক অভ্যূত্থান সংগঠিত হয় । মিসরে তৎকালীন বিরাজমান আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে সামরিক অভ্যূত্থান যতই আকস্মিক হোক না কেন তা আদৌ অপ্রত্যাশিত বা অপরিকল্পিত ছিলনা ।

শেষ জীবন ও ইন্তিকাল

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলের মত একজন উদার গণতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এ অবস্থায় রাজনৈতিক ময়দান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন । তিনি নিজ আবাসে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করলেন এদিকে তার স্বাস্থ্য ও দিন দিন খারাপ হতে লাগল । এতদসত্বে ও লেখায় তাঁর ক্লান্তি ছিলনা । মৃত্যুর মাত্র দুদিন আগে ও তাঁর লিখিত একটি প্রবন্ধ পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল ।

---

৫২. ড. হায়কল ,হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ.৫৯ ড. হমযহ ও ড. শরফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭

৫৩. প্রাগুক্ত, আল ঈমান ওয়াল মারিফাহ,পৃ.১৮,উদ্ধৃত, ড.শরফ, মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ,পৃ.৭৩-৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে দীর্ঘ এক শতাব্দিকাল রাজনীতি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে জনসাধারনের অনন্য খেদমত আঞ্জাম দিয়ে ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ১৯৫৬ সালের ৮ ডিসেম্বর শনিবার ইন্তেকাল করেন।[৫৪]

ড. হায়কলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ছিলেন অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ ওবন্ধু বৎসল। তাঁর বন্ধু-বাৎসল্যের স্বপক্ষে খৃ. ১৯৩৮ সালে সুমহান ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের গভীরতায় বিমোহিত হয়ে তার সম্মানে রাষ্ট্রীয় অপেরা হাউজে আয়োজিত হায়কলের সংবর্ধনায় খ্যাতিমান গবেষক ও শায়খ মুহাম্মদ আবদ আল রাযিকের প্রদত্ব বক্তব্যের অংশ বিশেষ প্রণিধান যোগ্য :[৫৫]

عر فت هيكل منذ أمد بعيد و عا شر ته فطر ة طا و يلة كنا فيها صد يقين حميمين يبا د ل كل منا صا حبه الو د صفو ا خا لصا , لذ لك عر فت حق المعر فة جا نب الصد ا قة فيه -

" আমি হায়কলকে দীর্ঘদিন থেকে জানি এবং তাঁর সাথে দীর্ঘ সময় একত্রে থেকেছি । এ সময়ে আমরা উভয়ে ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলাম । পরস্পরে একনিষ্ঠ প্রীতি ও ভালবাসা বিনিময় হয়েছে । এ জন্যই আমি তার বন্ধু বাৎসল্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত ।"

যারা ড. হায়কলের সাথে পরিচিত হয়েছেন , তাঁর সাথে মিশেছেন বা তার বন্ধুত্ব অর্জনে সফল হয়েছেন তাঁদের দৃষ্টিতে হায়কল ছিলেন অন্তরঙ্গ, উদার মনস্ক, সন্তোষচিত্ত এবং সদা হাস্যোজ্জল চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী । উপরন্তু তিনি ছিলেন দারুন মিষ্টভাষী তাঁর বক্তব্য শ্রবণে কেউ ক্লান্তি বা বিরক্ত বোধ করতোনা । এ জন্যই যার সাথেই তিনি মিশতেন তার হৃদয় বন্দরে তিনি স্থায়ী আসন পেতে বসতেন। যারাই তার সাথে মেলা মেশা করতো তারা ভাবতো , হায়কলের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ।

কিন্তু যখন প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপিত হতো , তখন সবাই অনুধাবন করতো যে, হায়কলের নিকট বন্ধুত্ব হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য এক বস্তু সকল কিছুর উপর তার বন্ধুত্ব সত্য । বন্ধুত্ব তার নিকট এমন ছিলনা যে শুধু পরিচিতি, সদ্ব্যবহার , কল্যাণ বিনিময় ও মিষ্টি ভাষার মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ থাকবে । বরং এসব কিছুর উর্দ্ধে এবং গভীরে ছিল তার অবস্থান ।

----

৫৪. ড. হমযহ ও ড. শরফ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮১; ড. ফাওজী আল নজ্জার , প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪ ; য়ূসুফ কোকন , আলাম ,পৃ.৬২

৫৫. ড. হমযহ ও ড. শরফ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধু বৎসল ড. হায়কল অসংখ্য সুহৃদের মধ্যে বিশিষ্ট ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত বন্ধু গোষ্ঠি দুভাগে বিভক্ত ; প্রবীণ ও সমসাময়িক । প্রবীণদের মধ্যে রয়েছেন শেখ মুহাম্মদ আবদুহ (খৃ .১৮৪৯-১৯০৫) ও কাশিম আমিন (খৃ.১৮৬৩-১৯০৭) । এদেরকে নিজ প্রয়োজনে চিনেছেন এবং নিজেকে এদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন বিশেষত তাদের রচনাবলী পাঠ প্রক্রিয়ায় ।

আর সমসাময়িক যে সকল ব্যক্তিত্বের সাথে হায়কল মেলা মেশা করেছেন তাঁরা হলেনঃ
কবিদের মধ্যে আহমদ শওকী (খৃ. ১৮৬৯-১৯৩২)হাফিজ ইব্রাহীম (খৃ. ১৮৭০-১৯৩২) খলীল মুতরান (খৃ. ১৮৭২-১৯৪৯) , লেখক সমালোচকদের মধ্যে : ড. ত্বহা হুসাইন (খৃ. ১৮৮৯-১৯৭৩), আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ (খৃ. ১৮৮৯-১৯৬৩) ইবরাহীম আবদ আল কাদির আল মাযনী (খৃ. ১৮৮৯-১৯৪৯) আবদ আল আযীয আল বসরী (মৃ.খৃ. ১৯৪৩) তওফিক আল হাকীম (খৃ. ১৮৯৮-১৯৮৭) রাজনীতিকদের মধ্যে আবদ আল আযীয ফাহমী মুহাম্মদ মাহমুদ (খৃ. ১৮৭৭-১৯৪১) আযীম মীরহম, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে মনসুর ফাহমী (খৃ. ১৮৮৬-১৯৫৯), ড. ত্বহা হুসাইন , মুস্তফা আবদ আল রাযিক (খৃ. ১৮৮৫-১৯৪৬) এবং সাংবাদিকদের মধ্যে রয়েছেন :মাহমুদ আযমী প্রমুখ ।[৫৬]

ড. হায়কল সহায় সম্বল লাভের প্রত্যাশায় কারো সাথে কখনো বন্ধুত্ব করেননি। কখনো কোন বন্ধুর পক্ষ থেকে যে কোন ধরনের অনুরোধ আব্দার পূরণের জন্য তিনি অকাতরে অর্থ , সময়, শ্রম এমনকি রক্ত দিতে ও কুণ্ঠিত হতেন না ।

দেশ প্রেম ছিল ড. হায়কলের চরিত্রের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । শৈশবে ১৯০৫ সালে যখন তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন ঔপনিবেশিকতার যাতাকলে নিস্পেষিত মাতৃভূমি এবং এর জনগনের প্রতি সহানুভুতি , সমবেদনা ও আন্তরিক উপলব্ধির তাগাদায় "মজাল্লাত আল ফযীলাত" নামক সাময়ীকি প্রকাশের মাধ্যমে দেশবাসীকে মুক্তির লক্ষ্যে সচেতন করার দায়িত্ব পালন করেন । ১৯০৯ সালে আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে প্যারিস যাত্রার প্রাক্কালে আয়োজিত বিদায়ী অনুষ্ঠানে সমবেত বন্ধুবান্ধব ও গ্রামের লোকজনের চোখে মুখে তার বিচ্ছেদজনিত বিষাদ চিহ্ন দেখে এবং তার উন্নতি সমৃদ্ধি ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য তাদের আকুতিপূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণে হায়কলের দু'নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। এ স্মৃতি তার অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল ।

ফলে বিদেশে গিয়ে ও তিনি স্বদেশ ও এর হতভাগ্য জনগনকে ভুলেননি । তাইতো প্যারিসে রচিত আরবী সাহিত্যের আধুনিক উপন্যাস " যয়নব" এর প্লট ও পটভূমি হিসেবে গ্রহন করেছেন তিনি মিসরীয় হতদরিদ্র এক কৃষক পরিবারকে এবং এবং ঐতিহ্যবাহী বিশুদ্ধ আরবী নয় বরং মিসরীয় কথ্য ভাষা তুলে এনেছেন । তিনি যয়নব এর লেখক লেখিকাদের যখানে দেশের নিঃস্ব ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোর মুখপানে তাকিয়ে এবং দেশপ্রেমের অন্তঃর্জালায় বিদগ্ধ হয়েছেন। [৫৭]

----

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬-৭।

৫৭. তু ফতহী রিদওয়ান , প্রাগুক্ত,পৃ. ৫০৩।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল প্রচন্ড চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন । হামলা মামলা , হুমকী সহ কোন রকম লোভ লালসার বশবর্তী হয়ে তিনি কখনো অনৈতিকতার সম্মুখে মাথা নত করেননি।

স্বাধীন মিসরের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী স'দ যগলুল ১৯২৩ সালে ১৯ এপ্রিল প্রকাশিত সংবিধানকে "একটি হতভাগ্য কমিশনের দুষ্কর্ম "বলে অপবাদ দিলেন এবং প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের ভাতা বাড়িয়ে ছয়শত টাকা করলেন । তখন ড. হায়কলের সম্পাদিত পত্রিকা "আল সিয়াসা"য় যগলুলের দল " হিযব আল ওয়াফদ " কে " ছয়শতের দল " বলে ব্যঙ্গ করা হয় । যার ফলে ক্ষমতাসীন আল ওয়াফদ পাটির সমর্থকরা দিনে দুপুরে পুলিশের সম্মুখে "আল সিয়াসাহ " পত্রিকা অফিসে বৃষ্টির মত ইস্টক বর্ষণের মাধ্যমে তাদের হুমকী ও হামলার সুত্রপাত করে ।

ড. হায়কলকে তখন তার এক বন্ধু টেলিফোনে এ মর্মে সংবাদ ও পরামর্শ দেন যে, যে কোন মুহুর্তে ওয়াফদ দলীয় বড় ধরনের বিক্ষোভ মিছিল "আল সিয়সাহ " ভবনের দিকে যেতে পারে এবং পত্রিকাভবন ধ্বংশ করার পরিকল্পনাও তাদের রয়েছে । সুতরাং এ মুহুর্তে পত্রিকা অফিসে হায়কলের না যাওয়ায় শ্রেয়। কিন্তু ড. হায়কল নিত্যদিনের ন্যায় পত্রিকা অফিসে গেলেন এবং পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেন। দায়িত্বরত পুলিশ বাহিনীকে ডেকে তিনি তাঁর সংকল্পের কথা অবহিত করায় তাঁরা উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের সাথে দীর্ঘ আলাপ শেষে অফিসের পাহারা জোরদার করল । ঐদিন বড় ধরনের বিক্ষোভও হয়েছিল , ভিন্ন মতালম্বী দু'টি পত্রিকা অফিস ভস্মীভূত ও হয়েছিল কিন্তু একমাত্র ড. হায়কলের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের কারণে এ পথে বিক্ষোভ মিছিলও আসেনি । এবং যথারীতি তাঁর পত্রিকা ও বের হয় ।[৫৮]

ইসমাঈল সিদকীর শাসনামলে (খৃ.১৯৩০-৩২) ১৯২৩ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করে অধিক প্রতিক্রিয়াশীল সংবিধান রচনার মাধ্যমে সকল ক্ষমতা রাজার হাতে তুলে দেয়া হয় । নতুন নির্বাচনী আইন দ্বারা সরকার বিরোধীদের নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতায় সমাসীন হওয়ার পথ বন্ধ হয় । সিদকী ক্ষমতায় থেকেই "হিযব আল শা'ব"(জনদল) নামক রাজনৈতিক দল গঠন করেন । দলের মুখপত্র হিসেবে " আল শা'ব "পত্রিকা প্রকাশ করেন । এখন প্রয়োজন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক বা সম্পাদক ,যাকে দিয়ে পত্রিকার মাধ্যমে সকল অপকর্ম ও গণবিরোধী কর্মকান্ডের সাফাই গাওয়ানো যাবে । ক্ষমতার দর্পে হাত বাড়ালেন তিনি ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কলের দিকে । হায়কলের শ্বশুর সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের উকিল আবদ আল রহমান রিয়া পাশার মাধ্যমে তাঁর নিকট লোভনীয় ও আকর্ষনীয় প্রস্তাব পাঠানো হলো ।

৫৮.প্রাগুক্ত ,পৃ. ৫০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবে বলা হল যে,'হিযব আর শা'ব " এ যোগদান এবং আল শা'ব পত্রিকার সম্পাদক হলে প্রাথমিক ভাবে এককালীন তাঁকে বিশ হাজার গীনী প্রদান করা হবে এবং মোটা অংকের মাসিক বেতন দেয়া হবে যা পূর্ববর্তী কর্মস্থলের বেতনের কয়েকগুন হবে । সিদকীর ধারণা ছিল যে, ড. হায়কল এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহন করবেন । কিন্তু না , মোটা অংকের বেতনের লোভনীয় প্রস্তাব পরাজিত হলো নৈতিক দৃঢ়তার কাছে । হায়কল শ্বশুরের মাধ্যমে দেয়া সিদকীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তার দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক সততার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলেন ।[৫৯]

তৎকালীন মিসরের ইতিহাসে তিনি এমন এক অনন্য সাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যে, জীবনে কোন দিন বদল করেননি । যে দলের সদস্য হওয়ার মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেছিলেন আমৃত্যু সে দলেরই সদস্য ছিলেন । যে দুটি পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার মাধ্যমে ড. হায়কল প্রাতিষ্ঠানিক সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন এতদুভয়ের দ্বার বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তিনি এগুলোর সাথেই জড়িত ছিলেন ।[৬০]

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলের চরিত্রের আরো দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট হল সলাজ বিনম্রতা , আত্মাভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধ । এ দুটো গুণকে কৃত্রিম বলা যাবে না ; বরং শৈশবে পাবিবারিক পারিপার্শ্বিক প্রশিক্ষণ হতেই অকৃত্রিম প্রক্রিয়ায় অর্জিত। বরং শৈশবে পারিবারিক পারিপাশ্বিক প্রশিক্ষণ হতেই অকৃত্রিম প্রক্রিয়ায় অর্জিত । এ গুণগুলোর প্রভাবে তার কৈশোরে "আল মুওয়ায়্যিদ " পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পাঠিয়ে সম্পাদক আলী ইউসুফের সাথে যোগাযোগ করলে ছাপা হবে বলে জেনে ও তা করেননি । তাঁর জীবনের সকল কর্মকান্ডে নৈতিক দিক দৃঢ়চিত্ত হবার পেছনে ও তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্টের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

ড. হায়কল সত্য ও ন্যায় প্রকাশে বীরত্বের পরিচয় দিতেন , অসত্য ও অবিচারকে ঘৃণা করতেন । এ জন্যই তাঁর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আধুনিক অথবা প্রাচীন ইতিহাসের যে কোন পর্যায়ের স্বৈরাচারকে তিনি ঘৃণা করেছেন । ফলে তার রচিত জীবনী সাহিত্যে তাঁদের জীবনী স্থান পেয়েছে যাঁরা মানবতাকে সম্মানিত করেছেন । যেমন মুহাম্মদ (স.) , হযরত আবু বকর ,হযরত উমর , মুস্তফা কামিল , রুশো প্রমুখ ।[৬১]

----

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৫২৮; ড. হমযহ ও ড. শরফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩; ড. শরফ ফনা আল মকাল আল সহফী,পৃ. ৮৫।

৬০. ড. হমযহ ও ড. শরফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৪।

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল শারীরিক কাঠামোর দিক থেকে খাটো প্রকৃতির ছিলেন । গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল । সাদামাটা চেহারার এ মানুষটি পোষাক পরিচ্ছদেও ছিলেন অনাড়ম্বর । গাড় ও ধূসর বর্ণ ছিল তাঁর পছন্দের রঙ । মাত্রাতিরিক্ত ধূমপায়ী ছিলেন । কখনোই আঙুল সিগারেট শুন্য থাকত না । তিনি যখন লিখতেন তখন সিগারেটের ধোঁয়া তাঁর চক্ষু বেয়ে ললাটের দিকে উঠতো। অতিরিক্ত ধুমপান জনিত কারণে কথা বলতে কাঁশতেন এবং হাসার সময় বুকের অভ্যন্তরে এক ধরণের আওয়াজ অনুভূত হতো ।[৬২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলের সাহিত্যকর্ম

আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিকাশধারায় ড.মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলের অবদান অনন্য, অসামান্য। বিশেষতঃ আরবী কথা সাহিত্যের "উপন্যাস " শাখায় তিনিই পথিকৃত , আরবী ভাষায় প্রথম স্বার্থক উপন্যাস “যয়নব” রচনার মাধ্যমে তাঁর যেমন আরবী সাহিত্যাকাশে উদয়নের শুভ মহরৎ, ঠিক তেমনিভাবে আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যের অন্যান্য অভিনব শাখায় স্বর্ণদুয়ার একে একে তাঁর সম্মুখে অবারিত হতে থাকে । আরবী জীবনী সাহিত্য , সাহিত্যিক প্রবন্ধ ও ছোট গল্প , গবেষণা ও দর্শন সমৃদ্ধ ইসলামী সাহিত্য এবং আরবী পর্যটন সাহিত্যে ও তিনি সফলতা ও দক্ষতার সাথে প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছেন ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হায়কল কৈশোরেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে (খৃ. ১৯০২-১৯০৫)" মজাল্লাত আল ফনীলাহ " শীর্ষক সাময়ীকি প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর লেখা লেখির হাতে খড়ি । অবশ্য কার্যতঃ ১৯ বছর বয়সে মুহাম্মদ আবদুহ (মৃ. খৃ. ১৯০৫) এর রচনাশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি লেখায় হাত দেন । দৈনিক " আল মুওয়ায়্যিদ " (১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত) পত্রিকায় পাঠানো তাঁর প্রথম প্রবন্ধ অমনোনীত হয়ে ফিরে আসে । পরে ১৯০৮ সালে ১৯ এপ্রিল তারিখে " আল জরীদাহ" পত্রিকায় , চারুকলা (আল ফনূন আল জমীলহ) বিষয়ক প্রথম লেখা ছাপা হয় । তখন তার বয়স ১৯ বছর ।

নিম্নে আমরা এ কীর্তিমান সাহিত্যিকের সামগ্রিক সাহিত্যকর্ম বিষয় ভিত্তিক সামান্য পরিচিতিসহ প্রদত্ব হল :[৬৩]

----

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮-৯।

৬৩. তু মুহাম্মদ ইউসুফ কোকন, আলাম আল নসর ওয়া আল শির ফী আল আসর আল আরবী আল হদীস (মাদ্রাজ : দারু হাফিযহ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স , খৃ. ১৯৮৪). তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৫৯-৬৭ : আবদাল আল মুহসিন ত্বহা বদর , ততভ্যুর আল রিওয়ায়হ আল হদীসহ ফী মিসর (কায়রো : দার আল মাআরিফ , ১৯৭৬), পৃ. ৩২২- ৩৭ ; শওকী দয়ফ, তারীখ , পৃ. ২৭০-৭ ; মুহাম্মদ যগলুল সল্লাম , দিরাসাত ফী আল কিসসহ আল আরাবিয়্যাহ আল হাদীস (কায়রো , খৃ.১৯৭৩),পৃ. ১১৫-২৯ ; J. Brugman, An Introduction P. 243 ; H. A. R. Gibb, Studies in contemporary Arabic Literature : Egyptian Modernists, Bulletin of the School of oriental Studies, London Institution. Vol.5 (1928-30).p.447-53.

Dhaka University Institutional Repository

জীবনী সাহিত্য

৩.جان جاك روسو (জান জ্যাক রূশো Jean Jecques Rousseau): দু খন্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থটির প্রথম খন্ড (কায়রো : মতবাআ আল ওয়াযীর ,১৯২১) ; দ্বিতীয় খন্ড (কায়রো : মতবাআ আল তাকাদ্দুম , ১৯২৩) সালে প্রকাশিত হয় । ২৭৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থটি ফরাসী দার্শনিক জান জ্যাক রূশোর জীবন ও গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা স্থাপিত হয়েছে ।

৪. تراجم مصرية وغربية (তরাজিমু মসরিয়্যাহ ওয়া ঘরবিয়্যাহ , প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্বের কতিপয় জীবনী): এ গ্রন্থে মিসরের ক্লিউপেট্রা (মৃ .খৃ. পূ.৩০) মাহমুদ ইসমাঈল পাশা (মৃ.খৃ.১৯৮৫) প্রথম খেদীভ তওফীক পাশা (মৃ . খৃ.১৮৯২) মুহাম্মদ কৃদমী পাশা (মৃ. খৃ.১৮৮৬) বুৎরস পাশা ঘালী (মৃ.খৃ. ১৯১০) মুস্তফা কামাল পাশা (মৃ.খৃ. ১৯০৮) কাশেম বিক আমিন (মৃ. খৃ. ১৯০৮) ইসমাঈল পাশা সবরী (মৃ.খৃ. ১৯২৩) মাহমুদ পাশা সুলায়মান (মৃ. খৃ. ১৯২৯) আবদ আল খালিক সারওয়াত পাশা (মৃ.খৃ.১৯২৮) এবংপাশ্চাত্যেরBethhoven(d.1828),HippolytTaine(d.1893),W.Shakespear(খৃ.১৬১৬), এবং Shelly(খৃ.১৮২২) প্রমুখের জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে (কায়রো : মতবাআ আল সিয়াসাহ আল উসবুইয়িয়্যাহ ,খৃ.১৯২৯ এবং তৃতীয় সংস্করণ, কায়রো দার আল মাআরিফ, খৃ. ১৯৫৪) ।

৫. حياة محمد (হায়াতু মুহাম্মদ , মহাম্মদ (সা.) এর জীবনী) : ৬২৮ পৃ . সম্বলিত রাসূল (স.) এর জীবনী গ্রন্থটি উক্ত শিরোনামে (কায়রো মতবাআ মিসর ,খৃ. ১৯৩৫) প্রকাশিত হয়।

৬.الصديق ابو بكر (আল সিদ্দীকু আবূ বকর ,আবূ বকর সিদ্দিক): রাসুল (সা.) এর অন্যতম প্রধান সাহাবী , প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের জীবনী গ্রন্থটি উক্ত শিরোনামে (কায়রো মাতবাআ মিসর , ১৯৪২ এবং ১৯ তম সংস্করণ, কায়রো , দার আল মাআরিফ,১৯৮৬)প্রকাশিত হয় ।

৭. الفاروق عمر (আল ফারুক উমর , উমর ফারুক):রাসুল (সা.) এর অন্যতম প্রধান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফাহ হযরত উমরের জীবনী এ শিরোনামে ২৮১ ও ৩৬৮ পৃষ্ঠায় দু খন্ডে (কায়রো: মকতবত আল নাহদাহ আল মিসরীয়্যাহ ,খৃ . ১৯৪৪-৪৫), অষ্টম সংস্করণ, (কায়রো : দার আল মাআরিফ ,১৯৮৬) প্রকাশিত হয় ।

৮. بين الخلافة والملك عثمان بن عفان (বয়ন আল খিলাফাহ ওয়া আল মুলক উসমান বিন আফ্‌ফান , খিলাফাত ও রাজত্ত্বের মাঝে হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান): (কায়রো: মকতাবাহ আল নাহদাহ আল মিসরিয়্যাহ খৃ. ১৯৬৪ ,ষষ্ঠ সংস্করণ কায়রো দার আল মাআরিফ, খৃ . ১৯৮৬) ।

Dhaka University Institutional Repository

৯.فصول عن فلسفة غاندى (ফসুলুন আন ফলসফতি গান্ধী , গান্ধী দর্শনের কয়েকটি অধ্যায়): এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি । [৬৪]

সাহিত্যিক প্রবন্ধ ও ছোটগল্প সংকলন

১০. في اوقات الفراغ (ফী আওকাত আল ফরাঘ , আবকাশ কালে) : ৩৯৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ গ্রন্থটি মূলত বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত সাহিত্যিক প্রবন্ধাবলী ও ছোট গল্প সংকলন (কায়রো: মাতবাআ আল আসরিয়্যাহ ,১৯২৫)।

১১. ثورةالادب (সওরত আল আদব , রেঁনেসা): এটি সাহিত্য সমালোচনামূলক একটি প্রবন্ধ সংকলন । (কায়রো : মতবআ আল সিয়াসাহ , ১৯৩৩ এবং চতুর্থ সংস্করণ , কায়রো দার আল মাআরিফ , ১৯৭৪)।

রাজনীতি বিষয়ক রচনাবলী

১২. مذاكرات في السيا سة المصرية (মুযক্কিরাত ফী সিয়াসাহ আল মিসরিয়্যাহ , মিসরীয় রাজনীতির স্মৃতি): তিন খন্ডে বিভক্ত গ্রন্থটি যথাক্রমে ২৮১ও ৩৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থে হায়কল বর্তমান শতাব্দীর মিসরীয় রাজনীতির কতিপয় ঘটনার খোলা মেলা বিশ্লেষণ করেছেন । কায়রো: মকতবাহ আল নাহদাহ আল মিসরীয়্যাহ , ১৯৪৪-৪৫), অষ্টম সংস্করণ, (কায়রো : দার আল মাআরিফ ,১৯৮৬) ।

১৩. السيا سة المصر ية وانقلاب الد ستورية (আল সিয়াসাহ আল মিসরীয়্যাহ ওয়াল ইনকিলাব আল দস্তরী , মিসরীয় রাজনীতি ও সাংবিধানিক বিপ্লব): গ্রন্থটি ইবরাহীম আবদ আল কাদীর আল মাযনী সহ যৌথভাবে রচিত।[৬৫]

১৪. العقد النفسية التي تحكم الشرق الاوسط (আল উকদ আল নফসিয়্যাহ আল্লাত তাহকুমু আল শর্ক আল আওসত , মধ্যপ্রাচ্য শাসন করে এমন ব্যক্তিবর্গ): গ্রন্থটি খৃ. ১৯৫৮ সালে কায়রোস্থ আল শরীকাহ আল আরাবিয়্যাহ লি আল তিবাআহ ওয়া আল নশর হতে প্রকাশিত হয় ।

----

৬৪. য়ুসুফ কোকন , আলাম ,পৃ ৬৭।

৬৫. তু ড. আবদ আল লতীফ হমযহ ও ড. আবদ আল আযীয শরফ , আদব আল মকাল পৃ.৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. الشرق الجديد (আল শর্ক আল জাদীদ , আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য): সাহিত্যিক প্রবন্ধের এ গ্রন্থটি ১৯৬২ সালে কায়রোর মকতবাহ আল নাহদাহ আল মিসরীয়্যাহ হতে প্রকাশিত হয়।

১৬) قصص مصرية (ক্বিসসু মিসরীয়্যাহ , মিসরীয় ছোটগল্প): ড. হায়কল তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আল মুসভভর নামক সাময়িকীতে কিছু গল্প লিখেন । সে গল্পগুলোর সংকলন এ গ্রন্থটি ১ম সংস্করণ (কায়রো: মকতবাহ আল নাহদাহ আল মিসরীয়্যাহ ,খৃ. ১৯৬৪-৭০) এবং দ্বিতীয় সংস্করণ (কায়রো : দার আল মাআরিফ , খৃ. ১৯৮৩) প্রকাশিত হয় ।

গবেষণা ও দর্শনসমৃদ্ধ ইসলামী সাহিত্য

১৭. دين مصر العام (দীন মিসর আল আম , মিসরের জনসাধারণের ধর্ম): ফরাসী ভাষায় রচিত ড. হায়কলের পি এইচ ডি . অসিন্দর্ভের আরবী অনুবাদ ।

১৮. الإمبراطوريةالإسلامية والاماكن المقد سة (আল ইম্বারাতুরিয়্যহ আল ইসলামিয়্যহ ওয়াল আমাকিন আল মুকদ্দসহ , ইসলামী সাম্রাজ্য ও পবিত্র জ্ঞানসমূহ): (কায়রো : দার আল হিলাল , খৃ. ১৯৬১)।

১৯. الحكومة الإسلامية (আল হুকুমত আল ইসলামিয়্যাহ , ইসলামী শাসনব্যবস্থা): (কায়রো দার আল মাআরিফ ,১৯৭৭, দ্বিতীয় সংস্করণ , কায়রো দার আল মাআরিফ খৃ.১৯৮৩)।

২০. الإيمان والمعرفة والفلسفة (আল ঈমান ওয়াল মাআরিফাহ ওয়াল ফলসফাহ , ঈমান জ্ঞান ও দর্শন): গ্রন্থটি "আল সিয়াসাহ আল উসবুয়িয়্যাহ " সাময়িকীতে প্রকাশিত দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধের সংকলন । ১৬৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ খৃ. ১৯৬৪ সালে " মকতবত আল নহদহ আল মিসরিয়্যাহ " হতে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ (কায়রো দার আল মাআরিফ ,খৃ. ১৯৮৩) প্রকাশিত হয় ।

উপন্যাস

১. زينب مناظروا خلاق ريفية (যয়নব মনাযির ওয়া আখলাক রীফীয়্যহ যয়নব , গ্রামীন দৃশ্যাবলী ও মানবিকতা): ৩১০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ শিল্প সমৃদ্ধ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। পরবর্তীতে এর সপ্তম সংস্করণ বের হয় ১৯৮৩ সালে কায়রোস্থ দার আল মাআরিফ হতে ।

২.هكذا خلقت (হাকযা খুলিকত , অনুরূপ সে সৃষ্ট) : ড. হায়কলের মৃত্যুর অল্পকিছুদিন পূর্বে এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় । (কায়রো : মতাবি আখবার আল য়াওম, খৃ. ১৯৫৫) । এ উপন্যাসে তিনি মিসরীয় নারী সমাজকে স্বাধীন জীবন যাপনের প্রতি আহবান জানান ।

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রমণ কাহিনী

২১. عشرة ايام في السودان (আশরাতু আয়্যাম ফি আল সূদান , সূদানে দশদিন): সূদানে ভ্রমণের কাহিনী বিবৃত হয়েছে এ গ্রন্থে । গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ (কায়রো : আল মতব আল আসরিয়্যাহ ,খৃ. ১৯২৭) এবং তৃতীয় সংস্করণ , খৃ. ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় ।

২২. ولدي (ওয়ালদী , আমার সন্তান) : ড. হায়কলের প্রিয় সন্তান মমদুহ (মৃ.খৃ. ১৯২৫) এর স্বরণে এ গ্রন্থটি রচিত হয় । এ ছাড়াও ১৯৫৬ ও ১৯২৮ এর গ্রীষ্মে ইউরোপ সফরের মনোমুগ্ধকর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । আলোচ্য গ্রন্থে সুইজারল্যান্ড , নতুন ও পুরাতন প্যারিস , ইস্তাম্বুল এবং মুস্তফা কামাল পাশা (মৃ. খৃ. ১৯৩৪) এর প্রশাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে (কায়রো : মহব আল সিয়াসাহ , খৃ. ১৯৩১) ।

২৩. في منزل الو حي (ফী . মনযিল আল ওয়াহী , প্রত্যাদেশ স্থলে): গ্রন্থটিতে ড. হায়কলেন হজ্জোপলক্ষে মক্কা মদীনা ভ্রমণের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে । ছয় অধ্যায় ও উপসংহার সহ গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭৪ । (কায়রো: মতব দার আল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ , খৃ. ১৯৩৭-৮ , অষ্টম সংস্করণ , কায়রো: দার আল মাআরিফ , খৃ. ১৯৮৬) ।

২৪. يو ميا ت باريس (য়াওমিয়্যাত বারীস , প্যারিসের দিনগুলো): উচ্চ শিক্ষার্থে প্যারিস অবস্থানকালীন স্মৃতিকথা । খৃ. ১৯০৯ সালে প্রকাশিত ।

সমালোচনা

২৫. متنبيا ت (মুতনব্বীয়াত , মুতনব্বী বিষয়ক প্রবন্ধ): সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংকলন , কায়রোয় প্রকাশিত ।

২৬. موجز اعما ل الجمعية العمومية (মুযিজ আমাল আল জময়িয়্যহ আল উমুমিয়্যহ , সাধারণ পরিষদের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম): খৃ. ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত ।

২৭. مو تمر القا هرة البرلماني (মুতরম আল কাহিরাহ আল বরলমনী , কায়রো পার্লামেন্ট সম্মেলন): খৃ. ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ।

২৮. مصر في هيئة الامم (মিসর ফী হা'ইয়হ আল উম্ম , জাতিসংঘে মিসর): খৃ. ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ।[৬৬]

----

৬৬. ক্রমিক ২৭, ২৭, ২৮ নং গ্রন্থের জন্য দেখুন , প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আরবী জীবনী সাহিত্য

উপক্রমনিকা

রাসুলের অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল । কেননা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ছিল পবিত্র কুরআন তথা ইসলামী জীবন বিধানের এক প্রোজ্জ্বল বাস্তবায়ন । সুতরাং জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক ও আলোকময় তৌহিদী দিক নির্দেশনা লাভ করতে হলে কামিয়াবীপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়নে সাফল্য লাভ করতে হলে আমাদের বারবার শত সহস্রবার ফিরে যেতে হবে সেই মহামানব ও শ্রেষ্ঠ রাসুল , প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আলোক উৎসের সান্নিধ্যে ; তার বর্ণাঢ্য ও আদর্শ জীবন , তাঁর সমগ্র জীবনাচরণ তথা সিরাতের বর্ণিল সমুদ্রে অবগাহন করে তাঁর গহীন গভীর তলদেশ থেকে আহরণ করতে হবে আদর্শ ও দিক নির্দেশনার মণিমুক্তা ।

আর এ কারণেই যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাসূল জীবনের বিভিন্ন দিক , তাঁর আদর্শ ও কার্যধারা যাতে একটি সামগ্রীকতা পায় সে জন্যে অনুসন্ধান ও অনুশীলন অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ । অতি প্রাচীনকাল থেকে সীরাত সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়েছে এতে রাসুলের জীবনের সমস্ত দিক ও তাঁর অনুপম আদর্শের কথা মানুষ মানুষ জানতে পারছে। এতে সীরাত শাস্ত্র দিন দিন মর্যাদা ব্যাপকতা লাভ করছে । এমনকি ইলমুস সীরাহ চর্চার প্রতি মানুষ দিন দিন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ফলে ইলমুস সীরাহ এর উৎকর্ষতা সাধিত হচ্ছে ।

এক. জীবনচরিত পরিচিতি:

জীবন চরিতকে আরবীতে (السيرة) এবং ইংরেজীতে "বায়োগ্রাফি" BIOGRAPHYবলা হয়। গ্রীক ভাষায় এর প্রতিশব্দ হচ্ছে : Bios الحياة+GRAPHEINيكتب [১] আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল সীরাত السيرة শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ক. আল সুন্নত السنة বা রীতি , নিয়ম , পথ ,পন্থা ও স্বভাব অর্থে । উদাহরণ : سارابو بكر ر ص بسيرة رسول الله ص অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) রাসুল (সা.) এর নিয়ম পথ , রীতি , পন্থা ও স্বভাব অনুসারে চলেছেন ।

----

১. দ্র.মজদী ওয়াহবহ, মুজম মুসতালাহাত আল আদব (বৈরুত : মকতাবাতু লিবনান, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪)।

Dhaka University Institutional Repository

খ. আল- ত্বরিকাতু الطر يقة পন্থা পদ্ধতি বা উপায় অর্থে । যেমন , سير ة السلطا ن বলতে ঐ পথ পন্থাকে বুঝায় যেটিকে অবলম্বলন করে বাদশাহ্ তাঁর প্রজা সাধারণের সাথে ন্যায় বিচার বা নিপীড়ন মূলক আচরণ করে থাকে ।

গ. আল হয়্যত الهيئة বা অবস্থা গঠন ও আকৃতি অর্থে । যেমন , আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : سنعيد ها سير تها الاولي অর্থাৎ আমরা এটিকে প্রথমাবস্থায় বা প্রাথমিক আকৃতিতে ফিরিয়ে নিব (ত্বহা -২০) ।

ঘ. আল মযি্যযত الميزة: বা বৈশিষ্ট্য ও গুণ অর্থে । যেমন, فلا ن حسن السيرة অর্থাৎ অমুক উত্তম বৈশিষ্ট্য বা গুণের অধিকারী ।

ঙ. পুরনো দিনের কিচ্ছা কাহিনী অর্থেও সীরতের ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় যেমন , سيرة عنترة (আনতারাহ্ এর কিচ্ছা কাহিনী) سير ة ملك سيف (রাজা সাঈফের কিচ্ছা কাহিনী) ।[২]

অতএব বুঝা যায় যে , একজন ব্যক্তি তাঁর জীবন ব্যাপী যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করে , অনুসরন করে সার্বিক অর্থে আল সীরত বলতে তাই বুঝায় ।

পরিভাষায় আল সীরত বলতে জীবনের ইতিহাস تاريخ الحيا ة বা জীবন বৃত্তান্ত تر جمة الحيا ة বুঝায় এ ভাবে বলা যেতে পারে :

১) কোন ব্যক্তি জীবনের সংকলিত ইতিহাস تاريخ مدون لحيا ة لشخص ما । যেমন , ড. আহমদ বিলী বিরচিত حيا ة صلا ح الد ين الأ يو بي ।

২) যে কোন ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত শিল্প فن تر جمة الحيا ة لشخص ما ।

৩) জন জীবন বর্ণনার জন্য সাহিত্যের অন্যতম একটি প্রকার الجنس الأد بي لقص تر جما ة الأ شخا ص ।[৩]

----

২. দ্র. দায়িরাহ আল মাআরিফ আল ইসরামিয়্যাহ (উর্দু) লাহোর , ৪র্থ সংস্করণ, সীরত , প্রবন্ধ , দ্বিতীয় খন্ড , পৃ. ৫০৫; বুতরস আল বুস্তানী , কামুস মুহীত আল মুহিত , سير প্রবন্ধ ।

৩. মজদী ওয়াহবহ, প্রাগুক্ত ,পৃ. ২০৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪) সপ্তদশ শতাব্দির শেষ দিকে ইংরেজ কবি সমালোচক নাট্যকার ড্রাইডেন বায়োগ্রাফির সংজ্ঞা দিয়েছিলেন " বিশেষ মানুষের ইতিহাস " History of particular Men's lives বলে ।[৪]

৫) কাফির বিদ্রোহী ধর্মত্যাগী ও যিম্মীদের সাথে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণকে "সীরত " বলে ।[৫]

৬) ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের পরিভাষায় সীরত বলতে আন্ত রাষ্ট্রীয় আইন কানুন বা ইসলামী আন্তর্জাতিক আইন বুঝায়। ইমাম মুহাম্মদ বিন আশ শায়বানী (মৃ. ৮০৪ খৃ.) কৃত আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ক গ্রন্থ " আল সীয়র আল কবীর " السير الكبير এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৬]

৭) পরবর্তী পর্যায়ে আল সীরত বলতে রাসুল (সা.) এর জীবন চরিত , সামরিক অভিযান ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী অন্যান্য সকল অর্থের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। মঘাযী বা সামরিক অভিযানকে সীরত বলা হয় এ জন্যে যে, او ل ا مورهاالسير الي الغزو অর্থাৎ যুদ্ধাভিযানের প্রাথমিক কার্যই হল যুদ্ধ পানে ভ্রমণ سير। যদ্দরূন আরবগণ كتا ب السير বলতে বিজয়ী যোদ্ধা, স্বেচ্ছাসেবক এবং কাফিরদের সাথে মুসলিম শাসকের আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ককে বুঝায় । অনুরূপভাবে শায়খ ইবরাহীম আল হলবী (মৃ. ১৫৪৯ খৃ.) কতৃক রাসুল (সা.) এর জীবনী , মঘাযী ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর জীবন বর্ষ সংখ্যা অনুপাতে ৬৩ পংক্তিতে রজয ছন্দে রচিত কাব্য গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে আল সীয়র আল কবীর" السير الكبير ।[৭]

এ পর্যায়ে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে , সীরত শব্দটি প্রাথমিক ভাবে রাসুল (সা.)এর জীবন চরিত (السيرة) অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে । পরবর্তীকালে এটি রাসূল (সা.) বা অন্য যে কোন ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে ।

---

৪. J.A.cuddon ,A Dictionary of literary terms (U.S.A: Penguin books, 1982),P.79; M.H.Abrahams, A Glossary of Literary terms (U.S.A:Cornell University, 4th Edition, 1981.) P. 15.

৫. দায়িরাহ্‌ মাআরিফ আল ইসলামিয়্যা (উর্দু) পৃ. ৫০৫।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রাগুক্ত , আল বুস্তানী , কামুস মুহিত আল মুহিত سير প্রবন্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল (সা.) এর জীবনী অর্থে সীরাত শব্দটি ইবনে হিশাম (মৃ. হি. ২১৮) এর পূর্বেই মুহাম্মদ বিন ওয়াকেদী (মৃ. হি. ২০৭/২০৯) এবং তার শিষ্য মুহাম্মদ বিন সাদ (মৃ. হি.২৩০) ব্যবহার করেছেন । আবার এ যুগেই সীরত শব্দটি রাসুল (সা.) এর জীবন চরিত অর্থ ছাড়াও সাধারণের জীবন বৃত্তান্ত অর্থে ও ব্যবহার হতে দেখা যায় । যেমন আল কুলবী (মৃ. হি. ১৪৭/১৫৮) আমির মুআবিয়হ (মৃ. খৃ. ৬৮০) ও বনু উমাইয়্যাহর জীবনী গ্রন্থ রচনা করে এর শিরোনাম দেন "সীরাতু মুয়াভিয়্যাহ ও বনি উমাইয়্যাহ "। ফরাসী প্রাচ্যবিদ থিওডোর নলডিকে (খৃ. ১৮৩৬-১৯৩০) রাসুল (সা.) এর জীবন চরিতের লেখক ও বর্ণনাকারীগন পারস্যের রাজ রাজড়াদের জীবন চরিতের রচনা শৈলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম বলে মত প্রকাশ করেন ।[৮]

ড. মুহাম্মদ কামিল হুসায়ন এ মর্মে মত পোষন করেন যে, নবী (সা.) এর জীবন চরিত (সীরত) ফিরআউনি ও কিবতি আমল থেকে মিসরীয়গন কতৃক তাদের পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যিক ও সাধুদের জীবন চরিত রচনার যে ধারা চলে আসছে তা দ্বারা প্রভাবিত । তিনি বলেন : ইসলামী মিসরে জীবন চরিত শিল্পের এ সকল ধারাবাহিক মজলিশ গড়ে উঠে । সম্ভবত : রাসুল (সা.) এর জীবন চরিত রচনাকারী মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃ. ১৫০/১৫১/১৫২) মিসর ভ্রমণ করে তাঁর সীরত রচনা করেন । অনুরূপভাবে ইবনে হিশাম ও মিসর গমন করেন এবং মীসরীয়দের সীরত এর অংশ বিশেষ বর্ণনা করেন। জীবন চরিত শিল্পে মীসরীয়দের কর্মপ্রচেষ্টা ও আসক্তি এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে , তারা তাদের প্রিয় নায়কদের জীবনী রচনা করে তা বিশেষ মাহফিল বা গানের আসরে পাঠ করত । উক্ত জীবন চরিতগুলোর মধ্যে "সীরাতু আনতারাহ বিন শাদ্দাদ "[৯] এবং" সীরাতু বনি হিলাল "[১০] উল্লেখযোগ্য ।[১১]

---

৮. দায়িরাহ মাআরিফ আল ইসলামিয়্যাহ , দ্বাদশ খন্ড ,সীরাহ , প্রবন্ধ , পৃ. ৪৩৯।

৯. সিরাতু আনতারাহ বিন শাদ্দাদ : এটি আরবদের সম্পূর্ণ নিজস্ব কাহিনী । প্রখ্যাত ভাষাবিদ আল আসমাঈ (মৃ.৮৩১/২১৪) এ গল্পের মূল রচয়িতা বলে মনে করা হয় । কারো মতে প্রাচীন কবিতা আবৃতিকারীর দল হয়তবা লোকের আনন্দ দিতে যে সব কাহিনী শুনিয়ে বেড়াতো তাদেরকে আনতরী (বহুবচনে : আনাতীর) বলা হতো । আনতারাহ মুআল্লাকার প্রসিদ্ধ কবি তার জীবনকে ঘিরে বীরত্ব আর প্রেমের যে অদ্ভুত আর অপরূপ কিংবদন্তী দানা বেধে উঠেছিল ,তাই মনোহর ভাষায় এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে । এর মধ্যে বেদুইন আরবের আশা-নিরাশা ও আনন্দ-বেদনার নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে । এ কাহিনী খৃ.সপ্তম শতাব্দী থেকে ক্রুসেডর (খৃ. ১০০৭-১২৯১) পর্যন্ত পরিবর্তিত পরিবর্ধিত হয়েছে । মিসরের ফাতেমী খলীফাহ আল আযীয (খৃ. ৯৬৭-৯৬) এর শাসনকালে এই গল্প সংগৃহিত ও সংকলিত হয়েছিল। আ.ত.ম.আরবী ছোট গল্প প্রসঙ্গ (ঢাকা : PROBE, ১৯৯৮),পৃ. ১৯।

১০.সীরাতু বনী হিলাল : গদ্যে ও পদ্যে লিখিত আর একটি ঐতিহাসিক গল্প । বনু হিলাল আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম এলাকায় ফাতেমীয়দের আমলে হিজরত করেছিল । তাদের উত্তর আফ্রিকা অভিযানকে কেন্দ্র করে গল্পের সূচনা । লিবিয়া মরুভূমিতে বেদুইনদের মুখে লোকগীতি আকারে এখনও এ কাহিনী শ্রুত হয় । প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

১১. ড. মুস্তফা কামিল হুসায়ন , ফি আদাবী মিসর আল ফাতিমিয়্যাহ ,পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে জীবন চরিত এর জন্য আরবী ভাষায় দুটো প্রতিশব্দ দেখা যায় :
ক)প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত আল সীরাতু (السيرة)এবং
খ)আল তরজমাতু (الترجمة) ।

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে সীরাত শব্দটি ইসলামের পরবর্তীকালে রাসূল (সা.) এর জীবন চরিত ও যুদ্ধের বর্ণনার (مغازي) অর্থেও এর ব্যবহার নগন্য নয় ।"কাশফ আল যুনুন "গ্রন্থের লেখক হাজী খলিফাহ (খৃ. ১৬০৮-৫৭) উল্লেখ করেছেন যে, হিজরী ৪র্থ শতাব্দিতে এ নামে প্রচুর সাধারন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ইবনে দায়হ (মৃ. ৩৩৪ হি.) বিরচিত "সীরাতু আহমদ ইবনে তুলুন " এবং ইবনে শাদ্দাদ (মৃ. ৬২২ হি.) বিরচিত "সীরাতু সালাহ উদ্দীন " । অবশ্য" সীবাত আল নব্বী" মহানবী (সা.) জীবন চরিত অর্থে ব্যবহার করেছেন । তবে আরামীয় ভাষা থেকে অনুপ্রবিষ্ট আরবী (الترجمة) শব্দটিকে সর্বপ্রথম ইয়াকুত আল হমভী (খৃ. ১১৭৯-১২২৯) তাঁর" মুজম আল বুলদান " গ্রন্থে ব্যক্তির জীবন ও জীবন চরিত অর্থে ব্যবহার করেছেন । উল্লেখ্য আবু আল ফরজ আল ইস্ফাহানী (মৃ. ৯২৭ খৃ.) তার "আল আঘানী " গ্রন্থে জীবনী অর্থে "আল তরজমাহ " শব্দ ব্যবহার না করে এর বিকল্প "খবর" ও "আখবার" শব্দ ব্যবহার করেছেন । যেমন "খবরু ইবনে কুতাইবাহ ওয়া নসবুহু "অথবা "আখবারু বাশ্‌শার ইবনে বুরদ ওয়া নাসবুহু "। ড. ইহসান আব্বাস তাঁর ফন আর সীরাহ " গ্রন্থে উক্ত দুটো শব্দকে সমার্থবোধক হিসেবে ব্যবহার করেছেন । তবে এ কথাও বলেছেন যে, আল তরজমাহ "(الترجمة) প্রায়শ: সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। [১২]

সায়্যিদ কুতুব তাঁর "আল নকদ আল আদবী ও উসুলু ওয়া মানাহিজুহু " গ্রন্থে শিল্প সম্মত জীবন চরিতকে "আল তরজমাহ " এবং সাধারণভাবে ঘটনার ধারা বিবরণীকে " আল সীরাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । [১৩] আনিস আল মাকসীদি সীরাত বা জীবন চরিতকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন ।
ক) সাধারণ (আল আম) খ) বিশেষ (আল খাস) । অনেক ব্যক্তি বিশেষের জীবন চরিত সম্বলিত গ্রন্থকে তিনি কিতাব আল তারাজিম (كتاب التراجم) এবং ব্যক্তি বিশেষের জীবন চরিত সম্বলিত গ্রন্থকে কিতাব আল সীরাত (كتاب السيرة) অভিধায় চিহ্নিত করেছেন । [১৪]

----

১২. ড. ইহসান আব্বাস , ফন আল সীরাহ (বৈরুত : ৬ষ্ঠ সংস্করণ ,১৯৮৯), পৃ.১৫ ; যাহরা ইবরাহীম আবদ আল দাইম , আল তরজমাহ আল জাতিয়্যাহ ফী আল আদব আল আরবী আল হাদীস (বৈরুত : দার আল নাহদাহ আল আরবিয়্যাহ , তা নে.) পৃ. ৩১ ।

১৩. সায়্যিদ কুতুব আল নকদ আল আদবী : উসুলুহু ওয়া মানাহিযুহু (বৈরুত , ১৯৬২) পৃ. ১০৪ ; ড. যাহরা প্রাগুক্ত ।

১৪. আনিস আল মাকদিসী, আল ফুনুন আল আদাবিয়্যাহ ওয়া আলামুহা ফী আল নাহদাহ আল আরাবিয়্যাহ আল হাদীসাহ (বৈরুত : দার আল ইলম লি আল মালাঈন , ৫ম সংস্করণ, ১৯৯০) , পৃ. ৫৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত বিভাজনটি আমাদের নিকট অধিক যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় । কেননা আধুনিক লেখকেরা "সীরাত" ও "তরজমাহ" শব্দদ্বয়কে পারস্পরিক অর্থে ব্যবহার করাকে দোষের কিছু মনে করেন না।

দুই. জীবনচরিত রচনার সহায়ক উপাদান :

কোন ব্যক্তির জীবন চরিত রচনার জন্য নিম্নোক্ত তথ্য - উৎসগুলোর সমাবেশ লেখকের জন্যসহায়কের ভূমিকা পালন করে । [১৫]

ক. লেখক যার জীবন চরিত লেখার মনস্থ করেছেন তাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে লিখিত গ্রন্থাবলী ।
খ. পত্রাবলী , দিনলিপি অথবা দৈনিক নথি পত্রের ন্যায় মূল প্রমাণ পত্রাদী ।
গ. সমকালীন ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিকথা । তাঁর কালের , তাঁরই পারিপার্শ্বিক ও যুগ চিত্র সম্পর্কে অবহিত করা হবে ।
ঘ. জীবিত প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিচারণ ।
ঙ. নায়কের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় থাকলে পরে এ ক্ষেত্রে স্বয়ং লেখকের স্মৃতিকথা ।
চ. আলোক চিত্র ও চিত্রকর্ম ।

জীবনী সাহিত্য চিত্রকলার মতই বিশেষ শিল্প সৃষ্টি । তাই চরিত রচনাকার দের কতগুলো ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হতে হয় ।

প্রথমত: লেখকের পক্ষে অনেক সময়ই মৃত ব্যক্তির জীবনী সংক্রান্ত যথেষ্ট পরিমানে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়না এ জন্য স্বল্প বিষয়বস্তুই তাঁকে অনেক সময় একমাত্র মূলধন হিসেবে গ্রহণ করতে হয় ।

দ্বিতীয়ত : মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তির জীবন কতখানি প্রকাশ্য কতখানি অপ্রকাশ্য তাও বিবেচনার বিষয়। প্রায় সর্বসম্মত মত এই যে , মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তির দোষগুলো গোপন করে তাঁর গুণেরই সমাদর করা বিধেয়। কিন্তু অস্বাভাবিক আত্মগোপনে আবার জীবন চরিতের অসম্পূর্ণতা বিধান করা হয় । প্রকৃত ব্যাপার হল , লেখক এমন ভাবে গ্রহণ ও বর্জন করবেন, যাতে পরিপূর্ণ লোক চরিত্রটি অংকনে মোটেই অসুবিধা না হয় । যার জীবন চরিত লিখবে , তার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবনত হওয়া লেখকের একান্ত কর্তব্য । নচেৎ তিনি সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের চিত্তকথা জনসম্মুখে উপস্থাপন পূর্বক তার আদর্শকে বিমূর্ত করতে পারবেন না ।

---

১৫. J.A.Cuddon , A.Dictionary Terms, P.79.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত : জীবন চরিতে কালক্রম অনুসরণ করা প্রয়োজন ।

চতুর্থত : জীবনীর মাধ্যমে লেখক বিশেষ কোন তত্ত্বকথা বা নীতিকথা প্রচার করতে চাইলে গ্রন্থের শিল্প - সৌন্দর্য ব্যাহত হবে । সর্বোপরি জীবনীকারককে সবসময় মনে রাখতে হবে যে, তিনি নিজে স্রষ্টা হলেও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাব ভাবনার স্থান নেই । তিনি যা দেখছেন , প্রত্যক্ষ করেছেন চিত্রকরের ন্যায় শুধু তাই অংকন করবেন।[১৬]

তিন. জীবনচরিতের প্রকারভেদ :

বিভিন্ন ভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে এর যে স্বরুপ উদ্ভাসিত হয় তা নিম্নরুপ:[১৭]

ক) সংবাদ জ্ঞাপক জীবন চরিত (Informative Biography): এ প্রকৃতির জীবন চরিত সাহিত্যাঙ্গনে অধিক হারে পরিচিত ও ক্রিয়াশীল । লেখক এ প্রকার জীবন চরিত রচনার ক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তোয়াক্কা না করে একটি জীবনের সামগ্রীক ঘটনাপঞ্জী সময়ানুবর্তী হয়ে বিন্যস্ত করার প্রয়াশ পান।ফলে সংবাদ জ্ঞাপক জীবন চরিত পরবর্তীকালে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে রচিতব্য অন্য কোন জীবনী রচনার তথ্যবহুল মৌলিক উৎসে রূপান্তরিত হয়। আরবী ভাষায় সংবাদ জ্ঞাপক জীবন চরিতকে আমরা "আল সীরত আল ইখবারিয়্যাহ " বলতে পারি ।

খ) সমালোচনামূলক জীবন চরিত (Critical Biography): অনুসন্ধানও সমালোচনা জীবন চরিতের মৌলিক উপাদান । কেবল অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি জীবনের বাস্তব স্বরূপ উপস্থাপন করা যায়। আর সমালোচনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জীবন প্রকৃতি , তার জীবন কালের পরিবেশ , ব্যক্তিত্বের উন্মোচন এবং জীবন ব্যাপী অনুশীলিত কাজের সুবিন্যস্তকরণ সম্ভব হয় । আরবী ভাষায় এ জাতীয় জীবন চরিতকে আর সীরাত আল নক্বদীয়্যাহ বলা হয় ।

----

১৬. অধ্যাপক মাহবুবুল আলম , সাহিত্য তত্ত্ব (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৭১) , পৃ. ৩৩-৩৪; অমল কুমার স্যানাল , সাহিত্য সংজ্ঞা ও সাহিত্য তত্ত্ব অভিধান (কলিকাতা : ইন্ডিয়া : ইন্ডিয়া বুক এক্সচেঞ্জ, ১৯৮১),পৃ. ৪৯-৫০; Rene wellek Austin Warren , Theory of literature (Peregrine Books, 1963), P. 75.

১৭. তু. ড. মুওয়ায়্যিদ " আবদ আল সাত্তার , আল মাদখুল ইলা দিরাসাত আল সীরাহ আল যাতিয়্যাহ " মজল্লত আল ইলমী আর হিন্দী, (আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় , ত্রয়োদশ সংখ্যা , অক্টোবর ১৯৯০) পৃ. ১৫-৮।

Dhaka University Institutional Repository

গ) মানসম্পন্ন জীবন চরিত (**Standard Biography**) : জীবন চরিতের সম্ভাব্য সকল প্রকরণের মধ্যে এ প্রকারের জীবন চরিতই শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় । যা সত্তা ও রচিত জীবনীর মধ্যে তুল্য এবং সাহিত্যিক ও শৈল্পিক জীবনী হিসেবে বিবেচ্য । **Edmund Gosse** যথার্থই বলেছেন :**The faithful portrait of a soul in its adventures through life** [১৮] সাহিত্যিক পন্থায় , শৈল্পিক সততায় বাস্তবতাকে কোন ভাবেই বিঘ্নিত না করে জীবন চিত্রণই এ জাতীয় জীবন চরিতের মূল প্রতিপাদ্য । আরবী ভাষায় এ মান সম্পন্ন জীবন চরিত কে আল সীরাত আল মীআরিয়্যাহ "বলা হয় ।

ঘ) ব্যাখ্যামূলক জীবন চরিত (**Interpretative Biography**): এ প্রকারের জীবন চরিত বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের অনুবর্তী নয় । এটি সাধারণ ভাবে রচিত ও প্রণীত হয় । আরবী ভাষায় ব্যাখ্যামূলক জীবন চরিতকে "আল সীরাত আল তফসীরিয়্যাহ " বলা হয় ।

ঙ) কাল্পনিক জীবন চরিত (**Fictitious Biography**): বাস্তবিক একটি ব্যক্তির জীবনকে কাল্পনিক ও উপন্যাসিক ষ্টাইলে উপাখ্যানমূলক জীবন চরিত বলা হয় । আধুনিক আরবী সাহিত্যে মুহাম্মদ ফরীদ আবু হাদীদ (খৃ. ১৮৬৮-১৯১৯) এবং আলী জারীম (খৃ. ১৮৮১-১৮৪৯) বিরচিত যথাক্রমে "ইবনত আল মূলক " (খৃ. ১৯২৬) ও "আল শায়ের আল ত্বমুহ"(খৃ. ১৯৪৫) শীর্ষক গ্রন্থদ্বয় এ জাতীয় চরিতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । [১৯]

ইংরেজী সাহিত্যে ও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে যেমন, **W.H. Ainsworth The Tower of London,1840 Lytton starchy Elizabeth and Essey , 1928.** কাল্পনিক রূপক জীবন চরিত রচনার বেলায় অপার স্বাধীনতা । অবশ্য ব্যখ্যামূলক জীবন চরিতের সাথে এর ব্যবধান রয়েছে । কেননা রূপক জীবন চরিত ভাষা ভাষা অনুসন্ধান ও মাধ্যমিক উৎসের উপর নির্ভর করে , কল্পনার পাখায় ভর করে রচিত। সংবাদ জ্ঞাপক জীবন চরিতের লেখক যেখানে ঘটনাবলীর স্বরূপ উদঘাটন ও উপাখ্যান বর্ণনায় বাহুল্য বর্জনে সদা তৎপর সেখানে আলোচ্য প্রকার জীবন চরিত রচায়িতা ঘটনা চিত্রণ ও উপাখ্যান রচনায় যথেষ্ট মুক্ত ও স্বাধীনচেতা।

---

১৮. **Encyclopedia of Britanica, 'Biog"**

১৯. মজদী ওয়াহবহ , মূজম আল মুসতালাহাত , Biog"

Dhaka University Institutional Repository

চ) জীবন চরিতরূপে উপাখ্যান রচনা (Fiction Pressented as biography) : জীবন চরিতের এ সর্বশেষ প্রকরণটি সত্যিকার অর্থে উপাখ্যান । জীবন চরিত অথবা আত্মজীবনীর মত করে লেখা উপাখ্যানগুলো যথার্থই সফল হয়েছে । এ ধরনের রচনায় লেখক নিজেকে কল্পিত নায়ক নায়িকা রূপে উপস্থাপন করে প্রকারান্তরে নিজের আত্মজীবনীই বর্ণনা করে । যেমন আল মাযিনী (খৃ. ১৮৮৯-১৯৪৯) রচিত "উদুন আলা বদইন " মাহমুদ তায়মুর বিরচিত নিদা আল মজহুল , ত্বহা হুসায়ন বিরচিত আল হুব্বু আল দ্বায়ী ইত্যাদি । [২০]

ক্রমবিকাশ

চার. প্রাক ইসলামী যুগ :

কোন শাস্ত্রই হঠাৎ করে চরম উন্নতির দ্বারে পৌছতে পারেনা । তা পর্যায়ক্রমে অগ্রসরের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সময়ের । চৈনিক ইতিহাসবিদ Ssu – ma chien (জন্ম খৃ. পূ. ১৪৫) কে জীবন চরিত রচনার অগ্রদূত বলে গণ্য করা হয় । এটি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকের কথা । পরবর্তী দুশতক ধরে রোমান সাম্রজ্যের [২১] অধীনে সুবিখ্যাত ইতিহাসবিদ Plutarkhos (খৃ. ৪৬-১২৫) এর হাতে সাহিত্যমান সম্পন্ন জীবন চরিত রচনার বিকাশ ঘটে বলে মনে করা হয় । তাঁদের রচিত জীবন চরিত গ্রন্থ যথাক্রমে Shis – Chi (আল ওয়াসায়েক আল তারিখিয়্যাহ ঐতিহাসিক নথিপত্র), এবং Parallel lives (রোমান ও গ্রীক সভ্যতার অভিজাত ব্যক্তিবর্গের জীবনচরিত)

---

২০. মুহম্মদ ইউসুফ নজম , ফন আল নকিসসাহ পৃ. ৭৮ , উদ্ধৃত ড. আবদ আল সাত্তার , দিরাসাত আল সিরাত , পৃ. ১৮।

২১. রোমান সাম্রাজ্য : খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দিতে টাইবার নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হতে এর যাত্রা রোমানরা ইতালী উপদ্বীপ জয় করে এবং ভূমধ্যসাগর ভিত্তিক একটি বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে যা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দির শেষভাগ পর্যন্ত বজায় ছিল। প্রথম থিওডসিয়াস (খৃ. ৩৭৯-৩৯৫) একীভূত রোমান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শাসক ছিলেন । তার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যটি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য এবং পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায় । পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ৫ম শতাব্দিতে বিলুপ্ত হলেও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য খৃ. ১৪৫৩ সালে তুর্করা কনষ্টান্টিনোপল জয় করা পর্যন্ত টিকে ছিল ।
Rome Ancient The Encyclopedia Britanica : 1976 ed Rome ,ancient Lixicon Universal Encyclopedia, 1983 ed .

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য মুহাম্মদ কামিল হুসায়ন তাঁর "ফী আদবী মিসর আল ফাতিমিয়্যাহ গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠায় প্রাচীন মিসরের ফিরআউদের[২২] কে জীবন চরিত রচনার ক্ষেত্রে অগ্রদূত বর্ণনা করে বলেন যে, তারা তাদের রাজন্যবর্গের জীবনী দেয়ালে সমাধী সৌধের গাত্রে এমনকি তাদের পোশাকে পর্যন্ত রেখাংকিত করে রাখত অত্যন্ত যত্নের সাথে।

Plutarkhos এর Lives এর অব্যবহিত পরে Suetonius বিরচিত "সিজার" নামক জীবন চরিত প্রকাশিত হয়। উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ব্যক্তিসত্ত্বার পাশাপাশি ঐতিহাসিক বর্ণনার আধিক্য পরিলক্ষিত হয় । অধিকন্তু লেখকদ্বয় তাদের গ্রন্থে বিস্তারিত ঘটনাবলী ও সংলাপের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এ গুলোকে আরো সুষমামন্ডিত করেন । এ জন্যই Plutarkhos কে সূচনাকালীন জীবন চরিত রচনাকারীর পথিকৃত বলে স্বীকার করা হয় । ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপিয়ার (খৃ. ১৫৬৪-১৬১৬)তার নাটকে "জুলিয়াস সিজার ", " অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা" রচনায় Plutarkhos এর সাহিত্যকর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে করা হয় । সর্বোপরি Suetonius এর Life of Nero নামক গ্রন্থটি প্রাথমিক জীবনী সাহিত্যের উন্নত ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং এক্ষেত্রে পথিকৃত বলে মনে করা হয়।[২৩]

পাঁচ. ইসলামী যুগে আরবী জীবনী সাহিত্য:

পবিত্র আল কুরআন ও আল হাদীস আরবী জীবনী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সুত্র হিসেবে পরিগণিত হলেও মূলত : আরবী জীবন চরিত (সীরত ও মঘাযী) রচনা কালক্রম অনুসারে আল কুরআন ও আল হাদীসের সংকলনের পরের ঘটনা । কেননা রাসুল (সা.) মক্কার জীবনে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সংমিশ্রণের আশংকায় আল কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখতে দেননি। মদীনার জীবনে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করার মত প্রজ্ঞা সাহাবীদের অর্জিত হওয়ায় হাদীস সহ প্রাসঙ্গিক অন্য কিছু হযরতের নির্দেশে বা অনুমতিক্রমে লিখা শুরু হয় । অবশ্য সাহাবীরা রাসুলের জীবনী ও যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে মৌখিক বর্ণনায় অংশগ্রহণ করলেও এর লিখন কার্য শুরু হয় । আরো পরে হিজরী প্রথম শতকের শেষভাগে ।[২৪] সূচনাতেই কিন্তু বই আকারে জীবন চরিত লেখা শুরু হয়নি।

---

২২. ফিরআউন : প্রাচীন যুগে মিসর রাজ , বিশেষত আমালেকা বাদশাহদের উপাধি। আল কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, সে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার সীমা অতিক্রম করেছিল । প্রসিদ্ধ মতানুসারে হযরত মুসা (আ.) এর সময়ে ফেরআউনের নাম ছিল রমসীস দ্বিতীয় । সে জীবিত ছিল চারশত বছর এবং মুসা (আ.) একশত বিশ বছর । মুসা ও হারুন (আ.) কে ফেরআউনের নিকট গমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন মহান আল্লাহ : " তোমরা উভয়ই ফিরআউনের নিকট গমণ কর । সে সীমা লংঘন করেছে । (২০:৪৩) হযরত মুসা ও হারুন (আ.) কে তার সাথে বিনম্র ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । : " তার সাথে নরম ভাষায় কথা বল ।" (২০:৪৪) ধারণা করা হয় যে সে বদমেজাজী ও অল্পে চটে যাওয়া স্বভাবের বাদশাহ ছিল । আল কুরআনে ফেরআউন ও মুসা (আ.) এর কথোপকথনের বর্ণনা এসেছে , যথা: ২:৪৯, ৩:১১, ৭:১০৩, ৮:৫২, ১০:৭৫, ১১:৯৭, ১৪:৬, ১৭:১০১, ২০:২৪, ২৩:৪৬, ২৬:১১, ২৭:১২, ২৮:৩, ২৯:৩৯, ৪০:২৪, প্রভৃতি । ই.বি , ই. ফা.বা. ১৫/১১৭-২১।

২৩. মুআইয়্যিদ আবদ আল সাত্তার , মজাল্লাত আল মজম আল ইলমি আল হিন্দী, পৃ. ১১-৪।

২৪. তু. ড. মুহম্মদ সাঈদ রমদান আল বুতি , ফিকাহ আল সীরাহ (দমিশক : দার আল ফিকর , ১৯৯০), পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক যারা জীবন চরিত ও যুদ্ধাভিযান প্রসঙ্গে তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে নোট লিখে সর্বোপরি এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে যারা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এদের বেশ কয়েকজনের পরিচিতি ও আরবী জীবনী সাহিত্যে অবদান সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বর্ণনার প্রয়াস পাব।

প্রথম পর্যায়ে যারা এ ধরণের অবদান রেখেছিলেন তাঁরা হলেন :

১. আবান বিন উসমান বিন আফ্ফান : তৃতীয় খলিফা পযরত উসমান (খৃ. ৫৭৬-৬৫৬) এর ছেলে। হি.১৫-২০ সালের মধ্যে তার জন্ম। উমাইয়্যা খলীফাহ আবদ আল মালিক বিন মারওয়ান (খৃ. ৬৪৬-৭০৫) এর শাসনামলে সাত বছর মদীনার গভর্ণরের (হি. ৭৫-৮৩) দায়িত্ব পালন করেন । তিনি আল হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন । হি. ১০৫ সালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন উহুদ প্রান্তরে শহীদদের গোরস্তান দাফন করার জন্য অসিয়ত করে গেলে তাকে মদীনার বিখ্যাত গোরস্তান "আল বাকী" তে সমাহিত করা হয়। [২৫]
"আবান কতৃক সংকলিত জীবন চরিত (সীরত) ছিল মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা পূণাঙ্গ কোন গ্রন্থ নয় । অবশ্য অন্য এক বর্ণনায় উক্ত সংকলনটিকে বিরাট গ্রন্থ বলা হয়েছে। এবং সেখানে আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে । [২৬]

২. উরওয়াহ্ বিন আল জুবায়ের বিন আল আওয়াম : হি. ২৬ সালে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর পিতা হযরত যুবায়ের (মৃ.খৃ. ৬৫৬) রাসুল (সা.) এর বিশিষ্ট অনুসারী মা"আসমা " (মৃ.খৃ. ৬৯২) হযরত আবু বকরের কন্যা । উরওয়াহ্ হাদীসের একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন । হযরত আয়েশা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবন সঙ্গিনী হিসাবে তাঁর জীবনী সম্পর্কে সর্বাধিক পরিজ্ঞাত ছিলেন । উরওয়াহ উত্তরাধীকার সুত্রে প্রাপ্ত মহানবীর জীবনীর অধিকাংশ ঘটনা বর্ণনা করেছেন । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস তার মাগাযীর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন । তিনি মাঘাযী সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন । মদীনার সাতজন ফিকাহ্ শাস্ত্রবীদদের মাঝে তিনি ছিলেন প্রধান। খলিফাহ্ আবদ আল মালিক ও ওয়ালিদ (খৃ.৭০৫-১৫) প্রয়োজনে কোন তথ্য জানতে চেয়ে তাঁর শরনাপন্ন হতেন । তিনি হিজরী ৯২/৯৩/৯৪ সালে ইন্তেকাল করেন । [২৭]

---

২৫. তু ড. সাদ আল মারসাফী , আল জামী আল সহীহ্ লি আল সীরাত আল নবভিয়্যাহ (বৈরুত : মৃওয়াসসাহ আল রায়্যান , ১ম সংস্করণ ,১৯৯৪) পৃ.৬৩-৬৪; Mohammed mohor Ali, Sirat al nabi and the Orientalist (Madina :king Fahad Complex, First Edition , 1997) , Vol.IA, P.13.

২৬. ড. আল মারসাফী আল জামী, পৃ. ৬৪ ।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩. M.M.Ali , Sirat al Nabi, P.13

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ারওয়াহই সর্বপ্রথম সীরত ও মাঘাযী লিখিত কিছু বিবৃতি উপস্থাপন করেন । যেগুলো পরবর্তীকালে ইবনে ইসহাক , আল ওয়াকেদী (الواقدي), আবনে সাদ (ابن سعد)এবং তাবারী (طبري) কতৃক তাদের সীরাত গ্রন্থে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে । সম্প্রতি উরওয়াহ কতৃক উপস্থাপিত প্রচুর বর্ণনা ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আল আযমী কতৃক সংগৃহিত হয়ে মঘাযী রসুল (স.) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে ।[২৮] হাজী খলীফাহ (খৃ. ১৬০৮-৫৭) তার মঘাযী বিষয়ক আলোচনায় যথার্থ বলেছেন :

ان اول من صنف فيها عروة بن زبير :ويقا ل

অর্থাৎ মাঘাযী বিষয়ে উরওয়াহই প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী ব্যক্তিত্ব।[২৯]

৩. শুরাহবিল বিন সাদ : তার জন্ম সন ও জীবনী সম্পর্কে তেমন কিছু পাওয়া যায়না । তিনি মদীনায় হিজরতকারী এবং বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। ওয়াকেদী ও ইবনে ইসহাক তার উদ্ধৃতি উল্লেখ না করলেও ইবনে সাদ হযরতের কুবা থেকে মদীনায় হিজরত প্রসঙ্গে তার প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছেন বলে জানা যায়। [৩০]

৪. ওয়াহব ইবনে মুনাববিহ : বিশিষ্ট অনুগামী (تا بعي) ওয়াহব ছিলেন পারস্য বংশদ্ভোত । তার জন্ম ১৯৩৪ সালে ইয়ামেনে । হিজাজে কার্যোপলক্ষে এলেও জীবন কাটিয়েছেন ইয়ামেনে । হি. ১১০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন । ইবনে খাল্লিকান তাকে সাহেবুল আখবার ওয়াল কাসাস বলে অতিহিত করেছেন। ইবনে ইসহাক তাঁকে প্রথম শ্রেণীর একজন সীরাতকার বলে অভিহিত করেছেন । তাঁর রচিত দুটো গ্রন্থ সাম্প্রতিক গবেষনায় আবিস্কৃত হয়েছে । এর কিয়দাংশ জার্মানীর হাইডল বার্গে সংরক্ষিত আছে ।[৩১]

ক. কিতাব আল মুবতাদা।

খ. কিতাব আল মঘাযী।

তিনি ইবনে ইসহাক আলী তাবারী , মাসউদী ,এবং ইবনে কুতায়বা কতৃক তাদের নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছেন ।[৩২]

দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা সীরত মাঘাযী রচনায় অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন :

----

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. হাজী খলীফাহ কাশফ আল জুনুন আল অসামী আল কুতুব ওয়াল ফুনুন (তুর্কী ; মতবআ ওয়াযারত আল মাআরিফ, হি. ১৩৬০), দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৭৪৭ ।

৩০. M.M.Ali , Sirat al Nabi, P.13

৩১. বিস্তারিত দেখুন,J. Horovitz ,The Earliest Biographies of the Prophet and their authores, Tr From German by Marmaduke Piekthall), in Islamic culture, I. 1927, P. 558.

৩২. M.M.Ali , Sirat al Nabi, P.13

Dhaka University Institutional Repository

১. ইবনে শিহাব জুহরী : তাঁর পুরো নাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন মুসলিম বিন উবায়দাল্লাহ বিন আবদ আল্লাহ বিন শিহাব আল যুহরী। মক্কার বনু জোহরা গোত্রে তাঁর জন্ম হি. ৫১ সালে অদ্ভূত ধীশক্তি সম্পন্ন আল জুরী ওয়ারওয়াহ বিন জুবায়েরের নিকট শিক্ষা গ্রহন করে তৎকালিন মদীনার শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত হিসেবে পরিগণিত হন । তিনি একাধারে হাদীস , কুলজী, ও মঘাযী শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন । তিনি কিতাবুল মাঘাযী লিখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন । হযরতের জীবনী সংক্রান্ত সমস্ত বিবরন সংগ্রহ করার জন্য তিনি মদীনার ঘরে ঘরে গমন করে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট উপস্থিত হয়েছেন এবং যে যেটুকু বলতে পেরেছে তা তখনই লিখে নিয়েছেন । তাঁর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে মুসা বিন উকবাহ , (হি. ৫৫-১৪১) মমর বিন রশিদ (হি. ৯৬-১৫৪) মুহাম্মদ বিন ইসহাক (হি. ৮৫-১৫০/১৫১) প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাঁর রচিত জীবন চরিত নির্ভরযোগ্য ও বিশূদ্ধতম হিসেবে স্বীকৃত । ইবনে ইসহাক কতৃক রচিত জীবন চরিত গ্রন্থের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর উদ্ধৃতি পরিলক্ষিত হয় । তিনি হিজরী ১২৪/১২৫ সালে ইন্তেকাল করেন । [৩৩]

২. আসিম বিন উমর বিন কাতাদাহ বিন নুমান আল আনসারী: ইসিম বনু জফর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার দাদা হযরত আমর রাসুল (সা.) এর ঘনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন । মঘাযী ও সীরত সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল । খলীফাহ উমর বিন আবুদল আযিযের নির্দেশক্রমে তিনি দশমিক এর মসজিদে জনগনের উদ্দেশ্যে মঘাযী ও সাহাবাদের মর্যাদা এবং গুনাবলী বিষয়ে আলোচনা করতেন । তিনি ইবন ইসহাক ও ওয়াকেদী বিরচিত জীবন চরিত গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে পরিগণিত। হি. ১২০/১২৯ সালে আসিম বিন উমর বিন কাতাদাহ ইন্তেকাল করেন । [৩৪]

৩. আবদাল্লাহ বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হামযাহ আল আনসারী : তাঁর পিতা আবু বকর মদীনার কাযী ও গভর্ণর ছিলেন । তাঁর উর্ধ্বতন পিতা আমর রাসুল (সা.) এর সাহাবী ছিলেন । তিনি কোন জীবন চরিত গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে জানা যায়না । তবে ইবনে ইসহাক , আল ওয়াকেদী , ইবনে সাদ , আল তাবারী প্রমুখ ইবনে হযম থেকে প্রচুর বর্ণনা গ্রহন করেছেন । এতে প্রমানিত হয় যে এক্ষেত্রে তার বিপুল অবদান ছিল । হি, ১৩৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন । [৩৫]

৩৩.প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

৩৪. প্রাগুক্ত ।

৩৫. ড. আল মারসাফী আল জামী, পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পর্যায়ে আরেকদল জীবন চরিত লেখকের আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও অবদান নিম্নে প্রদত্ব হল :

১. মূসা বিন উকবাহ : ইমাম যুহরীর শিষ্যদের মধ্যে মুসা বিন বিন উকবা এবং মুহাম্মদ বিন ইসহাক মাগাযী ও সীরাহ্ আন নবী (সা.) সম্পর্কে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন । তাঁর প্রচেষ্টার ফলে উক্ত বিদ্যার চরম উন্নতি বিকাশ সাধিত হয়।

বনু যুবায়ের বিন আল আওয়াম এর মুক্তদাস মুসা বিন উকবাহ্ বিন আয়্যাস আল আসদী হি. ৫১ সালে জন্মগ্রহণ করেন । মসজিদে নববীতে শিক্ষাগ্রহণ করেন । হযরতের মঘাযী (সামরিক অভিযান) বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । যা য়ুসুফ বিন মুহাম্মদ বিন উমর ক্বাযী শহবহ (মৃ.হি.৭৮৯) সংকলন করেছিলেন বলে জানা যায়। হি. ১০ম শতাব্দি পর্যন্ত গ্রন্থটির অস্তিত্ব ছিল । ইবনে সাদ ও তাবারী তাদের সীরাত গ্রন্থে মুসা বিন উকবাহ্ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন । সমসাময়িককালে মঘাযী বিষয়ে তিনি ছিলেন সমধিক পরিজ্ঞাত । তাঁর মঘাযী গ্রন্থ সম্পর্কে ইমাম মালেক (হি. ৯৫-১৭৯) এর মন্তব্য : " عليكم بمغازي ابن عقبة فهي اصح المغازي"[৩৬]

২. মুহাম্মদ বিন ইসহাক : আবদ আল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন য়াসার হি. ৮৫ সালে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁর দাদা "য়সার " খৃষ্টান আরব ছিলেন । যুদ্ধবন্দী হিসেবে হি. ১২ সালে মদীনায় নীত হলে বনু কায়স বিন মখরমাহ তাকে মুক্ত করে দেয়। মুহাম্মদ বিন ইসহাক মদীনার জ্ঞানীদের নিকট বিদ্যার্জন করেন । সর্বশেষ হি. ১১৫ সালে মিসর হতে আনুষ্ঠানিক জ্ঞানার্জনের সমাপ্তি টেনে জন্মভূমি মদীনায় ফিরে আসেন । এখানেই তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ "সীরত আল নবী " রচনা করেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় গমন করেন । তিনি হি. ১২৩ সাল পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। হি. ১৩২ সালে ইমাম মালিক (র.) এর সাথে মনোমালিন্যের কারনে ইরাক চলে যান । হি. ১৫০/১৫১ সালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন । [৩৭]

42398

---

৩৬. তু. কার্ল ব্রোক্যালস্যান , তারীখ আল আদব আল আরবী (ড. আবদুল হালিম আল নজ্জার কর্তৃক আরবী অনুবাদ), তৃতীয় খন্ড (মিসর : দার আল মাআরিফ,১৯৬২), পৃ.১০; ড. সাদ আল মারসফী, জামি , পৃ. ৬৬ ; **M.M.Ali , Sirat al Nabi, P. 15**

৩৭. তু. ব্রোক্যাল ম্যান , তারীখ , পৃ. ১০-১১; সাদ আল মারসাফী , প্রাগুক্ত,পৃ.৬৬-৯ ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ছয়. উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগ

কথিত আছে যে তিনি বাগদাদে আব্বাসী শাসক আবু জাফর আল মুনসুর (হি. ১৩৬-৫৮)এর দরবারে গিয়েছিলেন । খলিফা স্বীয় পুত্র মাহদী (খৃ. ৭৭৫-৮৫) কে দেখিয়ে ইবনে ইসহাককে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, তার জন্য এমন এক গ্রন্থ রচনা করবেন যাতে হযরত আদম (আ.) থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার বর্ণনা থাকবে । এতদশ্রবণে ইবনে ইসহাক চলে গেলেন এবং কিছুকাল পরে উক্ত কিতাবু সিরাতি রাসুলিল্লাহি ওয়াল মাঘাযি মানসুরের নিকট উপস্থাপন করলেন । মুনসুর বললেন ইবনে ইসহাক তুমি গ্রন্থটি অতি মাত্রায় দীর্ঘ করে ফেলেছ । এখন এ গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত করে লিখ । [৩৮]

৩. মামুর বিন রশিদ : মামুর বিন রশিদ আল আযাদি হি. ৯৬ সালে কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন । মদীনা ও ইয়ামেন সফর করেন । হি. ১৫৪ সালে সানআয় ইন্তেকাল করেন । ইবনে নদীম (মৃ. ১০০০ পরে) আল ফিহরিস্ত এ তাঁর মাঘাযী বিষয়ক একটি ছিল বলে জানিয়েছেন । তবে আল ওয়াকেদী ও ইবনে সাদ এর মাধ্যমে তাঁর কিছু কিছু বর্ণনা আমরা পেয়ে থাকি । [৩৯]

৪. আবু মশর আল মদনী : আবু মশর আল মদনী ছিলেন বনু হাসিমের মুক্ত করা দাশ । আব্বাসীয় খলিফাহ আল মাহদী (খৃ.৭৭৫-৮৫) যখন হিজরী ১৬০ সালে মদীনায় আসেন তখন আবু মশরকে ইরাক যাত্রায় তার সাথী করেন। মদীনা হতে বাগদাদ গিয়ে হি. ১৭০ সালে ইন্তেকাল করেন । হাদীস বর্ণনায় তিনি দয়ীফ (দূর্বল) পরিগনিত হলেও মঘাযীর ক্ষেত্রে তাকে যোগ্য বলে মনে হয় । ইবনে নদীম তাঁর মঘাযী ছিল বলে উল্লেখ করেছেন । এতদ্ব্যতীত আল-তবরী স্বীয় গ্রন্থে আবু মশরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন । বিশেষত হিজরতের পূর্ববর্তী নবী জীবন সম্পর্কীত আলোচনায়।[৪০]

৫. আল ওয়াকেদী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকেদী হি. ১৩০/খৃ.৭৪৭ সালে জন্ম গ্রহন করেন । আব্বাসীয় খলীফাহ হারূন আর রশীদ (খৃ. ৭৮৬-৮০৯) হজ্জ উপলক্ষে স্বীয় ওয়াজীর ইয়াহিয়া বিন খালিদ আল বর্মকী (মৃ. ৮০৫ খৃ.) একই সাথে মদীনায় এসে "আল ওয়াকেদীকে " গাইড নির্বাচন করেন । গাইড হিসেবে আল ওয়াকেদীর কর্মতৎপরতায় সন্তুষ্ট হয়ে খলীফাহ তাকে দশ হাজার দেরহাম প্রদান করেন এবং যখন ইচ্ছা খলীফার দরবারে গমনের আদেশ দিয়ে যান । ঋণের দায়ে জর্জরিত আল ওয়াকেদী প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করে ঋণমুক্ত হন । পরবর্তীকালে স্ত্রীর পরামর্শে বাগদাদের দরবারে উপস্থিত হলে খলীফাহ তাকে বাগদাদের পূর্বাঞ্চলে কাজী পদে নিয়োগ করেন ।

---

৩৮. আবদ আল সালাম হারূন , সংক্ষিপ্ত "সীরাতু ইবনে হিশাম " এর ভূমিকা , আকরাম ফারুক অনুদিত (ঢাকা ; বাংলদেশ ইসলামিক সেন্টার , ১৯৮৮) পৃ৩-৪ ।

৩৯. তু, M.M Ali , Sirat , p.15; ইবনে নদীম আল ফিহরিস্ত (কায়রো ; আল মকতবাহ আল তেজারিয়্যাহ , হি. ১২৪৮) পৃ. ১৩৮ ।

৪০. ড. মার্সদন জোনস , মোকদ্দমাত আল তাহকীক কিতাব আল মাঘাযী লি আল ওয়াকেদী (বৈরুত : আলাম আল কুতুব , তা.নে) , ১ম খন্ড, পৃ.২৭-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াকীদীর প্রায় ২৮ টি গ্রন্থের কথা উল্লেখ আছে । তিনি তারিখ আল কবীর নামক খলীফাদের ইতিহাস রচনা করেন । তাঁর তারিখ আল কবীর এর ধারা অনুসরণে পরবর্তীতে অনেক ঐতিহাসিক বিশ্ব ইতিহাস লেখার প্রেরণা পেয়েছেন বলে মনে হয় । "কিতাব আল মাঘাযী " রাসুল (সা.) এর মাঘাযী ও সীরাত আলোচনায় এক অনন্য গ্রন্থ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। হিজরী ২০৭ / খৃ. ৮২৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন ।[৪১]

তিনি মদীনার মসজিদে বসে মাঘাযীর পঠন পাঠন করতেন । তিনি এ বিষয়ের হাদীস ও বিভিন্ন বর্ণনার সংকলন করার জন্য অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন । তিনি সাহাবা কেরাম ও শহীদদের সন্তান ও দাশদেরকে জিজ্ঞাসা করে কে , কখন, কোথায় শহীদ হয়েছেন তা জেনে নিতেন । তিনি যুদ্ধের স্থান পরিভ্রমণ করে ঘটনার বাস্তব বিবরণ দিয়েছেন ।

তাঁর বর্ণনায় হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমামদের বিধিনিষেধ থাকলেও মঘাযী ও সীরত রচনায় তিনি গ্রহণযোগ্য। এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ কিতাব আল মঘাযী । এটি ১৮৮২ সালে জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়েছে। আল তবারী ও ইবনে সাদ নিজ নিজ গ্রন্থে তাঁর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন । [৪২]

৬. ইয়াহয়িয়া বিন সাঈদ আল উমভী : ইবনে ইসহাকের সমসাময়িক জীবনচরিতবিদ হিসেবে স্বীকৃত । হিজরী ১১১/ ১১৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন । এবং হিজরী ১৯৪ সালে ইন্তেকাল করেন । তিনি মঘাযী বিষয়ক একটি গ্রন্থ কিতাব আল মঘাযী সংকলন করেছিলেন কিন্তু এর অস্তিত্ব শুধু উদ্ধৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। [৪৩]

৭. আবদাল্লাহ বিন ওয়াহব : ইবনে ইসহাকের সমকালীন আরেকজন তরুন জীবনী সাহিত্যিক । হি. ১২৫ সালে জন্ম এবং হি. ১৯৭ সালে ইন্তেকাল । তাঁরও ছিল মঘাযী বিষয়ক গ্রন্থ "কিতাব আল মঘাযী " ।[৪৪]

৮. আবদ আল রাজ্জাক বিন হাম্মাম : তার জন্ম হি, ১২৬ সালে আর ইন্তেকাল হয়েছিল হিজরী ২১১ সালে । তাঁর ও একটি গ্রন্থ ছিল কিতাব আল মঘাযী নামে । অতএব বুঝা যায় যে, ইবনে ইসহাকের সময়কালে হযরতের জীবনী কেন্দ্রিক আরবী জীবনী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশ সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ।[৪৫]

----

৪১. কার্ল ব্রোকেলম্যান , তারিখ, পৃ. ১৫-৬।

৪২. ড. আল মারসাফী, আল জামী, পৃ. ৬৯-৭০।

৪৩.. M.M Ali , Sirat , p.17

৪৪. প্রাগুক্ত।

৪৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যায়ে আরেকদল জীবনী সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে । এদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজনের জীবনী তাদের অবদান সহ উপস্থাপিত হলো ।

১. আবদ আল মালিক বিন হাশেম : আবু মুহাম্মদ আবদুল মালেক বিন হাশেম বিন আইউব আল হিময়ারী আল বসরী বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন । পরে মিসর হিয়ে ইমাম শাফেয়ী (খৃ. ৭৬৭- ৮১৯) এর সাথে মিলিত হন । অবশেষে মিসরের প্রাচীন "ফুসতাত " নগরীতে খৃ. ৮৩৮ সালের ৮ মে ইন্তিকাল করেন। তাঁর অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে" সীরাতু মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ" এর জন্য তিনি সুবিখ্যাত । এটি মূলত : ইবনে ইসহাক বিরচিত গ্রন্থ । ইবনে হিশাম এটিকে পাঠকের জন্য সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপন করেন।[৪৬] এই কার্যে তিনি ইবনে ইসহাকের ছাত্র হাফিজ আবু মহাম্মদ যিয়াদ বিন আবদ আল মালিক বিন আল তুফাইল আল বুকায়ী (মৃ. হি. ১৩০) এর নিকট হতে প্রাপ্ত একটি কপির সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

"The Edition of Ibn Hisham , Which is best known as al Sirat al Nabawiyyah , was based on a copy of the work which is received from Ibn Ishaq's immediate student , Al Bukkai (d.183 H.)"[৪৭]

প্রয়োজনীয় সমালোচনা ও স্থানে স্থানে কিছু সংযোজন সহ ইবনে হিসাম ইবনে ইসহাকের সীরাত বিষয়ক গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে অত্যধিক সংক্ষিপ্ত ও সম্পাদিত আকারে পেশ করেন ।

ইবনে হিশাম কতৃক সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত ইবনে ইসহাকের উক্ত সীরাত গ্রন্থটি" আল রাওদ আল আনফ আল বাসিম "নামে একটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন জনৈক আবদ আর রহমান বিন আবদাল্লাহ আল সুহায়লী (মৃ.হি. ৫৮১) আরেকটি ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন জনৈক আবু যর মুসআব বিন মুহাম্মদ বিন মাসউদ (মৃ. হি. ৬০৪) । উক্ত সীরত গ্রন্থটির কয়েকটি কাব্যানুবাদ এবং একাধিক ফার্সি অনুবাদ ও সম্পাদিত হয়। [৪৮]

২. মুহাম্মদ বিন সাদ : বনু হাশিমের মুক্তদাস বাগদাদের বাসিন্দা আবু আবদ আল্লাহ মুহাম্মদ বিন সাদ এর জন্ম হি, ১৬৮ সালে আর ইন্তিকাল করেন হি. ২৩০ সালে । তাঁকে আল ওয়াকেদীর লেখক উপাধীতে ভূষিত করা হয় ।

----

৪৬. কার্ল ব্রোক্যালম্যান , তারিখ, পৃ.১২।

৪৭. M.M Ali , Sirat , p.16.

৪৮. কার্ল ব্রোকেলম্যান , তারিখ, পৃ ১৩-৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি রাসুল (সা.), সাহাবা কিরাম ও তাবেয়ীদের জীবনী সম্পর্কে এমন পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার সমকক্ষ কোন পুস্তক রচিত হয়নি । তার মুল্যবান জীবন চরিত গ্রন্থ " আল তাবাকাত আল কুবরা " (الطبقات الكبرى) আট খন্ডে উপস্থাপন করেন । বিশ্বকোষধর্মী এ সীরাত গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে যথাক্রমে হযরতের জীবনী ও যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা রয়েছে । তৃতীয় খন্ডে রয়েছে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী আনসার ও মুহাজিরদের আলোচনা । চতুর্থ খন্ডে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন না করা আনসার ও মুহাজিরদের আলোচনা , পঞ্চম ও ষষ্ঠ খন্ডে রয়েছে মদীনাবাসী অনুগামী , মক্কা, তায়েফ, য়ামেন , ইয়ামামা,ও বাহরাইনে বসবাসকারী সাহাবাহ এবং কুফায় বসবাসকারী সাহাবী ও অনুগামীদের বর্ণনা । সপ্তম খন্ডে বসরা কুফায় বসবাসকারী সাহাবাদের জীবনী আলোচিত হয়েছে।[৪৯]

৩. ইবনে আবি আল দুনিয়া : এ নামে খ্যাত আবদ আল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন সুফিয়ান এর জন্ম হি. ২০৮ সালে । কার রচিত "কিতাব আল মাঘাযী " (كتاب المغازي) আমাদের হাতে পৌছেনি ।[৫০]

৪. মুহাম্মদ বিন জরীর আল তাবারী : হি. ২২৪ সালে জন্মগ্রহনকারী এ বিখ্যাত জীবনচরিতবিদ হি. ৩২০ সালে ইন্তিকালের মধ্যদিয়ে জীবন চরিত লেখকদের ধারার সমাপ্তি ঘটে । সভ্যতার অগ্রগতির সাথে আরবদের ইতিহাস চর্চা স্থান কাল অতিক্রম করে বিশ্ব ইতিহাস সৃষ্টির কাঠামোয় ইতিহাস চর্চার চরম লক্ষে পৌছে । সমস্ত হাদীসবেত্তা সর্বসম্মত ভাবে তার বিজ্ঞতা , নির্ভরযোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। এ ক্ষেত্রে তার বিখ্যাত " তারীখ আল রসুল ওয়া আল মুলক অথবা তারীখ আল উম্ম ওয়া আল মুলক তিন অথবা চার খন্ডে বিভক্ত বিশ্বকোষধর্মী রাসুল চরিত গ্রন্থধারা সমাপ্তির মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত । তাবারী তাঁর সীরাত গ্রন্থে ইতিহাস সম্পর্কে দুটি মূল চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করেছেন । প্রথমত একই রিসালাতের ফল্গুধারা যুগে যুগে প্রতিভাত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত , জাতীর ইতিহাস ও যুগের সাথে তার সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে । তিনি তাঁর গ্রন্থে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে শুরু করে প্রাচীন নবীগন ও শাসকদের ইতিহাস ছাড়াও সাসানী ও আরবদের ইতিহাস অন্তর্ভূক্ত করেছেন এবং তাঁর সময়কাল পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস আলোচনা করেছেন।

With Al Tabari the classical Phase of the Sirah /Magzi may by said to have ended ."[৫১]

---

৪৯. ড. আল মারসাফী, আল জামী, পৃ. ৭২-৭৩।

৫০. M.M Ali , Sirat , p.18.

৫১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আলোচনায় আমরা শূধু রাসুল (সা.) এর জীবন কেন্দ্রিক সূচিত আরবী জীবনী সাহিত্যের বিকাশধারার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপিত হল । এখানে মোটামুটি আব্বাসীয় আমল (খৃ. ৭৫০-১২৫৮) এর এক পর্যায় পর্যন্ত সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

আব্বাসীয় আমলে (খৃ. ৭৫০-১২৫৮) রাসুল (সা.) এর জীবন চরিত ও যুদ্ধাভিযান ছাড়াও একক ও বহু ব্যক্তির জীবন কেন্দ্রিক প্রচুর জীবন চরিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আরবী জীবনী সাহিত্যের বিকাশধারায় এ যুগের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের নামোল্লেখসহ তাঁদের রচিত ও অনুদিত কতিপয় গ্রন্থের নাম আমরা নিম্নে উপস্থাপন করছি :

১. আল আসমাঈ (হি. ২১৪/ খৃ.৮৩১) : সীরাতু আনতারাহ প্রাক ইসলামী মুআল্লাকাহ কবি গোষ্ঠির অন্যতম আনতারাহ এর জীবনকে কেন্দ্র করে বীরত্ব আর প্রেমের যে অদ্ভুদ কিংবদন্তি দানা বেঁধেছিল, তাই এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।[৫২]

২. ইবনে আল মুকফ্‌ফ (হি. ১০৬/খৃ. ৭২৪,হি. ২৪২/খৃ. ৭৫৯) : পারস্য বংশোদ্ভুত ক্ষণজন্মা এ সাহিত্যিক অনেক মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থের আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন । আরবী জীবনী সাহিত্যও তার অনুবাদের আওতায় ছিল । এ বিষয়ে তার দুটো গ্রন্থ:

ক) সিয়রু মূলক আল আযম (অনারব বাদশাহদের জীবনচরিত), গ্রন্থটি পাহলভী ভাষায় রচিত "ভুদায়নামহ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ । এটি ফিরদাউসি (খৃ. ৯৩২-১০২০) এর শাহনামার অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত ।[৫৩]

খ)" কিতাব আল তাজ ফী সীরাতি আনুশরওয়ান "[৫৪], বাদশাহ আনুশিরওয়ান (খৃ. ৫৩১-৭৯) এর জীবন চরিত সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি ও পাহলভি ভাষা হতে অনুদিত ।[৫৫]

৩. আল মাসউদী (মৃ. খৃ. ৩৪৬/ খৃ.৯৫৭) : তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন । চিন , হিন্দুস্তান , মিসর, সুদান, সিরিয়া ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন । অবশেষে মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন । তাঁর রচিত ইতিহাস ও জীবনী সংমিশ্রিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

ক) মুরূজ আল যহব, এতে হযরত উসমান এর হত্যা পর্যন্ত সাধারণ ইতিহাস ও জীবন কথা সন্নিবিষ্ট হয়েছে ।

খ) আখবার আল যমান এবং

গ)আখবার আল উম্মমিন আল আরব ওয়াল আযম।

----

৫২. আ. ত.ম. আরবী ছোটগল্প প্রসঙ্গ, পৃ. ১৯।

৫৩. আল ফাখুরী তারিখ, পৃ.৪৩৯।

৫৪. ব্রোক্যালম্যান গ্রন্থটির নাম" কিতাব আল তাজ " উল্লেখ করেছেন ।

৫৫. আল ফাখূরী, প্রাগুক্ত , পৃ. ৪৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪.ইবন আল নদীম (মৃ.হি. ৩৮৫/ খৃ. ৯৯৫) : তাঁর রচিত বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ "আল ফিহরিস্ত"এতে কবি , সাহিত্যিক, দার্শনিক , ঐতিহাসিক , ফিকাহশাস্ত্রবিদ ,ভাষাতাত্বিক ইত্যাদি শ্রেণী ও পেশার ব্যক্তিদের জীবনী সন্নিবিষ্ট রয়েছে।[৫৬]

৫.আবু মুনসুর আল সাআলাবী (মৃ. হি. ৪২৯ / খৃ. ১০৩৮) : নিশাপুরে জন্মগ্রহণকারী আবু মুনসুর আবদ আল মালিক বিন মুহাম্মদ আল সাআলাবীর আরবী জীবনী সাহিত্য ক্ষেত্রে বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে "য়াতীম আল দহর ফী গুআরা আহল আল আসর "। চার খন্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে হি. চতুর্থ শতাব্দির কবিদের জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিশেষত সিরিয়া , মিসর , মরক্কো বসরা , ইরাক , বাগদাদ প্রভৃতি দেশের কবিদের জীবনী আলাদা আলাদা অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে ।[৫৭]

৬. আবু আল ফরজ আল ইস্ফাহানী (মৃ. হি. ৩৫৬/ খৃ. ৯৬৭) : আল ইস্ফাহানী রচিত কিতাব আল আঘানী গ্রন্থে সংগীত বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও সাহিত্য সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্যিক জীবনী সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা রয়েছে । ড. ত্বহা হুসায়ন বলেন , যে কেউ উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের সাহিত্যিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করলে তার আল আঘানী অধ্যয়নই যথেষ্ট ।[৫৮]

মুসলিম স্পেনে (খৃ. ৭৫৬-১৪৬৬) জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় আরবী জীবনী সাহিত্যের চর্চা হয়েছে । এ বিষয়ে উক্ত সময়ের বিশিষ্ট কয়েকজন লেখক ও তাদের রচনা সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল । :

১) আবু আল ওয়ালিদ আবদ আল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল আযদী আল ফরদী (খৃ. ৯৬২-১০১২) :"তারিখু উলামা আল আন্দলুস " স্পেনের জ্ঞানী ব্যক্তিদের জীবন চরিত বিষয়ে এ গ্রন্থে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে ।[৫৯]

২) আবু মুযফ্ফর বিন আল আফতস (মৃ. খৃ. ১০৬৭) "তারীখু উলামা আল আন্দলুস "পঞ্চাশ খন্ডে বিভক্ত এ জীবনেতিহাস বিষয়ক গ্রন্থটিতে সমরাভিযান , জীবন চরিত ও অন্যান্য সাধারণ ঘটনাবলীর বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে ।[৬০]

----

৫৬. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৭২।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪৮।

৫৮. ড. ত্বহা হুসায়ন , হাদীস আল আরাবিআ , ২য় খন্ড (কায়রোঃ দার আল মাআরিফ , তা, নে),পৃ. ১৩-১৪ ।

৫৯. আল বুস্তানী , উদাবা আল আরব , পৃ.১৯৯।

৬০. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩) আবু আল কাশিম সায়ীদ বিন আহমদ বিন সায়ীদ (খৃ. ১০২৯-৬৯) : " তবক্বাত আল উম্ম ফী যিকরি আল উলুম আল উলুন ইনদুহম " গ্রন্থে লেখক জ্ঞানের শ্রেনী বিন্যাসের আলোকে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানীদের বিন্যস্ত স্তর উল্লেখ সহ তাদের জীবন চরিত উপস্থাপন করেছেন ।[৬১]

৪. আল ফাতহ বিন হাক্কান (মৃ. খৃ. ১১৩৪) : "কৃলায়িদ আল ইকয়ান " গ্রন্থে লেখক তার সমকালীন আমীর , উযীর , কাযী ,জ্ঞানী , সাহিত্যিক ইত্যাদি শ্রেণী ও পেশার বিশেষ ব্যক্তিদের জীবন চরিত পর্যালোচনা করত ঃ স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের অবদান উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন ।[৬২]

৫. আবু আল কাশিম খলফ বিন আবদ আল মারিক বিন বশকওয়াল আল খযরযী আল আনসারী আল কুরতুবী (খৃ. ১১০০-৮২) "আল সিলতু " দুখন্ডে বিভক্ত গ্রন্থটি মূলত : ইবন আল ফারদী বিরচিত "উলামা আল আন্দালুস " গ্রন্থের সম্পুরক বা পরিশিষ্ট স্বরূপ ।[৬৩]

৬. আবু আল হাজ্জাজ য়ূসুফ বিন মুহাম্মদ আনসারী আল বয়্যামী (খৃ. ১১৭৭-১২৫৫)" কিতাব আল আলাম বিল হুরুব আল ওয়াকি আতি ফী সদর আল ইসলাম " দু খন্ডে বিভক্ত গ্রন্থটিতে হযরত উসমানের হত্যা নিয়ে খলীফাহ হারুন আল রশিদ (খৃ.৭৮৬-৮০৯) এর সময়কাল পর্যন্ত জীবনেতিহাস সন্নিবিষ্ট হয়েছে।[৬৪]

৭.আবু আবদাল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল কুদায়ী আল মারুফ বি ইবনি আল আবার (মৃ. খৃ. ১২৫৯) : তার দুটো জীবনী ও ইতিহাস সংমিশ্রিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে :

ক) "তকমিলত আল সিলহ্ " এ গ্রন্থে লেখক স্পেনের সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী উপস্থাপন করেছেন ।

খ) আল হুল্লত আল সায়রা ফী আখবার আল মাগরিব মিন আল মায়িত আল উলা লিল হিজরত ইলা আল মায়িত আল সাবি আহ " , এ গ্রন্থে মুসা বিন নুসয়র (মৃ. হি. ৭১৬) এর সময়কাল হতে জীবনী আলোচনার সুচনা ।[৬৫]

----

৬১. প্রাগুক্ত।

৬২.আল ফাখুরী , তারীখ ,পৃ. ৮৫১।

৬৩.আল বুস্তানী, প্রাগুক্ত,পৃ. ২০০।

৬৪. প্রাগুক্ত।

৬৫. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৮. আবূ আল হসন নূর আল দীন আলী বিন মুসা বিন সায়ীদ (খৃ. ১২১৩-৭৪) : "আল মুগরিব ফী হুলা আল মাগরিব " পনের খন্ডে বিভক্ত উক্ত গ্রন্থে স্পেনের রাজন্যবর্গ , আয়ূবী বংশের শাসকগোষ্ঠী, ফাতেমীয় খিলাফতের খলিফাদের জীবনী ও ইতিহাস তুলে ধরেছেন ।[৬৬]

৯. আবু বকর মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবদ আল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহয়া বিন সয়্যিদ আল নাস (মৃ.হি. ৭৩৪) : "উয়ূন আল আসর ফী ফুনুন আল মঘাযী ওয়াল শামায়িল ওয়া আর সিয়র " গ্রন্থটি রাসুল (সা.) এর জীবনী ও সামরিক অভিযান বিষয়ে লিখিত । পরবর্তীতে গ্রন্থটি ভিন্ন নামে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হয় । নতুন নামকরণ করা হয়েছিল : " আল উয়ূন ফী তলখীসি সীরত আল আমীন ওয়া আল মামুন : ।[৬৭]

সাত.আরবী সাহিত্যের পতনযুগ

আরবী সাহিত্যের পতন যুগে (খৃ. ১২৫৮-১৭৯৮) সাহিত্যের মৌলিক শাখা প্রশাখায় উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্যকর্ম রচিত হয়নি । ফলে আরবী জীবনী সাহিত্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছাড়া তেমন কোন কর্ম সম্পাদিত হয়নি । নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা লেখকের পরিচিতি সহ সংযোজন করছি ।

১. শামস আল দীন আবু আব্বাস আহমদ বিন খাল্লিকান (খৃ. ১২১১/ ১২১২-৮২): " ওয়াফত আল আয়ান ওয়া আনবা আবনা আল যমান " দুই খন্ডে বিভক্ত এ মহামূল্যবান গ্রন্থটিতে অনুগামী (তাবিঈন) ও সাহাবাদের সামান্য কিছু জীবনী এবং জ্ঞানী ,সাহিত্যিক, রাজন্যবর্গ , নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সহ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে । উক্ত গ্রন্থে প্রত্যেকটি বিষয় সুক্ষভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে বিশেষত মৃত্যুর সন তারিখ বিধায় গ্রন্থটির নাম রাখা হয়েছে "ওয়ফিয়াত আল আয়ান" বলে । জনৈক " ইবনে শাকির আল কুতুবী"(খৃ. ১৩০৩) গ্রন্থটি "ফাওয়াত আল ওয়াফয়াত " নামে একটি পরিশিষ্ট রচনা করেছেন । হি. ৮৯৫ সালে গ্রন্থটির ফার্সি অনুবাদ এবং খৃ. ১৮৪২-৭১ সালের মধ্যে এটির ইংরেজী অনুবাদ লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছে।[৬৮]

---

৬৬. প্রাগুক্ত।

৬৭. ড. আল মারসফী , আল জামী, পৃ.৭৪-৫।

৬৮. আল বুস্তানী , উদাবা আল আরব , পৃ. ২২০ , আল ফাখুরী , তারিখ , পৃ. ৮৭৭ ; আল ইস্কান্দরী , আল মুফস্সল , পৃ.৪৯২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

২. সালাহ্ আল দীন আল সফদী (খৃ. ১২৯৭-১৩৬৩) : তাঁর রচিত "আল ওয়াফি আল ওফায়াত " পঞ্চাশ খন্ডে বিভক্ত একটি জীবনী অভিধান হিসেবে বিবেচিত হয় । এক সাথে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি কোথাও পাওয়া যাবেনা । প্যারিস , অক্সফোর্ড , মিসর , তিউনিসিয়া , আলেপ্পো ইত্যাদি স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে এ গুলো পাওয়া যায়। [৬৯]

৩. শমস আল দীন আল যাহবী (মৃ. হি. ৭৪৮) : তাঁর দুটো মূল্যবান জীবনী ও ইতিহাস সংমিশ্রিত গ্রন্থ রয়েছে । যথা:

ক."তারীখ আল ইসলাম ওয়া ওয়াফয়াত আল মাশাহীর ওয়া আল আলাম " এ গ্রন্থে একাধারে ইতিহাস ও জীবনী আলোচিত হয়েছে ।

খ. "সিয়রু আলাম আল আল নুবলা " এ গ্রন্থে শুধু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। [৭০]

৪. ইসমাঈল ইবন কসীর (খৃ. ১৩০০-৭২) : তাঁর রচিত " আল বিদায়াহ্ ওয়া আল নিহায়াহ " একটি সুপরিসর জ্ঞানকোষ । গ্রন্থটি নবী কাহিনী ও প্রাচীন জাতীর ইতিহাস দিয়ে সুচিত । অতঃপর রাসুল (স.) এর জন্ম থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত জীবন চরিত বর্ণিত হয়েছে। [৭১]

আট. আধুনিক যুগে

রেনেসাঁ যুগে (খৃ. ১৭৯৮-) আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা পত্র পুস্পে সুশোভিত হতে শুরু করে। আরবী জীবনী সাহিত্যর এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিলনা । এ সময়ে আরবী জীবনী সাহিত্যের বিকাশধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিত্বদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর নাম নিম্নে প্রদত্ব হল ।

১. আবদ আল রহমান বিন হাসান আল জবরতী (খৃ. ১৭৫৪-১৮২২) : ইথিওপিয়ার "জবরত " অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী এ ঐতিহাসিক বড় হন মিশরে । শিক্ষালাভ করেন আল আযহারে । নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর খৃ. ১৭৯৮ সালে মিসর ও নিকটপ্রাচ্য আক্রমনের তিনি নিরব সাক্ষী । মুহাম্মদ আলীর শাসনামল পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন ।

----

৬৯. প্রাগুক্ত ; আল ইস্কান্দারী , প্রাগুক্ত , পৃ. ৪৬৪ ।

৭০. ড. আল মরসফী, আল জামী , পৃ. ৯০-১ ।

৭১. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের পাশাপাশি ইতিহাস ও জীবনী সংমিশ্রিত গ্রন্থ " আজাইব আল আসার ফী আল তারাজিমি ওয়াল আখবার " রেঁনেসা যুগের আরবী জীবনী সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ বলা যেতে পারে। চার খন্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থে হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রায় চার দশকের জীবনেতিহাস সন্নিবিষ্ট হয়েছে । গ্রন্থটির রচনাশৈলী অভিনব । প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় ঘটনাবলীর দিনলিপির ন্যায় ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । শফিক বিন মনসূর , আবদ আল আযীয বিল কহীল নকুলা বিন কহীল , ইস্কন্দর বিন আমুন প্রমূখের হাতে গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ সম্পাদিত হয়ে খৃ. ১৮৮৮ সালে কায়রোয় প্রকাশিত হয়েছে । তুর্কী ভাষায় অনুদিত হয়েছে বলে জানা যায়। [৭২]

২. শিহাব আল দীন আল অলূসী আল বুগদাদী (খৃ. ১৮০২-৫৪) : বাগদাদে জন্ম গ্রহণকারী আল আলুসী ভ্রমনোপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত হলেও তাঁর " গরাইব আল ইসতিগরাব " এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম । এ গ্রন্থে মহান ব্যক্তিদের জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে । [৭৩]

৩. ইস্কান্দার আবৃকারিউস (মৃ. খৃ. ১৮৮৫) : আর্মেনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করলেও বড় হয়েছেন বৈরূতে । তার পিতার নাম য়াকুব আগা আবৃকারিউস । ইস্কন্দর ইউরোপ ও মিসর সফর করেন । অবশেষে মিসরে বসবাস করেন । তিনি ছিলেন একাধারে কবি , সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক । আরবী জীবনী সাহিত্যে তাঁর অনুপম গ্রন্থের নাম " রওদত আল আদব ফী তবকাতী শুআরা আল আরব ।" খৃ. ১৮৫৮ সালে বৈরুতে প্রকাশিত গ্রন্থটিতে আরবী বর্ণমালার আদ্যাক্ষর অনুসারে জাহেলী ও ইসলামী যুগের কবিদের জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে।[৭৪]

৪. জুরজী যায়দান (খৃ. ১৮৬১-১৯১৪) : খৃ. ১৮৬১ সালের ১৪ ডিসেম্বর বৈরূতে জন্ম গ্রহণ করেন । সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনাকালেই তিনি বিদ্যালয় ত্যাগ করে পিতার পেশায় সহায়তা করতে বাধ্য হন । এতদসত্বেও পড়াশুনার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বশতঃ যেথায় যা পেতেন গো গ্রাসে তা অধ্যয়নে ব্রতী হতেন । এক নৈশ বিদ্যালয়ে পাঁচ মাসের ও কম সময়ে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ব করেন ।
ইতোমধ্যে "জমঈয়্যত শমস আল বর " (جمعية شمس البر) এর সদস্য হয়ে পড়া শুনায় দ্বিগুণ উৎসাহ লাভ করেন । সব সময় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যয়নের আকাংখা পোষণ করতেন ।

----

৭২. যায়দান , তারীখ (৪র্থ খন্ড) , পৃ. ২৫৫-৬ ; আল ইস্কান্দারী , পৃ. ৫৮৪-৫ ; আল বুস্তানী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫।

৭৩. যায়দান , প্রাগুক্ত , পৃ. ২৫৪-৫ ; আল বুস্তানী , পৃ. ৪৪৫।

৭৪. যায়দান , পৃ. ২৫৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

খৃ. ১৮৮১ সালে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের মনস্থ করেন । মাত্র আড়াই মাস প্রস্তুতি নিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে " আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় " এর মেডিকেল বিভাগে ভর্তি হন । প্রথম বছর সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় বর্ষের সুচনাতে বিশেষ এক কারণ বশতঃ অন্যান্য সাথীদের সাথে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে ইউনানী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন । আয়ুর্বেদ বিদ্যা সমাপ্ত করে প্রায় বছর খানেক "আল যমান " পত্রিকার সম্পাদক পদে চাকুরী করেন ।

খৃ. ১৮৮৫ সালে বৈরূত সফর করেন এবং "আল মজম আল ইলমী "এর সদস্যপদ লাভ করেন । খৃ. ১৮৮৬ সালে ইংল্যান্ড গমন করেন এবং একই বছর মিসর এসে "আল মুকতাতাফ " পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে চাকুরী থেকে অব্যাহতি লাভ করেন । খৃ. ১৮৮৮ সালে উক্ত চাকুরী হতে অব্যাহতি লাভ করে স্বাধীনভাবে লেখালেখি শুরু করেন । খৃ. ১৮৮৯ সালের সালের শেষের দিকে " আল মাদরাসাহ আল আবিদিয়্যাহ আল কুবরা " (المد ر سة العبيد ية الكبرى) এর শিক্ষা বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত হয়ে প্রায়ং দু বছর চাকুরী করেন । খৃ. ১৮৯২ সালের শেষের দিকে " আল হিলাল " পত্রিকা প্রকাশিত হলে এর সম্পাদক মনোনীত হন । অবশেষে খৃ. ১৯১৪ সালে জুরজী যায়দান পরলোক গমন করেন ।

আরবী ভাষা সাহিত্য ও এতদুভয়ের ইতিহাস রচনায় জুরজী যায়দান ছিলেন সিদ্ধহস্ত । আরবী জীবনী সাহিত্যে ও তাঁর অবদান অসামান্য । আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের মোড়কে অনেক জীবনী আলোচনা করলে ও স্বতন্ত্রভাবে শুধু জীবনী বিষয়ক তার গ্রন্থ " তারাজিমু মাশাহির আল শরক " (تراجم مشا هير الشرق) আধুনিক আরবী জীবনী সাহিত্য ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে । উক্ত গ্রন্থটি সচিত্র ও দুখন্ডে বিভক্ত । [৭৫]

৫. য়াকুব সর্রূফ (খৃ. ১৮৫২- ১৯২৭) : লেবাননের এক নিভৃত পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন । পড়া লেখার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে প্রথমে আমেরিকান বিদ্যালয় এবং পরে বৈরূতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন । পড়া লেখা শেষে লেবাননের সীডন , এবং লিবিয়ার ত্রিপলীনগরীর দুটো বিদ্যালয়ের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন । খৃ. ১৮৭৬ সালে বৈরূতে "আল মুক্তাতফ " পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং খৃ. ১৮৮৮ সালে এটি মিসরে স্থানান্তরিত হলে তিনি ও এর সাথে আজীবন জড়িত থাকেন । ফলে আরব বিশ্বের চতুর্দিকে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ।

----

৭৫. যায়দান , তারীখ , পৃ. ২৮৩-৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে খৃ. ১৯২৭ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন ।

আরবী জীবনী সাহিত্যে তাঁর অমর কীর্তি " সিয়র আল আবতাল ওয়া আল উযমা ওয়া মাশাহীর আল উলামা " (سير الابطال العظماء ومشاهير العلماء) এ গ্রন্থে সমসাময়িক বিশিষ্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দ , বিখ্যাত জ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিত্বদের জীবনী উপস্থাপিত হয়েছে ।[৭৬]

৬. আল শায়খ আল খাদরী (মৃ. খৃ. ১৯২৭) : শায়খ আফীফী আল বাজুরীর সন্তান আলোচ্য শায়খ খাদরী কায়রোয় জন্ম গ্রহন করেন এবং সেখানেই বড় হন । গ্রামের মক্তবে কুরআন হিফজ করে আল আযহারে ভর্তি হন । পরে দার আল উলূমের বড় মাপের অধ্যাপক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন । আরবী জীবনী সাহিত্যে তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে ।[৭৭] এ ক্ষেত্রে তাঁর রচিত দুটো মূল্যবান গ্রন্থ হলো
১) নূর আল ইয়াকীন ফী সীরাতি সায়্যিদ আল মুরসালিন ;
২) ইতমাম আল ওয়াফা বি সীরাতি আল খুলাফা ।

৭. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল (খৃ. ১৮৮৮-১৯৫৬) : উপনিবেশিক মিসরে জন্ম গ্রহণকারী ড. মুহাম্মদ হায়কল সাংবাদিকতা ও রাজনীতির পাশাপাশি উপন্যাস ও আরবী জীবনী সাহিত্যিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত[৭৮] এখানে আমরা তাঁর জীবনী সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলীর তালিকা উপস্থাপন করছি।

ক. জ্যান জ্যাক রূশো , ১ম খন্ড (কায়রো : মতবাআ আল ওয়াযির , হি. ১৩৩৯/ খৃ. ১৯২১); দ্বিতীয় খন্ড (কায়রো মতবাআ আল তাকাদ্দুম ,১৯২৩) । গ্রন্থটিতে ফরাসী দার্শনিক জ্যান জ্যাক রূশোর (খৃ. ১৭১২-৭৮) জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে ।

খ. তরাজিম মিসরিয়্যাহ ওয়া ঘরবিয়্যাহ (মিসরীয় ও পাশ্চাত্যের জীবনী) : গ্রন্থটিতে মিসরীয় অনেক জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে । যেমন ক্লিউপেট্রা (মৃ.খৃ. পূ. ৩০), মাহমুদ ইসমাঈল পাশা (মৃ. খৃ. ১৮৯৫) , ,তওফীক পাশা (মৃ. খৃ. ১৮৯২) , মুহাম্মদ কদরী পাশা (মৃ. খৃ. ১৮৮৫), বুট্রোস পাশা ঘালী (মৃ. খৃ. ১৯১০), মুস্তফা কামিল পাশা (মৃ. খৃ. ১৯০৮), কাশিম বেক আমীন (মৃ. খৃ. ১৯০৮), মাহমুদ পাশা সুলায়মান , (মৃ. খৃ. ১৯২৯) , আবদ আল খালিক সরওয়াত পাশা (মৃ, খৃ. ১৯২৮), পাশ্চাত্যের ও বেশ কিছু জীবনী উক্ত গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে বেথ হেভেন (Beth hoven ,খৃ. ১৭০-১৮২৭) হিপোল্যাইট তীন (Hippolite taine খৃ. ১৮২৮-৯৩),উইলিয়াম সেক্সপিয়ার (W. Shakespear, খৃ. ১৫৬৪-১৬১৬) , এবং শেলী (Shelly খৃ. ১৭৯২-১৮২২) , ।
গ্রন্থটি খৃ. ১৯২৯ সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয় ।

---

৭৬. প্রাগুক্ত ।

৭৭. প্রাগুক্ত ।

৭৮. **Abu Bakar Siddique , Haykals Zaynab as the pioneering Artist Novel in Arabic ,Chittagong University Studies Arts Vol nine June 1993, p.42-67.**

Dhaka University Institutional Repository

গ. হায়াতু মুহাম্মদ : রাসুল (স.) এর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থটি ২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ সাল থেকে আরবী সাপ্তাহিক " আল সিয়াসাহ আল উসবূইয়্যাহ " তে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে খৃ. ১৯৩৫ সালে কায়রোর "মাতবাআতু মিসর " থেকে প্রকাশিত হয়।

ঘ. আল সিদ্দীকু আবূ বকর : প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থটি খৃ. ১৯৪২ সালে কায়রোয় প্রকাশিত হয় ।

ঙ. আল ফারূকু উমর : দুখন্ডে বিভক্ত দ্বিতীয় খলীফাহ হযরত উমরের এ জীবনী বিষয়ক গ্রন্থটি খৃ. ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। এ দুটি খন্ডের পৃ. সংখ্যা ২৮১ ও ৩৬৮।

চ. বয়ান আল খিলাফাত ওয়াল মুলক উসমান বিন আফ্ফান : তৃতীয় খলিফার জীবনী বিষয়ক এ গ্রন্থটি হায়কলের ইন্তেকালের পর খৃ. ১৯৬৪ সালে কায়রোয় প্রকাশিত হয়।

৮. আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ (খৃ. ১৮৮৯-১৯৬৪) : আল আক্কাদ ঔপনিবেশিক মিসরের "আসওয়ান " এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন । অসাধারণ মেধাবী আল আক্কাদ পড়া লেখায় মাধ্যমিক পর্যায়ে উপনীত হতে পারেননি । মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন । কিছুদিন সরকারী চাকুরী করে সাংবাদিকতায় মনোনিবেশ করেন ।

আল আক্কাদ আরবী সাহিত্যের সকল শাখায় দক্ষতার সাথে বিচরণ করলেও আরবী জীবনী সাহিত্যে অনবদ্য অবদান তাঁকে অমর করে রেখেছে । আরবী জীবনী সাহিত্য বিষয়ে তাঁর প্রায় ছত্রিশটি গ্রন্থ রয়েছে।[৭৯]

৯. তাহা হুসায়ন (খৃ. ১৮৮৯-১৯৭৩) : তাহা হুসায়ন ঔপনিবেশিক মিসরে নীল নদের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত "মুঘাঘহ " নামক শহরের সন্নিকটে "কীলূ" পল্লীতে খৃ. ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন । মাত্র তিন বছর বয়সে অপচিকিৎসা ও অযত্নজনিত কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায় ।[৮০] লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে তাঁকে গ্রামের "কুত্তাব "[৮১] এ ভর্তি করা হয় ।

----

৭৯. J.Brugman , An Introduction to the history of Modern Arabic literature in Egypt (Leidan : E.J. Brill, 1984), P.121-122.

৮০. ড. হমদী আল সকুত ও ড. মারসিদন জওনয , আলাম আল আদব আল মুয়াস্র ফী মিসর (কায়রো : আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয় , ১৯৭৫), পৃ. ১ ; মুহম্মদ যূসুফ কোকন , আলাম আল নসর ওয়াল শির ফী আল আসর আল আরবী আল হাদীছ , ৩য় খন্ড , (মাদ্রাজ : দার হাফিজহ, ১৯৮৪) , পৃ ২৩৩ ; ড. শওকী দয়ীফ , আল আদব আল আরবী আল মুআসির ফী মিসর , ৮ম সংস্করণ (কায়রো : দার আল মাআরিফ , ১৯৮৩) পৃ. ২৭৭ ; Pierre Cachia, Taha Hussain , His place in the Egyptain Literary Renaissance , (London , 1956) , P. 45.

৮১. কুত্তাব : মিসরের সনাতন পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়কে 'কুত্তাব ' বলা হতো । সেখানে কুরআন হিফজসহ আরবী ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়া হতো ।

Dhaka University Institutional Repository

বয়স নয় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আল কুরআন হিফজ সহ বহু গান , শোক গাঁথা , গল্প দোয়া কালাম ও অসংখ্য মরমী কবিতা মুখস্ত করেন ।[৮২] বড় ভাই " মুহাম্মদ " এর সহযোগীতায় তের বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষার্থে খৃ. ১৯০২ সালে জামি আল আযহারে ভর্তি হন । আল আযহারে তিনি আল কুরআন , আল হাদীস , ফিকাহ, যুক্তিবিদ্যা, অলংকার শাস্ত্র , সাহিত্য দর্শন , ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন ।[৮৩] পরবর্তীতে তিনি " মিসর বিশ্ববিদ্যালয় " (প্রতিষ্ঠিত ; খৃ. ১৯০৮) ভর্তি হয়ে
ذكري ابي العلاء (যকরা আলী আল আলা) শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে খৃ. ১৯১৪ সালে পি এইচ .ডি. ডিগ্রী লাভ করেন ।[৮৪] খৃ. ১৯১৬ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে ফ্রান্সে গমণ করেন । এবং ১৯১৯ সাল পর্যন্ত সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে ফরাসী ভাষায় "ইবনে খালদুন এর সমাজ দর্শন " বিষয়ে সন্দর্ভ রচনা করে খৃ. ১৯১৮ সালে আরো একটি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন । বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা , পত্রিকা সম্পাদনা , রাজনীতি ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ ইত্যাদি সম্মানজনক পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন ।

সাহিত্যিক জীবনে তাহা হুসায়ন কবি , বাগ্মী , সমালোচক , উপন্যাসিক , ঐতিহাসিক , দার্শনিক ইত্যাদি অসংখ্য গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

আরবী জীবনী সাহিত্যে তাঁর অমর গ্রন্থ " আলা হামিশ আল সীরাহ " এক অনুপম সংযোজন হিসেবে বিবেচিত । তিন খন্ডে বিভক্ত গ্রন্থটি খৃ. ১৯৩৩, ৩৭, ৪৬ সালে প্রকাশিত হয় । খৃ. ১৯৪৫ সালে এ গ্রন্থের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার , খৃ. ১৯৪৯ সালে সাহিত্য পুরস্কার এবং খৃ. ১৯৫৮ সালে "রাষ্ট্রীয় স্কলার " পুরস্কারে ভূষিত হন ।[৮৫]

১০. তওফিক আল হাকিম : (খৃ. ১৮৯৮-১৯৮৭) আরবী কথা সাহিত্যের কিংবদন্তিও নায়ক তওফিক আল হাকিম খৃ. ১৮৯৮ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় বুহায়রা অঞ্চলে "দলনজাত " গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পিতার নাম ইসমাঈল আল হাকীম । তওফিকের মা ছিলেন তুর্কী বংশদ্ভুত। সাত অথবা আট বছর বয়সে তাঁকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় । প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হলে তওফিককে মাধ্যমিক শিক্ষার্জনের জন্য কায়রোয় পাঠানো হয় । খৃ. ১৯২৪ সালে তওফিক আইন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে
উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্যারিসে গমন করেন । সাহিত্য জগতের প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে তাঁর পি এইচ . ডি ডিগ্রি লাভ করা সম্ভব হয়নি । খৃ. ১৯২৮ সালে দেশে ফিরে এসে বিচার বিভাগে উকিল পদে চাকুরিতে যোগদান করেন । খৃ. ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । খৃ. ১৯৪৩ সালে সব ছেড়ে তিনি সাহিত্য জগতে অনুপ্রবেশ করেন ।[৮৬]

----

৮২. তাহা হুসায়ন , আল আয়্যাম , ১ম খন্ড , ৫২ সংস্করণ (মিসর : দার আর মাআরিফ , ১৯৭১), পৃ. ২৭ ।

৮৩. আল আয়্যাম , ৩য় খন্ড (১৯৭৩) পৃ. ৬০-৬১ ।

৮৪. আনওয়ার আল জুনদি , তাহা হুসায়নঃ হায়াতুহু ওয়া ফিকরুহু ফী মীযান আল ইসলাম , ২য় সংস্করণ , (কায়রো : দার আল ইতিসাম , ১৯৭৭) , পৃ. ২২ ।

৮৫. তু . সকুত ও জওনয , পৃ. ১৬ ; শওকী দায়ীফ , প্রাগুক্ত , পৃ. ২৮৪ ।

৮৬. শওকী দায়ীফ , প্রাগুক্ত , পৃ. ২৮৮-৯৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

আজীবন সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন তওফিক আরবী কথা সাহিত্যে কিংবদন্তীর নায়কে পরিনত হয় ।বিশেষত : আরবী নাট্য জগতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিরোধ্য । আরবী সাহিত্যে তাঁর নাট্যরূপে রচিত “মুহম্মদ” গ্রন্থটি সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । কুরআন ও হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে সংলাপের মাধ্যমে তিনি পাঠক সম্মুখে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবনী উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন । নাটকটি মঞ্চায়ন ও চলচিত্রায়নের উদ্যোগে মুসলিম রক্ষণশীল সমাজে স্পর্শকাতর চরিত্র অভিনয় করা নিয়ে আপত্তি উঠে ।

তওফীক নিজে ও বিষয়টি এ বলে নাকচ করে দেন যে , নাটক লিখলেই তা অভিনীত হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই বরং সংলাপের মাধ্যমে সহজ ও সাবলীলভাবে চরিত্র উপস্থাপনই নাটকের উদ্দেশ্য । যীশুর জীবন ভিত্তিক নাটক যেমন খৃষ্টান জগতে জনপ্রিয় হয়েছে , তেমনি মুহাম্মদ নাটকও মহানবী (সা.) এর জীবনী প্রচারে সহায়ক হবে । এ গ্রন্থটির বংগানুবাদ হয়েছে খৃ. ১৯৯৭ সালে । অনুবাদক ভূমিকায় বলেছেন : প্রচলিত পরিভাষায় কোন জীবনী গ্রন্থ নয় , আবার গতানুগতিক পদ্ধতিতে এটা কোন নাট্যমঞ্চের নাটকও নয় । এটি হচ্ছে এক অনুপম শিল্পকর্ম । এ শিল্পকর্মের মুখ্য চরিত্র হচ্ছেন মুহাম্মদ (সা.) , যিনি একজন মানুষ , একজন নবী , সর্বোপরি মানব জাতির এক সর্বোত্তম আদর্শ ।

এ অনবদ্য সৃষ্টির উপর ভিত্তি করেই হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক মুস্তফা আক্কাদ তৈরী করেন ইতিহাস ভিত্তিক সেরা ছবি “ম্যাসেজ” । খৃ. ১৯৪২ সালে কলিকাতার দৈনিক হিন্দ পত্রিকার লেখক মালিহ আবাদী এই আরবী বইটি উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেছেন । উক্ত গ্রন্থের প্রতিটি কথাই নির্ভরযোগ্য হাদীস ও বিশ্বস্ত ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়েছে । তাই এটি একদিকে যেমন শিল্পকর্ম তেমনি এটি একটি বিশ্বস্ত সীরাত গ্রন্থও বটে । নাটকটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে ছত্রিশটি দৃশ্য , দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশটি দৃশ্য এবং শেষ অধ্যায়ে আটটি দৃশ্য নিয়ে নাটকটি সাজানো হয়েছে । বাংলায় নাটকটি অনুবাদ করেছেন কথা সাহিত্যিক খাদিজা আক্তার রেজায়ী ।[৮৭]

১১. নজীব মাহফূজ (খৃ. ১৯১১/ ১৯১২ ...) : মিসরের রাজধানী কায়রোর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ পুরাতন সুরিজীর এলাকায় আল জামালিয়্যাহ হতে এক নিম্নমধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে নজিব মাহফূজ জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পুরোনাম নজিব মাহফূজ আবদ আল আযীয । তাঁর পিতা মাহফুজ একজন নিম্নপদস্ত সরকারী কর্মচারী ছিলেন । পিতা মাতা তিন ভাই ও চার বোন সহ নজীবের পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল নয় । নজিবের মাতা ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা মাত্র চার বছর বয়সে নজীব জামালিয়্যাহ এলাকার আল শায়খ বুহায়রা নামক প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন । কিন্তু ভর্তি হওয়ার দুবছর পর তিনি পরিবারের সাথে “ আব্বাসীয় ” এলাকায় চলে আসেন । শৈশবে নজিব এক প্রকার মৃগি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন , তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় খৃ. ১৯২৫ সালে ।

---

৮৭. তু তওফিক আল হাকিম , মুহাম্মদ , কায়রো , খৃ. ১৯৩৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

খৃ. ১৯৫৪ সালে " আতিয়্যাহ আল্লাহ " নাম্নি এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সাথে নজীবের বিয়ে হয় । তিনি ফাতিমা ও উম্মু কুলসুম নাম্নি দু কন্যা সন্তানের জনক। উল্লেখ্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হয়ে ইতিহাস , আরবী ভাষা সাহিত্য এবং বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রে অধিক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন । অতঃপর তিনি ফুয়াদ আল আওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমান কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়) কলা অনুষদের দর্শন বিভাগে ভর্তি হন ।

খৃ. ১৯৩৪ সালে দর্শন শাস্ত্রে কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর স্নাতকোত্তর ক্লাসে ভর্তি হন এবং এক বছর যাবৎ মুসলিম দর্শনের " নন্দন তত্ত্ব বিষয়ে এম . এ শ্রেণীতে থিসিস করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত খৃ. ১৯৩৬ সালে উচ্চ শিক্ষা ত্যাগ করে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন । সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্য থেকে নজীব শুধু কথা সাহিত্যকেই বেছে নেন । খৃ. ১৯৮৮ সালে তাঁর কথা সাহিত্য করে ত্রয়ী উপন্যাস সহ "যুকাক আল মিদাক " ও "সরুসর ফাওক আল নীল " উপন্যাসের জন্য সুইডিস একাডেমী কর্তৃক আরবী সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন । [৮৮]

আরবী জীবনী সাহিত্যে সাম্প্রতিকতম অনুপম সংযোজন নজীব মাহফুজ রচিত রাসুল (সা.) এর জীবনী ভিত্তিক উপন্যাস "আওলাদ হারিতনা "। জীবন ভিত্তিক এ উপন্যাসটি দৈনিক "আল আহরাম " পত্রিকায় ২১ সেপ্টেম্বর , খৃ. ১৯৫৯ থেকে ২৫ ডিসেম্বর খৃ. ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় । এটি বই আকারে খৃ. ১৯৬৭ সালে বৈরুতে প্রকাশিত হয়। [৮৯]

পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই রূপক জীবনী ভিত্তিক উপন্যাসটির প্রতিটি অধ্যায়ে "জাবলাভী " নামক একজন সাধারন পূর্বপুরুষের বংশধরদের বিভিন্ন প্রজন্মের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । কাহিনীটি প্লট ইসলাম , খৃষ্টান ও ইয়াহুদী ধর্মের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে নিদ্দিষ্ট ঘটনাবলীর আলোকে উপস্থাপিত । কয়েকটি চরিত্রের নামের উচ্চারণও বানানগত সাদৃশ্য কতিপয় ঐতিহাসিক চরিত্রের আদিরূপকে স্মরণ করিয়ে দেয় । যেমন "আদহম "শব্দটি আদমকে , "জাবাল" (পাহাড়) শব্দটি সম্ভবত : সিনাই পর্বত অথবা হযরত মূসাকে স্মরণ করিয়ে দেয় । " রিফাআ" (উর্ধ্বে উঠানো) হযরত ঈসা কে উপরে উঠানো এবং "আরফাত" (জানা) বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকে স্মরণ করিয়ে দেয় । উপন্যাসটি সমসাময়িক ব্যক্তি চরিত্রের একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেছে। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু হল , মানব জাতীকে পাপাচার ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তিনজন মহানবী পাঠিয়েছেন । প্রথম হলেন "জবল " অর্থাৎ হযরত মূসা, (আ.) দ্বিতীয় হলেন " রিফাআ "অর্থাৎ ঈসা (আ.) এবং সর্বশেষ হলেন "কাশিম" অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাদের পরে যাদুকর আরফাত অর্থাৎ বিজ্ঞানের আগমন ঘটে । তবে তা মানুষের কল্যানে ব্যবহার হয়নি । [৯০]

----

৮৮. দ্র . মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক , "নজীব মাহফূয ও আরবী কথা সাহিত্য ," সাহিত্য পত্রিকা , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , বত্রিশ বর্ষ ,তৃতীয় সংখ্যা , জুন, ১৯৮৯, পৃ. ১৫৬-৭৯ ।

৮৯. Antonie wessels , A modern Arabic Biography of Muhammad (Leiden : E.J.Brill. 1972). P. 24.

৯০. "নজীব মাহফূয ও আরবী কথা সাহিত্য" , পৃ. ২০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

১২. ড. শওকী দয়ীফ (খৃ. ১৯১০) : জানুয়ারী ১৩, খৃ. ১৯১০ সালে মিশরের " আওলাদ হাম্মাম " নামক পল্লীতে জন্মগ্রহন করেন ।[৯১] তাঁর পূর্ণ নাম أحمد شوقي عبد السلام ضيف (আহমদ শাওকী আবদ আল সালাম দয়ীফ)। পরবর্তীকালে লেখক হিসেবে শুধু শওকী দয়ীফ নাম ব্যবহার করতে থাকেন । ছয় বছর বয়সে গ্রামের মক্তবে তার লেখা পড়া শুরু হয় । নয় বছর বয়সে তাঁর পিতা পরিবার পরিজন নিয়ে দিময়াত প্রদেশে এসে বসতি স্থাপন করেন । এখানে তিনি কুরআন হিফয করেন । খৃ. ১৯২০ সালে " আল মাহদ আল দীনী " তে ভর্তি করে দেয়া হয় । খৃ. ১৯২৬/২৭ সালে যকাযিক অঞ্চলে একই প্রকৃতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন । খৃ. ১৯২৮/২৯ সালে দার আল উলূম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন । খৃ. ১৯৩০/৩১ সালে "জামিয়া ফুয়াদ " যা বর্তমানে জামেয়া আল কাহেরা (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়) হিসেবে পরিচিত সেখানে আল আদব (সাহিত্য) অনুষদের অধীনে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ভর্তি হয়ে খৃ. ১৯৩৫ সালে ২৬ বছর বয়সে তিনি সার্টিফিকেট অর্জন করেন । খৃ. ১৯৩৮/৩৯ সালে "আল নকদ আল আদবী ফি কিতাব আল আঘানী লি আবী আল ফরজ আল ইস্পাহানী " শীর্ষক অভিসন্দর্ভসহ খৃ. ১৯১৩ সালে এম .এ ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে"আল শির আল আব্বাসী ফী আল কুরন রাবী আল হিজরী " শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পি এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন।[৯২]

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হতে লীসান্স ডিগ্রী অর্জনের পরই শওকী দয়ীফ করনিক হিসেবে মজম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ তে চাকুরী নেন । পি এইচ. ডি ডিগ্রী লাভের পর খৃ. ১৯৪২ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য অনুষদাধীন আরবী ভাষা বিভাগে শিক্ষক নিয়োজিত হন । খৃ. ১৯৮৬ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন। দু সন্তানের জনক ড. শওকী দয়ীফ আরবী সাহিত্য ও সমালোচনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীর গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন ।[৯৩]

আধুনিক আরবী সাহিত্যেও তাঁর মূল্যবান অবদান রয়েছে । সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি এ ক্ষেত্রে তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থ হল :

ক. আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ : আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান রূপকার আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ এর জীবন ও কর্মকে ভিত্তি করে উক্ত গ্রন্থটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে জীবনী , দ্বিতীয় অধ্যায়ে গদ্য লেখক হিসেবে মূল্যায়ন , তৃতীয় অধ্যায়ে সাহিত্য সমালোচক হিসেবে পর্যালোচনা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কবি হিসেবে তার অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার বিষয়ের অবতারনা করা হয়েছে । গ্রন্থটি দার আল মাআরিফ থেকে খৃ. ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত ।

---

৯১. শওকী দয়ীফ , মযী (কায়রো : দার আল মাআরিফ , ১৯৮৫), ২য় মুদ্রণ , ১ম খন্ড , পৃ.১৩ ; ড. ত্বহা ওয়াদি , শওকী দয়ীফ সীরত ওয়া তাহিয়্যাহ (কায়রো দার আল মাআরিফ , ১৯৯২), পৃ. ৯।

৯২. মুহাম্মদ রুহুল আমিন ," শওকী দয়ীফ ওয়া আসারুহু " পি এইচ . ডি লাভের নিমিত্ত আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ (অপ্রকাশিত) পৃ. ১-৬।

৯৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

খ. আল বারুদী রায়েদ আল শীর আল হাদীস : আরবী কবিতার প্রবর্তক মাহমুদ সামী আল বারুদীর জীবন ও কর্ম ভিত্তিক এ গ্রন্থটি চার অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে আল বারুদীর সমকাল , দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর জীবনী , তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর কাব্য প্রভাব এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর কাব্য নাটক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । [৯৪]

১৩. আবদ আল রহমান আল শরকাভী : মিসরের বিখ্যাত উপন্যাসিক আল শরকাভী খৃ. ১৯৫৩ সালে তাঁর বিখ্যাত সীরত গ্রন্থ "মুহাম্মদ রাসূল আল হুররিয়্যাহ " গ্রন্থটি রচনায় হাত দেন । খৃ. ১৯৬২ সালে কায়রোয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । [৯৫]

১৪. ফতহী রিদওয়ান : মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক খৃ. ১৯৫২ সালের প্রথম বিপ্লবী নাসের সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফতহী রিদওয়ান সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পাশাপাশি জীবনী সাহিত্যে ও কার্যকর অবদান রেখেছেন । এ ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে "আল মহাত্মাগান্ধী " , মুহাম্মদ আলাইহি আল সালাম , মুহাম্মদ আল সাঈদ আল আযম , দীভালীরা , মূসূলীনী , মুস্তফা কামিল । [৯৬]

১৫. মাহমুদ শলবী : ফতহী রিদওয়ানের সমসাময়িক মাহমুদ শলবী রচিত " ইশতিরাকিয়্যাতু মুহাম্মদ " নামক গ্রন্থটি ও আধুনিক আরবী জীবনী সাহিত্যের অন্যতম বিশেষ সংযোজন । [৯৭]

১৬. খালিদ মুহাম্মদ খালিদ : খৃ. ১৫০ সালে মুহাম্মদ খালিদ রচিত "ইনসানিয়্যাতু মুহাম্মদ " (মুহাম্মদের মানবতা) শীর্ষক জীবনচরিত গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । [৯৮]

১৭. নজমী লূক্বা : খৃ. ১৯৫৯ সালে নজমী লূকা " মুহাম্মদ আল রিসালাহ ওয়া আল রাসুল " শীর্ষক জীবন চরিত গ্রন্থটি রচনা করেন । লূকা খ্রীষ্টান ধর্মালম্বী । আলোচ্য গ্রন্থে তিনি তাঁর জন্মস্থান সুইজারল্যান্ডে অর্জিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন । [৯৯]

---

৯৪. ড. শওকী দয়ীফ , মআ আল আক্কাদ ।

৯৫. Antonie wessels , A Modern Arabic Biography ,পৃ. ১৯-২৪ ।

৯৬. প্রাগুক্ত ।

৯৭. প্রাগুক্ত ।

৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১ ।

৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-২ ।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁর যুগে জীবনী লেখকগন জীবন চরিত লেখার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ফলে এক্ষেত্রে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । নিম্নে আমরা এ বিষয়ে পূর্বোক্ত বিখ্যাত গ্রন্থগুলো ছাড়াও আরো কতিপয় গ্রন্থের তালিকা গ্রন্থকারের নাম সহ উল্লেখ করছি ।[১০০]

গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম
১. আবদ আল লতীফ হামযাহ	ইবন আল মুকাফফ
২. উমর ফররূখ	আবু সওয়াস
৩. আবদ আল জব্বার জমরূদ	আল আসমাঈ
৪. ইহসান আব্বাস	আল হাসান আল বসরী
৫. মী যিয়াদহ	বাহিসত আল বাদিয়হ
৬. মুহাম্মদ আলী মুসা	আমীন আর রায়হানী
৭.শফীক জবরী	আল যাহিয
৮.কমাল ইয়াযযী	ইবরাহীম আল হাওয়ারন
৯.আলী আদহম	খলীল মুতরান
১০.সামী আল দহান	শকীব আরসালান
১১.মুহম্মদ আহমদ খলফ আল্লাহ	সাহিব আল অঘানী
১২. জিবরাঈল জবুর	উমর ইবনে আবি রাবিয়াহ
১৩. মারূন আরূদ	ফারিস আল সিদয়াক
১৪. আহমদ খানী	কাশেম আমিন
১৫. আমীন আল খুলী	মালিক ইবনে আনাস
১৬. উসমান আমিন	মুহাম্মদ আবদুহু
১৭. শফীক গিরবাল	মুহাম্মদ আলী
১৮. ইলিয়াস যাখুরহ	মিরআত আল আস্বর ফী তারাজীম বিরাত আল খুদুর ।
১৯.যয়নব ফুয়ায. (মৃ .খৃ. ১৯১৪)	আল দুর আল মনসুর ফী তারাজীম বিরাত আল খুদুর ।
২০. আবদুল হাই আল লকনুভী	আল ফাওয়ায়েদ আল বহিয়্যহ ফী তারাজীম আল হানাফিয়্যাহ ।
২১. হুসায়ন ইবন আবদ আল লতিফ আল দিসশবী (মৃ. ১৮০১)	আল মাওয়াহিব আল ইহসানিয়্যাহ ফী তরজমাত আল ফারুক ।

----

১০০. দ্র আনীস আল মাকদিসী , আল ফুনুন আল আদাবিয়্যাহ ওয়া আলামুহা , পৃ. ৫৫৫; যয়দান , তারীখ , (৪র্থ খন্ড) , পৃ. ২৫১-৮৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, সীরাত শাস্ত্রের চর্চা মহানবী (স.) এর জীবদ্দশায় শুরু হয়েছিল । যদিও তখন তা অলিখিত ছিল রাসুলুল্লাহ (স.) এর ইন্তেকালের পর ইসলামী চিন্তাবীদদের বহুমুখী প্রচেষ্টায় ইলমুস সীরহ এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে । পরবর্তীতে তাদের পথ ধরে ইংরেজী , উর্দু ও বাংলা ভাষায় অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ রচনা করে ইলমুস সীরাহ এর প্রসার ঘটিয়েছেন আধুনিক জীবনী লেখকগণ। এমনিভাবে যুগে যুগে সীরাত শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং বর্তমান পর্যায়ে উপনিত হয়েছে। মোটকথা , মহানবীর (স.) জীবন চরিত এক মহাসমুদ্রের ন্যায় ও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অকূল পাথার । তাই এ বর্ণনা যতই করা হতে থাকবে , ততই জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হবে । তবু সীরাত আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটবে না ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

"হায়াতু মুহাম্মদ" এর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

ভূমিকা

যুগে যুগে মানুষ এ পৃথিবীতে পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়েছে । পথভ্রষ্ট মানবতাকে আলোর পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত হয়েছেন অগণিত নবী ও রাসুল । যাদের সংস্কারমূলক শিক্ষার আলোকে মানব জাতি জমাটবাঁধা অন্ধকারে আলোর দিশা পেয়েছে ইতিহাসে তাঁদের অমর কৃতিত্ব বিদ্যমান । তন্মধ্যে আদর্শ মহামানব হিসেবে যাঁকে সর্বোচ্চে স্থান দেওয়া হয় যিনি পৃথিবীর সমাজ সংস্কারক,অর্থনীতিবিদ,সমরনায়ক ও রাষ্ট্রনায়কের কাছে অনুকরনীয় , অনুসরণীয় এবং অনুপম উপমা আদর্শে ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ; তিনি হলেন মহান আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।

রচনার ক্ষেত্রে নীতি অবলম্বন

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যের এক অনন্য প্রতিভা হিসেবে বিবেচিত । প্রথম আধুনিক আরবী উপন্যাস যয়নবের রচায়িতা হিসেবে তাঁর যেমন খ্যাতি রয়েছে অনুরূপ আরবী সাংবাদিকতা ও জীবনী সাহিত্যে ও ভ্রমণোপন্যাস রচনাকারী হিসেবেও তাঁর সুনামের কমতি নেই । আর এই সুনাম সুখ্যাতির অন্যতম প্রধান কারণ তাঁর সহজ সরল ও অকৃত্তিম রচনাশৈলী । [১]

----

১. রচনাশৈলী : আরবী ও ইংরেজী ভাষায় "রচনাশৈলী " এর প্রতিশব্দ যথাক্রমে " আল উসলূব (الأسلوب) ও Style । আরবী আল উসলূব শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন : বৃক্ষরাজীর মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া , দিগন্ত প্রসারিত রাস্তা , শিল্প , কলা ,মুখাবয়ব , রাস্তা বা পদ্ধতি , নাকের ছিদ্র , মতাদর্শ , সিংহের ঘাড় ইত্যাদি । আহমদ আল শায়িব , আল উসলূব (মিশর : মকতবহ আল নাহদাহ , খৃ. ১৯৮৮) ৮ম সংস্করণ পৃ. ৫৪ ।

*পারিভাষিক অর্থে " আল উসলূব " সে কথনরীতি বা শৈলীকে বুঝায় যা বক্তা তাঁর বক্তব্যে বা কথায় বা শব্দ চয়নে অনুসরণ করে । আবদ আল আযিয আল যুরকানী মনাহিল আল ইরফান , ২য় খন্ড , (মিসর দার ইহয়িয়া আল কুতুব , তা. বি) পৃ. ৩০২-৩০৩ ।

* "আল উসলূব " বলতে সাধারণতঃ শব্দ ও বাক্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালার পাশাপাশি বক্তা বা লেখকের মন মন্দিরে লুক্কায়িত সংশ্লিষ্ট ভাবরাশিকে ও বুঝায় । এটিকে বলা হয় " আল উসলূব আল মা'নভী " এ ছাড়াও "আল উসলূব " বা রচনাশৈলী দ্বারা রুচি বা আস্বাদকে ও নির্দেশ করা হয়ে থাকে । ড. মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক , আরবী সাহিত্য সমালোচনা (ঢাকা : সুলতানা প্রকাশনী , খৃ. ১৯৮৯) পৃ. ৯৮ ।

* আল উসলূব বা রচনাশৈলী সাধারণতঃ দু প্রকার : আল ইসলূব আল আদবী (সাহিত্য বিষয়ক শৈলী) , আল উসলূব আল ইলমী (তাত্ত্বিক শৈলী) ।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা তাঁর রচনাশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করছি। যা বিশেষতঃ তাঁর সাহিত্যকর্মে ও সাংবাদিকতায় পরিদৃষ্ট হয় ।

১. প্রকাশ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে বিশদ বিবরণ (التفصيل فى التصوير والتعبير):

ড. হায়কলের সাংবাদিকতা ও সাহিত্য শৈলীতে প্রতিকৃতি চিত্রণের এ গুণটি তাঁর গল্প ও প্রবন্ধে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে হায়কল বিষয়বস্তুর স্থান ও কালের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েই তাঁর প্রবন্ধের সূচনা করেন । " আশরাতু আয়্যাম ফী সুদান " গ্রন্থে তাঁর কায়রো থেকে খার্তূম সফরকালে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি স্থানান্তরের যে সকল অসুবিধার সম্মুখিন হয়েছিলেন এবং প্রথম দর্শনে খরতুম সম্পর্কে অর্জিত অনুভূতি বর্ণনায় উক্ত শৈলীটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে । তাঁর ভাষায় :[২]

لقد روي المحد ثون كثيرا من الرويا ت عن الخر طوم و جعلو منها مد ينة غر يبة بحتة فشو ا ر عها متسعة يز يد بعضها علي الخمسين مترا ز ومبا ينها منتظمة تمام الا نتظام وفيها الميا ه جا رية في كل المنا زل ,وفيها نور الكهربا ء يضي شو ر عها ومنا ز لها وهذه التفاصيل عن صورة هذه المد ينة التي اشتق إ سمها من صورة النيل الأرزق .... الملتوي التوا ء خر طوم النيل تترك في ذهن القا رى محلا لمقا رنا ت كثيرة فهذه الشوارع الواسعة و هذه الأنوار الكهر با ئية وهذا الما ء الجا ري أقرب ما يكون إلي صور مدن الحيا ة في أوربا-

২. প্রকৃত বিবরণ (صفة الوا قعية) :

ড. হায়কল প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে এ শৈলী পুরোপুরি ব্যবহার করতেন । বিশেষতঃ দৈনন্দিন আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা প্রদানের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যত্যয় হতো না ।[৩]

৩. যৌক্তিক চিন্তার প্রসার (شيو ع التفكر المنطقي) :

এ বিষয়ে ড. হায়কলের মিল রয়েছে তাঁর শিক্ষক আহমদ লুৎফী আল সৈয়দ (খৃ. ১৯৭২-১৯৬৪) এর সাথে । লুৎফী তাঁর সাংবাদিকতা শৈলীতে অধিক পরিমাণে দর্শন ও তর্কশাস্ত্রীয় শব্দাবলী ব্যবহার করতেন। অবশ্য ড. হায়কল প্রকাশরীতির চেয়ে চিন্তা চেতনায় তুলনামূলকভাবে অধিক যুক্তিনির্ভর ছিলেন ।[৪]

---

২. ড. শরফ , ফন্ন আল মকাল, পৃ. ৩১১।

৩. প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১২।

৪. তু . প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৪-৬ ; ড. হামযাহ ও ড. শরফ , আদব আল মকালঅহ , পৃ. ৩০১-৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সংক্ষেপন (صفة الإ يجاز) :

ড. হায়কল কখনো দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করতেন না এবং শব্দের বিভিন্নতা ও প্রকাশরীতির প্রভেদের মাধ্যমে অর্থেরও দ্বিরোক্তি করতেন না । ফলে তাঁর প্রবন্ধ দীর্ঘ আর হ্রস্ব, তাতে কিন্তু সংক্ষেপণ গুণটি থাকতই। তাঁর নীতি ছিল "অল্পকথা বেশী অর্থ " । প্রবন্ধে তাঁর ব্যবহৃত বাক্যগুলো হতো হ্রস্ব । স্বভাবতঃই বাক্য গুলো হতো স্বল্প শব্দে ।[৫]

৫. অপরিচিত ও স্থুলকায় শব্দমুক্ত ও সহজতা (صفة السهولة والبعد من الأ لفاظ الضخمة أو -غير المأ لو فة) :

ড. হায়কল প্রবন্ধ রচনার বেলায় সর্বদা সহজ শব্দ ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

অপরিচিত অথবা স্থুলকায় শব্দ পরিহার করেছেন । ফলে তিনি তাঁর ও পাঠকের মাঝে প্রীতি ও প্রেমের সেতু বন্ধন রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন ।[৬]

৬. শব্দালংকারের বন্ধন মুক্ত (التحرير من قيود الز ينة اللفظية) :

ড. হায়কলের রচনাশৈলীর সহজতার আরেকটি দিক । তিনি সমসাময়িক লিখক মুস্তফা সাদিক আল রাফিয়ী (খৃ. ১৮৮০- ১৯৩৭) এর কঠোর সমালোচনা করেছেন এ জন্যে যে, তিনি তাঁর "তারীখু আদব আল আরব " গ্রন্থে অসুন্দর ও স্থুল শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৭]

৭. হায়কলের অর্থের প্রতি মনোযোগ ও বিশেষ পন্থায় অন্তরে এর বিন্যাস (هيكل با المعا ني و ترتيبه إياها في ذهنه بطر يقة خا صة) :

ড. হায়কল তাঁর রচনায় শব্দের চেয়ে অর্থের প্রতিই বেশী মনোযোগী এবং তিনি এটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অন্তরে পূর্ব হতেই বিন্যস্ত করে রাখেন ।[৮]

----

৫. ড. মরফ , প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৬-৭।

৬. প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৭-৮।

৭. প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৮-৯।

৮. প্রাগুক্ত , পৃ. ৩১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

৮. বাক্যে মিসরীয় আঞ্চলিক শব্দের প্রাধান্য (إيثار التراكيب المصرية با لا ستعما ل) :

ড. হায়কল কখনো কখনো তাঁর রচনায় মিশরীয় আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেন । নিম্নে আমরা এ ধরণের দুটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি :

فلما وصلت الجرائد من انكلترا متر عة با لأخبا ر عنه تكر مت وزارة الأشغا ل المصر
ما أنسي يومالعلقة ....ية فأ صدرت بلا غا تا فها مبهما لا تقف منه علي شي
أذكر ها اليوم وقد مضت عليها سنون فتعروني هذه الخوف كنا أذا ذاك يوم السوق ,المليحة
وكان من عادتي أن احضر لسيد نا نصف بريزة من أبي كل سوق............

উক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ের প্রথমটিতে " تكرمت " এবং দ্বিতীয়টিতে " العلقة المليحة " ও " نصف بر يزة " মিসরীয় আঞ্চলিক শব্দ। অনুরূপভাবে "যয়নব " উপন্যাস আঞ্চলিক শব্দে ভরপুর ।[৯]

৯. অনুসন্ধানী পদ্ধতি / রীতি (الأسلوب الا ستقصائ) :

ড. হায়কল যে কোন মতবাদ অথবা বিষয়বস্তু এবং কোন জীবনী রচনার ক্ষেত্রে সর্বদাই অনুসন্ধানী রীতি অনুসরন করেন ।[১০]

১০. উপক্রমনিকার আধিক্য (الإ كثار من المقد مات) :

এ শৈলিটি ড. হায়কলের অনুসন্ধানী রীতি ও যুক্তিশাস্ত্রীয় শৈলীর সমগোত্রীয় । এটি তাঁর সামাজিক , সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীতে দেখতে পাওয়া যায় । আমরা মনে করি এ গুণটি তাঁর লেখায় পরিদৃষ্ট হবার পেছনে যে কারণটি কার্যকর তা হচ্ছে, তাঁর আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষালাভ , আইন ব্যবসা এবং রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ । আইনজীবি যেভাবে কার্যকারণ উল্লেখ ও ভূমিকা ব্যতীত অভীষ্ট লক্ষে পৌছতে সক্ষম হয়না অনুরূপ হায়কলও তাঁর কোন কোন রচনায় অধিক ভূমিকার মাধ্যমে কেবল তার কাংখিত বক্তব্যটি উপস্থাপনে সক্ষম হন ।[১১]

----

৯. প্রাগুক্ত , পৃ. ৩২১ ।

১০. প্রাগুক্ত , পৃ. ৩২২ ।

১১. প্রাগুক্ত , পৃ. ৩২৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

১১.প্রসঙ্গ ছেড়ে ভিন্ন কিছু নিয়ে আলোচনা করা (صفة الاستطراد) :

এটি ড. হায়কলের একান্তই সাংবাদিকতা শৈলীর অন্তর্গত ।[১২]

১২. প্রবর্তীত শৈলী বা বানানো রীতি (الأسلوب الموضوعي) :

উপরোল্লিখিত অন্যান্য শৈলীগুলোর মূল বা উৎস হচ্ছে এ " আল উসলূব আল মওদু'য়ী " যার মাধ্যমে ড. হায়কল সমসাময়িক অন্যান্য সকল সংবাদপত্রসেবীর মধ্যে স্বতন্ত্র অবস্থান দখল করে আছেন । এটি এমন একটি শৈলী যা কিনা উপস্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে । এভাবে যে হায়কল তাঁর বিষয়বস্তুর চিন্তাভাবনা একটি এমন কাঠামোয় ঢেলে দেন যা লেখকের জন্য অনেক পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সংরক্ষন করে রেখেছে । হায়কল বিরচিত জীবনী গ্রন্থগুলো এ জাতীয় শৈলীর অন্তর্ভূক্ত । জীবনী গুলো এমন উপকারী গ্রন্থ যে, এগুলো পড়ে পাঠক একাধারে সাহিত্য , ইতিহাস , অনেক ঘটনার বর্ণনা ও গভীর মনোবিশ্লেষণ সম্পর্কে অবহিত হয় । [১৩]

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলের রচনাশৈলীতে প্রধানতঃ তাঁর সাহিত্যের শব্দ , বাক্য , অর্থ ও বিষয়শৈলীর তিনটি বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্টের আমরা সন্ধান পাই । নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রদত্ব হলো:

এক. প্রকাশরীতির জৈবিকতা (حيوية تعبيرة) :

ড. হায়কল বিরচিত যে কোন গ্রন্থের যে কোন অধ্যায়ে যে কোন অংশের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে বাক্য গঠনের সহজতা দৃঢ়তা , অলংকার সমৃদ্ধতা এবং সামগ্রিক বিবেচনায় অকৃত্রিমতা ।

এ বিষয়ে ড. ত্বহা হুসাইন (খৃ. ১৮৮৯- ১৯৭৩) এর নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : [১৪]

----

১২. প্রাগুক্ত , পৃ. ৩২৫ ।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬-৮, ড. হামযাহ ও শরফ , প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৮-৩০১ ।

১৪. আনীস আল মাকদিসী , আল ফুনূন আল আদাবিয়্যাহ , পৃ. ৩৪৫-৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

وكان هيكل كما كان بعض زملائه يحاولون ان يخرجوا من هذا الر كود الأ دبي,

(و ألا يقلدو قد يما و لا يقلدوا جد يدا)و ان ينشئو في مصر أ دبا مصر يا لا يخر ج عن اللغة العر بية الفصيحة السمحة , ولا يتو ر ط في الا بتذا ل العا تي , ولا في هذ ا التكلف القد يم , تكلف الجنا س و ا لا ستعا ر ة و فنون البد يع -

হায়কল তাঁর কতিপয় সহকর্মী নতুন পুরাতন নির্বিশেষে কারো অন্ধ অনুকরন না করে সাহিত্যকে জড়তা , গতিহীনতা, অস্থিরতা থেকে বের করে মিসরে এমন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেন যা বিশুদ্ধ , উদার আরবী ভাষার আওতা বহির্ভূত হবেনা , অবাধ অপব্যবহারের জটিলতায় পড়বেনা এবং রূপক ব্যবহার , আল (ইস্তিয়ার) শ্লেষালংকার (আল জিনাস) ও অপূর্ব শিল্পের (ফুনুন আল বদী) কৃত্তিমতার মাধ্যমে প্রাচীন কৃত্রিমতার জালে জড়িয়ে পড়বেনা । মোটকথা ড. হায়কল দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ছিলেন নিরেট সংস্কারবাদী আর প্রকাশরীতিতে তিনি দৃঢ়তা ও অনুপম সহজতার মধ্যে চমৎকার সমন্বয় সাধনে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

দুই . বর্ণনার সুক্ষতা ও যথার্থতা (دقته في الوصف):

অনুভবযোগ্য (আল মাহসুসাত) অথবা অর্থগত (আল ম'নভীয়্যাত) সর্বক্ষেত্রেই ড. হায়কলের বর্ণনায় সুক্ষতা ও যথার্থতা হচ্ছে নিত্যসঙ্গী । বিশেষতঃ ভ্রমন কাহিনী , উপন্যাস ও জীবনী গ্রন্থগুলোতে তাঁর রচনাশৈলীর এ গুণটি যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে । তাঁর আবেগ ও অনুভূতি চিত্রনের সুক্ষতার উদাহরণ হল :[১৫]

فلما ركبت القطار إلي قريتنا ونزلت منه في محطتها وامتطيت الجواد نحو نصف

السا عة بينها وتين نصف منز لها زسرت علي هذه الطريق وبين هذه المزارع التي شهدت طفو لتي واستمتع بها صبا ى نسيت اوربا ور يفها و أ هلها و كل ما فيها و شعر ت بقلبي يفتتح , و نفسي تنتشر في ار جا نها السعا دة -

ووجودي يكا د يطفر من فر ك الطر ب , و احسست كا ني عد ت ا ختلط بكل فر ع بل بكل ور قة من الأ شجا روبكل قطر ة من هذا الما ء المنقلب في التر عة و بكل ذرة من الهوا ء - هوا ء قر يتنا الصغير ة الجميلة -

----

১৫. ড. হায়কল , সারওয়াত আল আদব , পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিন. বিশ্লেষণে ভারসাম্যতা (اتزانه في التحليل) :

সাহিত্যিক অথবা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সংশ্লিষ্ট রচনায় ড. হায়কল বরাবরই যুক্তি ও বুদ্ধিনির্ভর সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়াসী । এখানে আবেগ অনুভূতির তিনি তেমন ধার ধারেননা । ভাষা , সাহিত্য, সভ্যতা , গদ্য,পদ্য, নাট্যবিষয়ক রচনা , কাহিনী ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণ সমান কার্যকর । প্রত্যেক স্থলেই তিনি ভারসাম্যপূর্ণ পর্যালোচনায় ব্রুতি হন। যা বলেন স্পষ্টভাবে এবং বোধনির্ভর বিশ্বস্ততায় বলেন , প্রতারণার আশ্রয় গ্রহন করেন না । এখন প্রশ্ন হল এ সকল বিশ্লেষণে তাঁর মাপকাঠি কি ? এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া যায়ঃ

ক. ড. হায়কলের মতে সাহিত্য হচ্ছে "সত্য ও সুন্দরের বার্তা" প্রত্যেক সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে এ বার্তা গণমানুষের নিকট পৌছে দেয়া । অবশ্য এ দায়িত্ব যথাযথ ও সহজভাবে প্রতিপালনের স্বার্থে সাহিত্যিকদের বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে পরিজ্ঞাত হওয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করেন । এ লক্ষে অন্যান্য সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের স্বপক্ষে তাঁর জোড়ালো অবস্থান । এটা অন্ধ অনুকরণের নিমিত্ত নয় , বরং সাহিত্যিকের সামনে নতুন জীবনের দিগন্ত প্রসারের জন্য । ড. হায়কলের ভাষায় : [১৬]

فأكبت يومئذ علي دراسات في الكتب الإنكليزية فتحت أمامي افاقا جد يد ة غير ما مهدت له درا ستي فلما سا فرت إلي فر نسا ودرست الفرنسية أكببت علي ادابها في نواحيها المختلفة وإذا بي أطل علي صور من الحق والجمال لم اكن اتوهمها من ,فإذا افاقا جد يد ة تتفتح , قبل-

খ. বিশুদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে উপস্থাপিত সাহিত্যই বিশুদ্ধ সাহিত্য । সাহিত্যের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের এটিও ড. হায়কলের নিকট অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত । ড. হায়কল বলেন :[১৭]

أن يعبر عن جمال لم يصل إليه عن طريق حسه هو ,وكيف الإنسان با لغة ما بلغت قدرته وإنما وصل إليه عن طريق حس غيره-

----

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ ।

১৭. প্রাগুক্ত , পৃ. ১২৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

গ. "স্বাধীন কলমই বিশুদ্ধ কলম যা অত্যাচার অবিচারে ভ্রূক্ষেপ করেনা , বাতিল বা অকার্যকর হবার ভয়ও করেনা " এ নীতিবোধ হায়কলের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণের অন্যতম প্রধান ভিত্তি । তাঁর ভাষায় :[১৮]

هذه القوة التي تنبعث من العلم هي القوة الإيمان القائم با لنفس القوة التس متي إمتلأت إيمانا هي التي تصل بين الإنسان وقوة الكون العليا ,فقا لت للجبل انتقل من مكا نك فينتقل وتسمو به فوق مستوي الجيوا نية-

ঘ. ড. হায়কলের সুক্ষ্ম ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্লেষণের আরেকটি নীতি হলো " বিশুদ্ধ সাহিত্য বলতে সান্তনা ও আরামে সীমাবদ্ধ নয় শুধু এমন সাহিত্যকে বুঝায় । "

ড. হায়কল উপরোক্ত মাপকাঠির ভিত্তিতে সাহিত্য বিশ্লেষণ করে থাকেন । অবশ্য এ ক্ষেত্রে তিনি ইনসাফের প্রাণশক্তির মাধ্যমে এবং স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতদুষ্ট শব্দমালা এড়িয়ে সমালোচনা করে থাকেন ।[১৯]

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কলের রচনাশৈলীর মূল বৈশিষ্ট্য হলো তিনটি । প্রকাশরীতির জৈবিকতা , বর্ণনার ক্ষেত্রে যথার্থতা এবং ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ।অর্থাৎ তাঁর বাক্যের আকৃতি সর্বদাই সহজ সরল , সাবলীল , শব্দালংকারের বন্ধনমুক্ত ও অকৃত্রিম ।[২০] ড. হায়কল লেখার বেলায় তাঁর পাঠকদের কথা চিন্তা করে তাদের যোগ্যতা অনুসারে লিখতে আগ্রহী ।

----

১৮. প্রাগুক্ত , পৃ. ১৮ ।

১৯. আনীস আল মাকদিসী, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৪৫-৫৩ ।

২০.তু , আনিস আল মাকদিসী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

حياة محمدএর সমালোচনামূলক

পর্যালোচনা

حيا ة محمد হায়াতু মুহাম্মদ, মানব সভ্যতার ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনীর উপর একটি ব্যাপক তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর এক অভিনব প্রাঞ্জল সংকলন। "মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী" : খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে তকী আল দীন আহম্মদ বিন আলী আল মাকৃরিযী (খৃ. ১৩৬৪- ১৪৪১) কতৃক নবী চরিত বিষয়ক " আমতা আল আসমা বিমা লি আল রসুলী মিন খাওরাতিন ওয়া হাফিদাতিন ওয়া মতা " امتاع الأسماع بما للر سو ل من خولة وحفد ة ومتاع- শীর্ষক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে সীরত রচনার ধারা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় ।

এর প্রায় চারশত বছর পর রিফাত রাবী আল তাহতাভী (খৃ. ১৮০১-৭৩) কতৃক " নিহায়ত আল ঈজায ফী সীরতি সাকিন আল হিজায " নামক গ্রন্থ রচনার প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পরে মিসরের প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল খৃ. ১৯৩২ সালে প্রাচ্যবিদ " Emile Dermenghem " এর "La vie de Mahomet " শীর্ষক নবী জীবনী গ্রন্থের আলোকে আলোচ্য হায়াতু মুহাম্মদ (মুহম্মদ এর জীবনী) নামক গ্রন্থ রচনায় হাত দেন ।[১]

ড. হায়কল তাঁর সম্পাদিত আল সিয়াসাহ আল উসবুয়িয়্যাহ পত্রিকার ২৬ ফেব্রুয়ারী , সংখ্যায় সর্বপ্রথম মুহাম্মদ এর জীবনী ,সংকলক: Emile Dermenghem সার সংক্ষেপ ও টিকা : ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল শিরোনামে একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করেন । ফলে উক্ত সংখ্যার চাহিদা ও সার্কুলেশন অসম্ভব বেড়ে যায় । এ অবস্থা দেখে তিনি উৎসাহিত হলেন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখলেন ।[২] এভাবে ১০ জুন , খৃ. ১৯৩২ পর্যন্ত উক্ত শিরোনামে ছয়টি অধ্যায় প্রকাশিত হয় ।[৩] ১৭ সেপ্টেম্বর খৃ. ১৯৩২ সালে প্রকাশিত সপ্তম প্রবন্ধ এবং ৩ আগষ্ট খৃ. ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত অন্যান্য সকল প্রবন্ধে এর নাম বাদ দিয়ে ছাপা হয় ।

----

১. হুসায়ন ফাওজী আল নজ্জার , হায়কল ওয়া হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ.২।

২. ফতহী রিদওয়ান , আসরুন ওয়া রিজালুন , পৃ. ৫২৯।

৩. ২৬ , ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ হতে ১০ জুন ১৯৩২ , পর্যন্ত আলোচ্য পত্রিকায় ছয় সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যায়গুলো এবং হায়াতু মুহাম্মদ গ্রন্থের আন্ত সম্পর্ক নিম্নরূপ :

প্রবন্ধের ক্রমিক নং	পত্রিকার সংখ্যা	গ্রন্থের অধ্যায় নম্বর ও শিরোনাম
১.	২৬ ফেব্রুয়ারী , ১৯৩২	তকদীম (ভূমিকা) আংশিক ১. বিলাদ আল আরব ক্বল আল ইসলাম ২. মক্কাহ , কাবা ওয়া কুরাইশ , (আংশিক)

Dhaka University Institutional Repository

		৩. মুহাম্মদ মিন মীলাদিহী ইলা যিওয়াজিহি
		৪. মিনাল যিওয়াজ ইলা আল ব'ছ (আংশিক)
		৫. মিনাল ব'ছ ইলা ইসলামী উমর (আংশিক)
২.	১৯ মার্চ, ১৯৩২	৬. মিনাল ব'ছ ইলা ইসলামী উমর (আংশিক)
৩.	০৮ এপ্রিল , ১৯৩২	৭. মাসআতু কুরাইশ
		৮. মিন নকৃদ আল সহীফাহ ইলা আল ইসরা'
৪.	২৯ এপ্রিল ,১৯৩২	তকদীম (আংশিক)
		১. বিলাদ আল আরব কৃবল আলইসলাম (আংশিক)
৫.	২৩ মে , ১৯৩২	৯. বাল্লআতা আল আক্বাবাহ
		১০. হিজরত আল রাসুল
৬.	১০ জুন , ১৯৩২	১১. আওয়াল আল আহদ বি ইয়াসরিব (আংশিক)

দ্র . Antonie wessels , A Modern Arabic Biography of Mohammed (leiden : E.j.Brill ,1972) P.36-38.

প্রবন্ধের ক্রমিক নং	পত্রিকার সংখ্যা	গ্রন্থের অধ্যায় নম্বর ও শিরোনাম
৭.	১৭ সেপ্টেম্বর , ১৯৩২	১২. আওয়াল আল আহদী বি ইয়াসরিব (আংশিক)
		১৩. আল সারায়া ওয়াল মুনাওয়াশাত আল উলা
৮.	০৫ নভেম্বর , ১৯৩২	১৪. গযওয়াহ বদর আল কুবরা
		১৫. বয়ন বদর ওয়া উহুদ
৯.	২৯ নভেম্বর , ১৯৩২	১৬. গযওয়াহ উহুদ
১০.	১৭ ডিসেম্বর , ১৯৩২	১৭. আছার উহুদ
		১৮. আযওয়াজ আল নবী
১১.	০৭ জানুয়ারী , ১৯৩৩	১৯. গযওয়াতা আল খন্দক ওয়া বানী কুরায়যাহ
১২.	০৩ ফেব্রুয়ারী , ১৯৩৩	২০. মিন আল গযওয়াতয়ন ইলা আল হুদায়বিয়্যাহ
১৩.	১১ মার্চ , ১৯৩৩	২১. আহদ আল হুদায়বিয়্যাহ
১৪.	৩১ মার্চ , ১৯৩৩	২২. খয়বর ওয়া আর রুসুলু ইলা আল মুলুক
১৫.	০৪ মে , ১৯৩৩	২৩. উমরাহ আল কৃদা
		২৪. গযওয়াহ মুতহ
১৬.	১৭ জুন , ১৯৩৩	২৫. হুনায়ন ওয়াল তায়িফ
১৭.	২৯ সেপ্টেম্বর , ১৯৩৩	২৬. ইবরাহিম ওয়া নিসা আল নবী
		২৭. তাবুক ওয়া মাওতু ইবরাহীম
১৮.	০১ নভেম্বর , ১৯৩৩	২৮. আমআল ওয়াফদ ওহজ্জু আবি বকর বিআল নাস
১৯.	৩০ নভেম্বর ,১৯৩৩	২৯. হুজ্জত আল বিদা
২০.	০২ ফেব্রুয়ারী , ১৯৩৪	৩০. মরদ আল নবী ওয়া ওয়াফাতুহু
২১.	১০ মার্চ, ১৯৩৪	৩১.দাফন আল রাসুল
২২.	২৬ মার্চ , ১৯৩৪	৩২. বিলাদ আল আরব কাবলাল ইসলাম
২৩.	১৫ জুন , ১৯৩৪	৩৩. মক্কাহ ওয়া কাবাহ ওয়া কুরাইশ
২৪.	০৩ আগষ্ট,১৯৩৪	৩৪. কিস্‌সাহ আল ঘরানিক্ব

দ্র .Antonie wessels , A Modern Arabic Biography of Mohammed (leiden : E.j.Brill ,1972) P. 38-39.

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে স্বয়ং ড. হায়কলের মন্তব্য Antonie wessels এর ভাষায় :[8]

" In the first article I have discussed critically la ve de Mohomet by E. dermenghem in the light of biographies by Ibn Hisham , Al Wakidi , ibn Sa'd and others . but now I will follow him no longer because he completely neglects all that took place between Mohammad and the Jews after the hijra, Their Mutual relationships and the results this had upon the life of Yathrib."

খৃ. ১৯৩৫ সালের শুরুর দিকে উক্ত প্রবন্ধগুলো "হায়াতু মুহাম্মদ " শিরোনামে কায়রোস্থ মতবাআতু মিসর হতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । প্রথম সংস্করণের দশ হাজার কপি প্রকাশিত হওয়ায় তিন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। [৫] একই সালে ড. হায়কল গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এবং ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত বিভিন্ন সমালোচনার বিস্তারিত জবাব সহ দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেন। এ ছাড়াও গ্রন্থের শেষে আল হাদারাত আল ইসলামিয়্যাহ কামা সাওয়্যারহা আল কুরআন । এবং আল মুসতাসরিকুন ওয়াল হাদারাত আল ইসলামিয়্যাহ শীর্ষক দুটো বিস্তারিত পরিশিষ্ট সংযোজন করেন।[৬] পরবর্তী কুড়ি দশ হাজার কপি করে গ্রন্থটির আরো ছয়টি সংস্করণ বাজারজাত হয় । সপ্তম অষ্টম ও নবম সংস্করণের প্রতিটিতে সাত হাজার কপি করে ছাপা হয়। দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয় খৃ. ১৯৬৯ সালে দার আল মাআরিফ হতে । অন্যদিকে খৃ. ১৯৬৮ সালে মকতবত আল নাহদাহ আল মিসরিয়্যাহ হতে গ্রন্থটির পঞ্চদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এত অল্প সময়ে এ জাতীয় গ্রন্থের এতগুলো সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়া প্রকাশনার জগতে একটি বিরল রেকর্ড বটে ।[৭] ৬২৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ বিশাল গ্রন্থটিতে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা এবং শেষের দুটো পরিশিষ্ট ছাড়াও একত্রিশটি অধ্যায় রয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর ১৫ মে খৃ. ১৯৩৫ সালে ড. হায়কলের সম্মানে কায়রোস্থ হোটেল কন্টিনেন্টালে এক উৎসবোচিত সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় ।

---

৪. আল সিয়াসাহ আল উসবুয়িয়্যাহ , সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯৩২, পৃ. ৪ ,উদ্ধৃত A Modern Arabic Biography of Mohammed, P.36.

৫. Antonie wessels ,প্রাগুক্ত , পৃ, ৩৯।

৬. ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ (কায়রো : মকতবত আল নহদহ আল মিসরিয়্যাহ , ১৯৬৮), পঞ্চদশ সংস্করণ , পৃ. ৪৩-৭৭, ৫১৬-৮০।

৭. Antonie wessels ,প্রাগুক্ত , পৃ, ৩৯-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ লূৎফী আল সায়্যিদ (খৃ. ১৯৬২-১৯৬৪) , শায়খ মুস্তফা আবদ আল রাযিক (খৃ. ১৮৮৫-১৯৪৭) প্রমূখ সূধীজন উক্ত সম্বর্ধনায় ড. হায়কলকে " হায়াতু মুহাম্মদ " এর মত অনন্য জীবনী গ্রন্থ রচনার জন্য প্রাচীন সীরাত সাহিত্যিক " ইবনে হিশাম " (মৃ. খৃ. ৮২৮) এর সাথে তুলনা করেন। [৮]

"হায়াতু মুহাম্মদ" ব্যতিক্রমী সফল জীবনী সাহিত্য হিসেবে সাধারণ জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ শিক্ষিত সুধী মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে । মিসর ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশে সিরিয়া, লেবানন , জর্দান, সুদান , পাকিস্তান , ইন্দোনেশিয়া এমনকি খোদ বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। [৯] অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান "ইসলামিক ফাউন্ডেশন "হতে গ্রন্থটির মহানবী (সা.) জীবন চরিত , মূল ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল , অনুবাদ : মাওলানা আব্দুর আউয়াল , ১৯৯৮) শিরোনামে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ।

মিসরে ইসমাঈল সিদকীর শাসনামলে (খৃ. ১৯৩০-৩২) খৃষ্টান মিসনারীদের তৎপরতা অভূতপূর্ব ভাবে বেড়ে যায় ।[১০] তারা সেখানকার আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদেশী স্কুলগুলোকে কেন্দ্র বানিয়ে দুর্দন্ড প্রতাপে এ তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল প্রাথমিক ভাবে পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করে তাদের তৎপরতা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালালেও শেষ পর্যন্ত এ মর্মে মনস্থির করেন যে , জনগন বিশেষতঃ যুব সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনা সুরক্ষার জন্য নবী (সা.) এর জীবনী গ্রন্থ রচনার কোন বিকল্প নেই ।[১১]

----

৮. প্রাগুক্ত , পৃ. ৪০-১ । সংবর্ধনায় এই মর্মে মন্তব্য করা হয় যে, " As the sira of ibn Hisham meant the first renaissance in the study of the prophet , So is that of Hykal worthy to be regarded as example and model of the new renaissance in this study , He notes the fact that Ibn Hisham lived in Egypt and died in fustat , দ্র. The Encyclopaedia of Islam (Lieden , 1968), 2nd ed , see under Ibn Hisham .

৯. Antonie wesseles , প্রাগুক্ত , পৃ.৪১-২ ।

১০. খৃ. ১৯২৮ সালে International Missionary Council কতৃক জেরুজালেম নগরীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জনৈক আবদ আল্লাহ কতৃক উপস্থাপিত The danger of Missionary Movement : The duty of the Islamic people to oppose this in common শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ তৎপরতা রোধের প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তার সূচনা হয় । প্রাগুক্ত , পৃ. ৪৩-৫ ।

১১. মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ড. হায়কল কতৃক " আল সিয়াসাহ আল উসবুয়িয়্যাহ " পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম ছিল "ধর্ম প্রচারকদের তৎপরতা " ফেব্রুয়ারী ৫; " নতুন ঘটনা " ফেব্রুয়ারী ৭,১১,১৯৩২ ; " বিপজ্জনক মিশন " , " মিসরে মীশন রীতি ", " মিশন ও ঔপনিবেশিকতা " ইত্যাদি । এমনকি ইসমাঈল সিদকীর সরকারের পতনের পিছনেও যে মিশনারীর কারসাজি রয়েছে তাও তিনি উল্লেখ করেন উক্ত পত্রিকায় ১২ ফেব্রুয়ারী , ৩১ মার্চ, ১৯৩২ সংখ্যায় । Antonie প্রাগুক্ত , পাদটীকা , ৭৮, পৃ. ৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যবসরে একদা তিনি হিযব আল আহরারের এক জনৈক নেতা আবদ আল হালীম আল আলাঈ এর বাসগৃহে প্রাতঃরাশ করা কালে মিসরে মিসনারী তৎপরতা ও এর প্রতিবিধান সংক্রান্ত আলোচনায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে ইসলাম ধর্ম ও নবী (সা.) সম্পর্কে প্রাচ্যবীদদের কোন গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার আহবান জানান । ইমিল দারমিনহাম " Emile Dermenghem "বিরচিত "La vie de Mahomet " নামক নবী জীবনী গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয় । নাস্তা সেরে ড. হায়কল নিকটবর্তী বিক্রয়কেন্দ্র উক্ত বইটি সংগ্রহ করে তাঁর সম্পাদিত " আল সিয়াসাহ আল উসবুয়িয়্যাহ " ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন ।[১২]

এ গ্রন্থ রচনায় তিনি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করেন । যেমন :

ক. খৃষ্টান ধর্মযাজক ও প্রাচ্যবিদরা বিদ্বেষবশতঃ ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (সা.) সম্পর্কে অত্যুক্তি করেছে, সেগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ।

খ. যে সকল গোঁড়া মুসলিম লেখক আবেগের আতিশয্যে ইসলাম ও মহানবী (সা.) সম্পর্কে অত্যুক্তি করেছেন , তাদের ভ্রান্তি চিহ্নিত করা ।

গ. সর্বোপরী গ্রন্থটি রচনায় তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (আল মানহাজ আল ইলমি)অনুসরণের সংকল্প ব্যক্ত করেন ।[১৩]

উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত ড. হায়কল আরবী , ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় রচিত নবী (সা.) এর জীবন চরিত সম্পর্কিত গ্রন্থরাজি অধ্যয়নের প্রতি মনোনিবেশ করেন । তন্মধ্যে কতগুলো গ্রন্থ তিনি একাধিকবার অধ্যয়ন করেন । যেমন , ইবনে হিশাম (মৃ. খৃ. ৮২৮) বিরচিত সীরাতু মুহাম্মদ আল রাসুল আল্লাহ , আল ওয়াকেদী (মৃ. খৃ. ৮২২) প্রণীত আল মঘাযী , সয়্যিদ আমীর আলীর (মৃ. খৃ. ১৯২৮) রূহ আল ইসলাম , ইবনে সাদ এর ত্ববক্বাত । এ ছাড়াও প্রাচ্যবীদদের রচিত কয়েকটি গ্রন্থও তিনি অধ্যয়ন করেছেন । এ গুলোর মধ্যে রয়েছে Per Emile Dermenghem বিরচিত " La vie de Mahomet",এবং Washingtion irving এর " life of mohamet " । অবশ্য ড. হায়কল আল কুরআন ছাড়াও প্রায় ত্রিশটি আরবী তথ্য সুত্রের পাশাপাশি নয়টি ইংরেজী ও পাঁচটি ফরাসী গ্রন্থের সহায়তা গ্রহন করেছেন । তবে তথ্য সুত্র হিসেবে তুলনামূলকভাবে আল কুরআন , সীরাতু ইবনে হিশাম ও ত্ববাক্বাতু ইবনে সাদকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন । আর প্রাচ্যবীদ Emile Dermenghem এর ব্যপারে তার মত হলো : নবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অন্যান্য প্রাচ্যবিদদের তুলনায় তিনি অধিক নিরপেক্ষ । ফলে তাঁর মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে ড. হায়কল ছিলেন যথেষ্ট উদার ।[১৪]

----

১২. ফতহী রিদওয়ান , আসরুন ওয়া রিজালুন , পৃ . ৫২৯ ; ড. হায়কল হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ৩৭।

১৩. ড. হায়কল , প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৭।

১৪. প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ :

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (আল মানহাজ আল ইলমি)অনুসরণ

ড. হায়কল ন্যায় ও সত্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ রচনায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন । এ পদ্ধতির ব্যাখ্যা তিনি এভাবে দিয়েছেন : বৈজ্ঞানিক সমালোচনার ভিত্তিতে যা প্রমানিত হবেনা তা আমরা গ্রহন করবো না ; সমালোচনার নীতি অনুসারে যা স্থির হবে তা তা আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করব । সুতরাং সত্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এমনকি নবী (সা.) এর জীবন চরিত বিষয়ে হলেও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আমাদের পরম কর্তব্য । এ ব্যাপারে ঐতিহাসিককে নিছক নকল কারীর ভূমিকা পালন করলে চলবে না । কেননা এ ক্ষেত্রে তিনি শুধু ঐতিহাসিক নন , বরং উদ্ধৃত বিষয়ের সমালোচক ও বটে ।[১৫]

এ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও মুহাম্মদ (সা.) এর দাওয়াত নীতির মধ্যে বিস্ময়কর এক অন্তমিল ও সামঞ্জস্যতা রয়েছে বলে ড. হায়কল অভিমত ব্যক্ত করেছেন । উক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রকৃতি হল এই যে , কোন গবেষক যে কোন কোন বিষয়ে গবেষণা করতে চান তখন স্বীয় অন্তর হতে পূর্ব হতে পোষন করা এতদসংশ্লিষ্ট সকল অভিমত , সিদ্ধান্ত (রায়) ও ধর্মবিশ্বাস (আকিদাহ) ঝেড়ে ফেলতে হবে। এবার মুক্ত মস্তিষ্ক নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে গবেষণা শুরু করতে হবে । এরপর মূল্যায়নের পালা। প্রথমে তুলনা ও বিন্যাস পরে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনার মাধ্যমে ফলাফল উৎঘাটনের চেষ্টা করতে হবে । এ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ফলাফল হবে বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবানুগ যতক্ষণনা অন্য কোন গবেষণার মাধ্যমে তা ভুল প্রমাণিত হবে । আর এটাই হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সত্যের প্রতি আহবান পদ্ধতি ।[১৬]

ড. হায়কলের আলোচ্য গ্রন্থের পরিচিতি মুখবন্ধে তাঁর সুহৃদ আল আযহারের শায়খ মুহাম্মদ মুস্তফা আল মারাঘী (খৃ. ১৮৮১- ১৯৪৫) উক্ত পদ্ধতিকে "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি " অভিধায় অভিহিত করতে নারাজ। তাঁর মতে এটি আল কুরআনে নির্দেশিত পদ্ধতি । সঙ্গত কারণেই এটি রাসুল (সা.) এর দাওয়াত পদ্ধতি ও বটে । ইমাম গাজ্জালীর ন্যায় পরবর্তী উলামাগন এ পদ্ধতির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করেছেন। আল গাজ্জালী এ পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন ।

---

১৫. প্রাগুক্ত , পৃ.৫৬-৭ ।

১৬. প্রাগুক্ত , পৃ.১৬৫-৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে প্রথমতঃ তিনি স্বীয় অন্তরকে সকল অভিমত থেকে মুক্ত করে , পরে চিন্তা ও মূল্যায়ন করতঃ বিন্যাস ও তুলনা করেছেন , কাছে টেনেছেন দুরে ঠেলে দিয়েছেন , প্রমাণাদী উপস্থাপন করেছেন, সংস্কার করেছেন , চুড়ান্তভাবে বিশ্লেষন করেছেন , অতঃপর পথের দিশা পেয়েছেন যে আল ইসলামই চিরন্তন সত্য । বলা যায় উক্ত কথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও আধুনিক নির্বিশেষে সমভাবেই পরিচিত । কিন্তু সমস্যা হল প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গে আল মারাঘীর অভিমত হল যে মুক্তবুদ্ধি (তাজরীদ আল নফস) পর্যবেক্ষণ (আল মুলাহাযাহ) , অভিক্ষতা (তজরবাহ),তুলনা (মুআজানাহ) , এবং উদ্ভাবন (আল ইস্তিম্বাত), ইত্যাদি শব্দাবলী অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল মনে হলেও প্রায়োগিত ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল বলে পরিগণিত হচ্ছে।

কেননা যে ব্যক্তির রক্তে ও মননে রয়েছে উত্তরাধীকারের ছাপ , পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমনকি রোগ শোক ,সুস্থতা এবং কামনা বাসনায় রয়েছে পরিবেশ এবং অন্ধ বিশ্বাসের শিবিকা, তার পক্ষে নিয়ম বা পদ্ধতির অনুসরণ কি আদৌ সহজ ? তাই মুসলিম সমাজে যুক্তি বুদ্ধি বর্জন ও অন্ধ অনুকরণ চালু হওয়ার পর অন্যদিকে পাশ্চাত্য কতৃক উক্ত প্রাচীন প্রক্রিয়ায় নতুন করে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাধনের কারণে তাঁদের থেকে " বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি " নামে তা গ্রহণের জন্য মুসলমানরা উম্মত্ত প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়েছে । আল মারাঘীর মতে ড. হায়কলও হয়তোবা এ রোগে আক্রান্ত হয়ে এটিকে আল কুরআনের পদ্ধতি না বলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে শুরু করেছেন। যাই হোক ড. হায়কল তাঁর গ্রন্থটি ন্যায়ের স্বার্থে সত্যসন্ধানীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।[১৭]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

দরূদ

ড.হায়কল বিরচিত গ্রন্থটির শিরোনামে (হায়াতু মুহাম্মদ) ইসলামী ঐতিহ্য অনুপাতে (সল্ল আল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংযোজিত হয়নি । এটি প্রাচ্যবিদ Emile Dermenghem এর লজ্জাকর অনুসরণ বলে ড. হায়কলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় ।[১৮]

----

১৭. ড. হায়কল প্রাগুক্ত ,পৃ. ১১-৭ ; হুসায়ন ফাওযী আল নাজ্জার , , হায়কল ওয়া হায়াতু মুহাম্মদ,পৃ. ৮৬-৮৭।

১৮. যদিও পরে টাইটেল পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত আয়াতটি লিখে দিয়েছেন ; নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ফিরিস্তাগণ নবীর উপর রহমত পাঠিয়ে থাকেন । হে ঈমানদার গণ তোমরাও সবাই তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠাও ।

Dhaka University Institutional Repository

হায়কল এ অভিযোগের প্রতিউত্তরে বলেন যে , হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে শুধু মুহাম্মদ বলে অভিহিত করেছেন । সুতরাং " Who is more honored and magnified Muhammad than Abu Bakar ? Muhammad was plentiful in humility and great in belief in his lord .It is better to magnify him with the hart than with the tongue ."[১৯]

এ বিষয়ে ড. হায়কল স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় আত্মপক্ষ সমর্থ করে আরো উল্লেখ করেন যে, এ ক্ষেত্রে আমরা ইসলামের ইমামদের অনুসরন করছি। তাঁদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা এ কথা পরিষ্কার প্রমানিত হয় যে , ইসলাম শাব্দিক বাধ্য বাধকতার উর্দ্ধে। মূলতঃ গ্রন্থের শুরুতে দরূদ ও সালাম লিখা আরম্ভ হয় "আব্বাসীয় আমলে " (খৃ. ৭৫০-১২৫৮) থেকে । এজন্যে সহীহ আল বুখারী ও সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থে দরূদ লেখা পাওয়া যায়না । [২০]

ড. হায়কল তাঁর হায়াতু মুহাম্মদ গ্রন্থে ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে صلى الله عليه وسلم (সল্ল আল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংযোজন করেননি । অবশ্য এ জাতীয় গ্রন্থ রচনায় অগ্রগামী হিসেবে ড. হায়কলের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদ Emile Dermenhem এর অনুসরণে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি এ বিষয়ে এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, আবু বকর (রা) তাঁকে শুধু "মুহাম্মদ " বলে সম্বোধন করতেন।[২১]

এ ছাড়াও ড. হায়কল তাঁর "হায়াতু মুহাম্মদ " গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় উক্ত আলোচনা সম্পর্কে কৈফিয়ত দিয়েছেন এভাবে : "প্রকৃত পক্ষে লেখা শুরুকরার আগে আল্লাহর রাসুলের প্রতি একাধিকবার দরুদ ও সালাম পাঠ করে আমি ইহকাল ও পরকালের কল্যান কামনা করেছি। এমনকি টাইটেল পৃষ্ঠায় নিন্মের আয়াতটি লিখে দিয়েছি : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীর উপর সালাত (রহমত) পাঠিয়ে থাকেন । হে ঈমানদারগণ ! তোমরাও সবাই তাঁর প্রতি পরিপূর্ণরূপে দরূদ ও সালাম পাঠাও । (৩৩ঃ ৫৬) . . . . . . আসলে এ হচ্ছে ইসলামের মূল তত্ত্বসম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা এবং তাদের মতই ধ্যান ধারণার পীর মুর্শিদের অন্ধ অনুসরণের পরিণতি ।.................

---

১৯. আল সিয়াসাহ আল উসবুইয়্যাহ , আগষ্ট ৩, ১৯৩২, পৃ. ৪, উদ্বৃত , প্রাগুক্ত ,Antonie wessels পৃ. ২২২-৩।

২০. ড. হুসায়ন হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ৬২-৬৩।

২১. আল সিয়াসাহ আল উসবূঈয়্যাহ , আগষ্ট, ৩, ১৯৩২, (৩৪৬৫)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত পক্ষে এ ব্যাপারে আমরা ইসলামের ইমামদের অনুসরণ করেছি। তাঁদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা এ কথা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম শাব্দিক বাধ্যবাধকতার উর্ধ্বে । এ ক্ষেত্রে একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য । হাদীসটির সারমর্ম হলো "ইসলাম একটি বিবেচনাপূর্ণ জীবন পদ্ধতি ।

তাতে মধ্যপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় । গ্রন্থের শুরুতে দরূদ ও সালাম লেখা আরম্ভ হয় আব্বাসীয় আমল থেকে । এ জন্য ও অন্যান্য সমকালীন গ্রন্থের শুরুতে দরূদ লেখা দেখতে পাওয়া যায়না । অসংখ্য ইসলামী বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো সারা জীবনে একবার দরূদ পড়লেই চলবে। কিন্তু যারা বলে থাকেন , যেখানে মহানবী (সা.) এর নাম উচ্চারিত হবে কিংবা লিখা হবে , সেখানে অবশ্যই দরূদ পড়তে হবে , ইমাম মুজতাহিদ ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না । বড় বড় হাদীসবীদদের গ্রন্থরাজিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । এসব গ্রন্থের শুরুতে দরূদ লেখা হয়নি।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তির নিকট আমার নাম উল্লিখিত হয় অথচ সে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।
কাব ইবনে উজরা (রা) হতে বর্ণিত , তিনি বলেন একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন তোমরা মিম্বরের কাছে এসে বস তখন আমরা উপস্থিত হই । এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) মিম্বরের প্রথম ধাপে পা রেখে বলেন : "আমিন " । যখন তিনি দ্বিতীয় ধাপে আরোহন করেন তখন বলেন : "আমিন "। এবং যখন তিনি তৃতীয় ধাপে আরোহন করেন তখনও বলেন: "আমিন"। পরিশেষে তিনি মিম্বর থেকে অবতরন করলে আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! আজ আমরা আপনার কাছ থেকে এমন একটি বিষয় শুনেযা অতিতে কখনও শুনিনি তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন জিব্রাঈল (আ) আমার সামনে এসে বলে যে, যে ব্যক্তি রমযান মাস পেল অথচ সে ক্ষমা প্রাপ্ত হলোনা সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হোক আমি বলি "আমিন" । অতঃপর আমি দ্বিতীয় ধাপে আরোহন করলে তিনি নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর সে আপনার প্রতি দরূদ পড়ে না সে রহমত হতে বঞ্চিত হোক । আমি বলি " আমিন" ।.. . . . .[২২]

---

২২. সম্পাদনা পরিষদ , মহানবী (সা.) এর জীবনী বিশ্বকোষ , মুলগ্রন্থ , নাদরাতুন নাঈম, ১ম খন্ড,দারুল ওয়াসিলা ঢাকা,পৃ. ৬৯২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওহীর নাযিল হওয়ার সময় মৃগী রোগের অভিযোগ

শায়খ মুহাম্মদ মুস্তফা আল মারাঘী কর্তৃক লিখিত মুখবন্ধের পর ড. হায়কলের ভূমিকার মাধ্যমে হায়াতু মুহাম্মদ গ্রন্থের সুচনা । প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় হায়কল আল ইসলাম , খৃষ্ট ধর্ম, একত্ববাদ , ত্রিত্ত্ববাদ , মুসলমান ও খৃষ্টানদের বিরোধ , মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান প্রণয়নে (ইজতিহাদ) অচলাবস্থা , আর যুবকদের উপর এ অচলাবস্থার প্রভাব পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও সাহিত্য , গ্রন্থ প্রনয়নের উদ্দেশ্য , আল কুরআনের বিকৃতির মিথ্যা অভিযোগ এবং অহী নাযিল হওয়া কালীন অবস্থাকে মৃগী রোগের অভিযোগ , হাদীস সংকলনের কথা , আল কুরআনই শ্রেষ্ঠতম মোজেযা ইত্যাদি বিষয়াবলী সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন ।[১]

মৃগী রোগের অপবাদ ও অন্যান্য মন্তব্য

শাক্কুস সাদর (বক্ষবিদারণ) এর ঘটনা সম্পর্কে কতিপয় প্রাচ্যবীদ এরুপ উদ্ভট কটাক্ষ করেছেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর বাল্যকাল হতে আজীবন "মৃগী বা মূর্ছা" রোগে আক্রান্ত ছিলেন । এই কটাক্ষ গ্রীকদের দ্বারা শুরু হয় এবং তারপর তার পরবর্তী লেখকগণ দ্বারা ইহা গৃহিত হয় । তাদেও কেউ কেউ এমনকি সায়্যিদ আহমদ খান উল্লেখ করেছেন ঘটনার বিবরণে উল্লিখিত 'ফালহাকীহি' (فا لحقيه) রূপে অভিব্যক্তিকে 'বি আল হাক্কিয়্যাহ ' (بالحقية) রূপে ভুল পাঠ করেছেন এবং তারপর এর অদ্ভূত অনুবাদ করেছেন । " অমুলক আতঙ্কগ্রস্থতা বা উদ্বিগ্নতা রোগ ।"(Hy-Pochondriacal disease) বলে।[২]

উইলিয়াম মুইর বলেন যখন তার গ্রন্থ রচনা করেন স্পষ্টতই তার পূর্ব সূরীতের ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । তাই এ ঘটনা উল্লেখ করে তিনি ইহা " সম্ভবত মৃগী রোগের খিচুনি " এবং লেখেন:

আমরা যতি আক্রমন গুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে সম্মত হই যা হালিমাকে স্নায়বিক বা মৃগী প্রকৃতির খিচুনিরূপে শংকিত করেছিল তা হলে এগুলো মুহাম্মদ (সা.) এর গঠনে সেই সকল উত্তেজনাকর অবস্থা ও ভাবাবেশকর মূর্ছার স্বাভাবিক চিহ্ন প্রদর্শন করে যা সম্ভবত তাঁর মনে প্রেরণার ধারণা প্রদান করেছিল সেরূপ তাঁর অনুসারীগণ একে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হিসেবে গ্রহন করেছে ।

----

১. ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ২১-৮১ ।

২. সায়্যিদ আহমদ খান ,Essays on The Life of Muhammad (লন্ডন ১৮৭০) , পুনর্মুদ্রণ , দিল্লী ১৯৮১ খৃ. পৃ. ৩৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

মুইর এ মৃগী রোগের সমর্থনে তার পুস্তকের পাদটীকায় ইবনে হিশাম (ইবনে ইসহাক) এর গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন । কিন্তু উক্ত গ্রন্থের উসটেনফিল্ড (Wustenfeld) সংস্করণে [৩] এবং অন্য সকল সংস্করণের , বর্ণনায় প্রকৃত অভিব্যক্তি উল্লেখিত হয়েছে ' উসীবা ' (اصيبا) অথচ মুইর ইহাকে পুনরুল্লেখ করেছেন 'উমীবা' (اميبه) বলে যা স্পষ্টতই একটি অদ্ভুত ও অর্থহীন অভিব্যক্তি । অতঃপর তিনি ইহার অর্থ করেছেন "খিচুনি আক্রান্ত হয়েছিলেন " [৪] বলে ।

প্রকৃতপক্ষে তিনি যদি উক্ত গ্রন্থের কোন ত্রুটিপূর্ণ পান্ডুলিপি বা মুদ্রিত কপি অনুসরণ করে থাকেন তাহলে উহার উল্লেখ করা উচিত ছিল । কিন্তু মুইর তা করেননি । অথচ সায়্যিদ আহমদ খান যখন ১৯৭০ সালে মুইরের এই মারাত্মক ভুলের কথা উল্লেখ করেন [৫] শেষোক্তজন তখন মাত্র তাহার পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণ হতে আলোচ্য পাদটীকাটি বাদ দিয়ে দেন । কিন্তু তার যে তত্ত্বের সমর্থনে প্রমাণস্বরূপ উক্ত পাদটিকা প্রথমে দেয়া হয়েছিল তিনি তার কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করেননি। এভাবে উৎসের ভুল ও অপব্যবহার নির্দেশ করা সত্ত্বেও অভিযোগ অব্যাহতভাবে চালানো হয়।[৬]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর ওহী নাযিল হওয়াকালীন অবস্থাকে মৃগী রোগ বলা আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকেই একটা অমার্জনীয় অপরাধ । কারণ মৃগী রোগ অবস্থায় রোগীর মনে কোন কিছু উদয় হলেও জ্ঞান ফিরে আসার সাথে সাথে তা সম্পূর্ণ ভুলে যায় । আর মৃগী রোগীর মুখে কোন কিছুই উচ্চারিতই হয়না । কারণ রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তার বোধ ও চিন্তা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) এর ওহী আসার সময়ের অবস্থার সাথে মৃগীর কোন সাযুজ্যই নেই । পক্ষান্তরে ওহী নাযিল হওয়ার সময় মহানবী (সা.) এর অনুভূতি শক্তি যেরূপ সচেতন থাকতো , অন্য কোন মানুষের মধ্যে কোন অবস্থায় অনুরূপ কল্পনা ও করা যায়না । ওহী নাযিল হওয়া কালীন অবস্থায় সব কিছু মহানবী (সা.) এর স্মরণ থাকতো । পরে তিনি সে গুলো সাহাবীদের সামনে হুবহু ব্যক্ত করতেন । আর এ সবই হল তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী। [৭]

----

৩. W, Muir , The life of Mahomet ,প্রথম সংস্করণ , পৃ. ২১-২৪ (উদ্ধৃতি পৃ. ২৩-২৪ এর)

৪ সম্পাদনা পরিষদ , সীরাত বিশ্বকোষ ,অষ্টম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ,পৃ. ১৮৫।

৫. Muir প্রাগুক্ত , প্রথম সংস্করণ , পৃ. ২১, টীকা ।

৬. সায়্যিদ আহমদ খান, প্রাগুক্ত , পৃ. ৩৮৬।

৭. ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

ওহী নাযিল হওয়ার উপরোক্ত বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, উল্লিখিত অভিযোগগুলো থেকে মহানবী (সা.) সম্পূর্ণ পূত পবিত্র ছিলেন । প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন প্রাচ্যবীদই এসব মনগড়া ও মিথ্যা অভিযোগ রটিয়েছেন । তারা সব সময়ই এবং যে কোন মূল্যে মিথ্যার বেসাতি ছড়িয়ে সত্যকে লুকায়িত রাখতে তৎপর থাকেন । তাদের এই অপকর্মের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের অন্তরে মহানবীর ভালবাসা মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব খাটো করা এবং আল্লাহর অহীকে কালিমা লিপ্ত করা । ওহী বাস্তব সত্য বিষয় এর খুশবু মুমিনের অন্তরে স্থান করে নিয়েছে । কিন্তু যাদের অন্তরে গাফলতির সিলমোহর পড়ে গেছে তারা ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার নয় ।[৮]

মূল গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর উপকূলের খৃষ্টান ও অগ্নি উপাসকদের সভ্যতা , মক্কা উপত্যকা , নবী ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এর কাহিনী, মক্কার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা , বিবাহ ,সন্তান জন্মদান , ও এদের লালন পালনে আরবদের নীতি অভ্যাস , তাদের দৈনন্দিন জীবন প্রণালী এবং সেখানে সংঘটিত বড় বড় ঘটনা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন । বর্ণীত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে রয়েছে "হাতির বছর " এর ঘটনা এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) এর হিযায গমনের ঘটনা

হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী হাজেরা ও সন্তান ইসমাঈলকে নিয়ে মক্কাহ গমণের ঘটনাটি আধুনিক আরব সমালোচক যেমন , ড. ত্বাহা হোসাইন (খৃ. ১৮৮৮-১৯৭৩) উপাখ্যান (আসাতীর) বলে অস্বীকার করেছেন । এবং প্রাচ্যবিদ Willium Muir এ বিয়য়ে সন্দিগ্ধ বলে ড. হায়কল উল্লেখ করেছেন । অবশ্য Willium Muir এতটুকু স্বীকার করেছেন যে , হযরত ইবরাহীম , ইসমাঈল (আ.)এর ইন্তিকালের পর তাঁদের বংশধররা ফিলিস্তিন থেকে হিযাযে এসে বসতি স্থাপন করেন ।[৯]

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল আধূনিক আরব সমালোচক ও Willium Muir এর এতদসংক্রান্ত বক্তব্য ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে খন্ডন করেন এবং বলেন : "আমাদের কথা হলো , ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) এর বংশধরদের যদি হিজাযে এসে বসতি স্থাপন করা সম্ভব হয়ে থাকে , তবে তাঁদের আসার পিছনে এমন কি প্রতিবন্ধকতা ছিল ? অথচ ইতিহাস ও পবিত্র গ্রন্থাবলীর বর্ণনা তাঁদের হিজাযে আসাটি সমর্থন করেছে । [১০]

----

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৮ ।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-১২২, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এর সম্পর্কে তু. আল কুরআন ; ২১: ৬২-৬৩ ; ৬: 76 -79 ; 37: 102-107 ; 2: 126-7|

১০. ড. হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ১০৬ -৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:

প্রতিমাদের কথা (কিস্‌সা আল গারানিক্ব)

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল কতৃক গ্রন্থের ষষ্ট অধ্যায়ে তথাকথিত " প্রতিমাদের (আল ঘরানিক) ঘটনা" সংক্রান্ত কতিপয় মুসলিম চরিতবিদ বিশেষতঃ Willium Muir কল্পিত ও বিভ্রান্তিপূর্ণ অপপ্রচারের যৌক্তিক উত্তরদানের মাধ্যমে নবীদের (সা.) ইসমত (পাপমুক্তি) সপ্রমানিত হয়েছে। তথাকথিত প্রতিমাদের কাহিনী হল এই যে, মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ট মুসলমানদের আবিসিনিয়া হিজরতে পাঠানোর পর নবী (সা.) তাদের সাথে মিলে মিশে বসবাস করার কৌশল অবলম্বন করেন । একদিন কাবাহর সামনে তিনি কাফিরদের সাথে বসে আল কুরআনের "সুরা আল নজম " তাদেরকে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন । তিনি নিম্নের আয়াতটি তাদেরকে আবৃতি করে শোনাচ্ছিলেন । তিনি নিম্নের আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন :

"তেমরা কি ভেবে দেখেছ লাত উযযাহ সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে ? " (৫৩: ১৯-২০)

উক্ত আয়াত পাঠান্তেই রাসুল (সা.) এর মুখ থেকে কুরআন সদৃশ একটি বাণী বেড়িয়ে আসে । সেটি হল , تلك الغرا نيق العلا وان شفا عتهن لترجي এসব হচ্ছে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন প্রতিমা , এসবের মাধ্যমে (আল্লাহর নিকট) সুপারিশের আশা করা যায় । এ বাক্যটির পর রাসুল (সা.) সুরাহ নজমের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে সিজদা করলে কাফিররাও সিজদা অবনত হয় । এবং তারা বলে : হে মুহাম্মদ (সা.) আজ আপনি আমাদের দেবতাদের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছেন । সুতরাং এখন থেকে আপনার সাথে আমাদের মেলা মেশায় কোন প্রতিবন্ধকতা নেই "[১১] যারা উক্ত কাহিনী সত্য বলে মনে করেন , তারা তাদের অভিমতের সমর্থনে আল কুরআনের নিম্নের আয়াত উল্লেখ করেন : وما ارسلنا من قبلك من رسل إلا ! ذا تمني ألقي الشيطا ن في أ منيته فينسخ الله ما يلقي الشيطا ن----- (২২ : ৫২-৩)

প্রাচ্যবীদরা মুসলিম চরিতবীদদের এ ধরণের আজগুবী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পুরোপুরী সদ্ব্যবহার করেছেন।[১২] এ প্রসঙ্গটি সত্যায়ন করতে গিয়ে এ মর্মে প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, " মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় সম্রাট নজ্জাসীর পৃষ্ঠপোষকতায় সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করছিলেন । তাঁদের হিজরতের তিনমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা মক্কায় ফিরে আসেন ।

----

১১. প্রাগুক্ত , পৃ. ১৭৫-৬।

১২. ড. হায়কল "ঘরানিক" কাহিনীটি গ্রহণ করেছেন নিম্নোক্ত প্রাচীন সীরাত গ্রন্থদ্বয় হতে:
ক. ইবনে সাদ , তাবাকাত (লাইডেন :সম্পাঃ E. Sachau, ১৯০৫),১ম খন্ড, পৃ.১৩৭-৮;
খ আল তবরী , তারীখ আল রসুল ওয়া আল মুলুক (লাইডেন : সম্পাঃ M.J.de Goeje ১৮৭৯-১৯০১) , খ. ১, পৃ.১১৯২, ১১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

এতেই প্রমাণিত হয় যে নবী (সা.) ও কুরাইশদের মধ্যে "ঘরানিক " বিষয়ে সমঝোতা হওয়ার সংবাদ না পেলে শুধু মাত্র আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিতেন না ।[১৩]

হাবশায় হিজরতের কিছুদিন পর এই ঘটনা ঘটল । রাসুলুল্লাহ (সা.) মসজিদুল হারামে নামায পড়ছেন নামাযে সুরাতুল নজম তেলাওয়াত করলেন এবং সিজদার আয়াত পাঠান্তে সিজদা করলেন । তাঁর সাথে শ্রোতা মন্ডলী মুসলমান কাফের সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল ।[১৪] এ কথা ছড়িয়ে পড়ল কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। হাবশায় অবস্থিত মুসলমানরা ও জানল যে মক্কার কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। এতে হিজরতকারীগণ মক্কায় ফিরে এলেন। তাদের সাথে উসমান ইবনে মাযউনও ছিল । তারা মক্কায় এসে যা শুনেছেন তার কিছুই পেলেন না । আবার ফিরে গেলেন তাদের সাথে যুক্ত হল আরেকটি জামাত । এটাই দ্বিতীয় হিজরত । একাধিক বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে"এদের সংখ্যা ছিল নারী ও সন্তান ছাড়া বিরাশি জন । বর্ণিত আছে নারীর সংখ্যা ছিল আঠার জন ।[১৫]

দ্বিতীয় হিজরতের কারনগুলোর মধ্যে ছিল ঘনিভূত বিপদ , ফিৎনার ঘনঘটা , অসহায় মুসলমানদের প্রতি অবিরাম অত্যাচার এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবীদের প্রতি প্রতিনিয়ত শত্রুতা ।[১৬]
মুরসাল হাদীস সমুহে আছে মসজিদুল হারামে নামাযে সূরা নজম তিলাওয়াতের সময় শয়তান রাসুল (সা.) এর তেলাওয়াতে এ কথাটি ঢেলে দেয় تلك الغرا نيق العلا وان شفا عتهن لترجي
সনদগত ভাবে দূর্বল অন্যসব মুরসাল বর্ণনায় আছে , এ বাক্যটি মূলত শয়তান পাঠ করেছিল এবং শুনেছিল শুধু কাফিররা মুসলমানরা শুনেননি তখন মুশরিকরাও মুসলমানদের সাথে সিজদায় পড়ে যায় অবশ্য সমালোচক বিদগ্ধ আলেমগণের একটি বড় অংশ এই ঘটনার ব্যাপারে আপত্তি করেছেন ।[১৭]

----

১৩. ড. হায়কল হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ১৭৭।

১৪. সহীহ বুখারী , ফতহুল বারী , ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫১,৫৫৩,৫৫৭,৫৬০,সহীহ মুসলিম প্রথম খন্ড, পৃ. ৪০৫।

১৫. সহীহ বুখারী , ফাতহুল বারী , ৭ম খন্ড, পৃ. ১৮৯।

১৬. ইবনে সাদ তাবাকাতে (১ম খন্ড, পৃ. ২০৫-২০৬) ওয়াকেদীর সুত্রে বর্ণনা করে সে দূর্বল তাবারী মাশার এর সুত্রে উল্লেখ করেন । সেও দূর্বল রাবী । সিহাহ সিত্তাহ বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই ।

১৭. ইবনে কাছির , ৩য় খন্ড, পৃ. ২২৯, ইবনে হাজার , ফতহুল বারী, ১৮ খন্ড,পৃ, ৪১, নাসিরুদ্দীন আল আবানী এই পুস্তিকায় উল্লেখিত ঘটনাসংক্রান্ত হাদীসগুলো উল্লেখ করে সেগুলো দূর্বল ও বাতিল বলে প্রমাণ করেন। আল্লামা আলুসি বলেন , মুশরিকরা সিজদা করেছিল কারণ আকস্মিকভাবে তাদেরকে ভীতি ও আতঙ্কে পেয়ে বসেছিল তখন তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংসের কথা গভীর মনোযোগ সহ শুনছিল । সম্পাদনা পরিষদ ,নাদরাতুন নাঈম ,১ম খন্ড , দারুল ওয়াসীলা , ঢাকা , এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৩৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হুসায়ন হায়কল আলোচ্য গ্রন্থে "প্রতিমাদের ঘটনা " (কিসসাহ আল ঘরানীক্ব) সঠিক বলে অভিমত পোষণকারী মুসলমান প্রাচ্যবীদ নির্বিশেষে সকলের উপস্থাপিত প্রমাণাদী ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছেন । Willium Muir কতৃক উপস্থাপিত যুক্তিখন্ডন প্রসঙ্গে ড. হায়কল বলেন যে, আবিসিনিয়া হতে মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের পেছনে দুটো কারণ ছিল

ক. প্রথমতঃ আবিসিনিয়া হিজরতের পর উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করায় খোদ কাবা গৃহের সন্নিকটে গিয়ে মুসলমানরা যখন প্রকাশ্য সালাত আদায় করা শুরু করে তখন মক্কার কুরায়শরা মুসলিম নির্যাতন আপাততঃ বন্ধ কর দেয় । ফলে আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত মুসলমানরা স্বদেশে ফিরে আসাকে নিরাপদ ভাবতে থাকে ।

খ. দ্বিতীয়ত ঃ আবিসিনিয়া শাসনকর্তা নৃজ্জাসী কতৃক মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেয়ায় স্বয়ং নাজ্জাসী স্বধর্ম ত্যাগ করেছে মর্মে গুজব রটিয়ে সেখানে বিদ্রোহাবস্থার সৃষ্টি করা হয় । ফলে মুসলমানরা উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের ফলে মক্কাকে পূর্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করে প্রত্যাবর্তন করেছিল । এ ছাড়া ড. হায়কল প্রতীমাদের ঘটনার স্বপক্ষে আনিত আল কুরআনের আয়াতসহ প্রমাণাদীকে প্রাচীন সীরাত গ্রন্থের বর্ণনার বিভিন্নতা , সুরা নজম এর পূর্বাপর ভাষ্য , ভাষা সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ এবং নবী করিম (সা.) এর সত্যনিষ্ঠা বিষয়ক পর্যালোচনা মাধ্যমে অসার প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন । [১৮]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:

যয়নব বিনতে জাহশ

যয়নব বিনতু জাহশ[১৯] (রা) ছিলেন হযরতের ফুফাত বোন । হযরত (সা.) তাঁকে স্ত্রী পোষ্য পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাইলেন । যায়েদ ও পূর্বেই আযাদ হয়েছিল বটে কিন্তু এককালে গোলাম ছিলেন । পক্ষান্তরে যয়নব ছিলেন সম্ভ্রান্ত কুরাইশ ঘরের সুন্দরী মেয়ে । কিন্তু আল্লাহর চোখে সবই সমান । ইসলামে কৌলিন্য অকৌলিন্যের পার্থক্য নেই । যে আল্লাহভীরু সেই মহান । এটাই ইসলামের শিক্ষা । তাই নবীজী বিবাহের এই প্রস্তাব দিলেন । যয়নব নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন " এটা কি আপনার আদেশ না পরামর্শ ? পরামর্শ হলে আমি এতে সম্মত নই । পক্ষান্তরে আদেশ হলে আল্লাহর রাসুলের আদেশ আমি লংঘন করতে পারিনা । "
নবীজী বললেন , "হ্যাঁ আমার আদেশ" ।

----

১৮. প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৮-৮২, Antonie wesselse. প্রাগুক্ত পৃ. ৫৭-৬৪ ।

১৯. ১. যয়নব বিনতু জাহশ : জাহাশের নাম প্রথমে ছিল বুর্রাহ , রাসুলুল্লাহ (সা.) তা পরিবর্তন করে জাহাশ রাখেন । যয়নব (রা)এর পূর্ব নাম বার্রা , রাসুলুল্লাহ (সা.) যয়নাব নামকরন করেন। নবী (সা.) এর ফুফু "উময়মাহ " তাঁর মা । হি. ২০/২১ সালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন । তু. মুখতসর আল সীরাত আল নভবীয়্যাহ , রাবিতা আল আলম আল ইসলামী কতৃক প্রকাশিত (মক্কাহ , ১৯৯০) ৫ম সংস্করণ , পৃ. ৫৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

যথাসময়ে বিবাহ হল । বছর কাল তাদের বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত হল কিন্তু একাধিক কারনে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের না হয়ে বরং দুঃখেরই হল । যায়েদ অবশেষে তাকে তালাক দিতে উদ্যত হয়ে নবীজীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবীজী তাকে বুঝিয়ে এ কাজ থেকে বিরত রাখেন । শেষ পর্যন্ত সম্পর্কের কোন উন্নতি হল না । তখন যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দেন ।

সম্বন্ধটি অপমানজনক ও আপত্তিকর হওয়া সত্ত্বেও শুধু নবীজীর কথায় যয়নব এতে সম্মত হয়েছিলেন।পূর্ণ যৌবনে স্বামী হারা এখন পরম দুঃখে দিন কাটাতে লাগলেন । তার মনোকষ্ট লাঘবের জন্য নবীজী নিজের আশ য়ে তাকে নিয়ে আসার সংকল্প করলেন । সমাজের ভুল প্রথা দুর করার জন্য তিনি সকল সংশয় সংকোচ ত্যাগ করে যয়নবের কাছে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন ।যয়নবের অন্তরে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হতে লাগল কিন্তু মুখে বললেন আল্লাহর সাথে পরামর্শ না করে আমি কিছু বলতে পারিনা । তারপর অযু করে দুই রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। "হে প্রভু তোমার রাসুল বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছে । আমি যদি তাঁর খেদমত করার যোগ্য হয়ে থাকি তবে তার সাথে আমার পরিনয়সুত্রে আবদ্ধ কর।[২০]

নবীজীর কাছে আয়াত আসল " আপনি মানুষকে ভয় করেন ? ভয়তো আল্লাহকেই করতে হয় । " পরে বিবাহের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বলা হল

فلما قضى زيد منها وطر ا زوجناكها

যায়েদ যখন তার (যয়নবের) সাথে নিজের বাঁধন চুকিয়ে ফেলল (তখন) আমি তাকে বিবাহ বন্ধনে আপনার সাথে বেঁধে দিলাম ।

আর যে মহৎ উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে তা হল

لكيلا يكون علي المو منين حرج في ازواج ادعيا ئهم اذا قضو ا منهن وطرا او كا ن امر الله مفعو لا

" যেন বিশ্বাসীদের জন্য তাদের পোষ্য পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোন আপত্তি না থাকে । যখন তারা স্ত্রীদের সঙ্গে বিষয় চুকিয়ে ফেলে এবং আল্লাহর স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তই কার্যকর হয় ।"[২১]

----

২০. মাহমুদুর রহমান , মাহবুবে খোদা (সা.) , জানুয়ারী ২০০০,ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৩০৬-৭।

২১. আল কুরআন ৩৩ ঃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

যয়নবের জন্য এটা ছিল বিরাট সুসংবাদ । এ সংবাদ শুনামাত্র যয়নব (রা)আল্লাহর স্মরণে সেজদায় পড়েন । অতপর সংবাদ বাহিকাকে নিজের পরিহিত অলংকার খুলে দেন । সবশেষ আল্লাহর শুকরিয়া হিসেবে দুই মাস রোযা রাখার মানত করেন।

যথাসময়ে শুভ বিবাহ হল এবং ওলীমা ভোজনে সবাইকে আপ্যায়িত করা হল । যয়নব নিজে উপার্জন করে উহা নবীজীর সেবা ও ভিখারীদের সাহায্য করতেন । একদা নবীজী বিবিগনের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন আমার ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম সেই বিবি আমার সাথে মিলিত হবে যার হাত লম্বা । একথা শুনে সকলে কাঠির সাহায্যে হাত মাপতে শুরু করল । দেখা গেল হযরত সাওদার হাত সবচেয়ে লম্বা । কিন্তু নবীজীর ওফাতের পর সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন হযরত যয়নব (রা) তখন সকলে বুঝলেন লম্বা হাতের অর্থ দানশীলা । একটি ব্যাপারে তাঁর দানশীলতা আন্দাজ করা যেতে পারে । হযরত ওমর (রা) এর শাসনকালে বার হাজার দিরহাম তাঁর ভাতা হিসেবে তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তিনি মুখ লুকিয়ে ফেলেন এবং সেবককে ঘরের এককোণে উহা রাখতে আদেশ দিলেন । অতঃপর শুরু হল বিতরণের কাজ । দুই হাতে তিনি সব বিতরণ করে দিলেন । [২২]

সমালোচনার জবাব :

কাফির ও মুনাফিকরা যায়নব (রা) এর বিবাহের পর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল যে, মুহাম্মদ তো পুত্রবধু বিবাহকে নাজায়েজ বলে থাকেন । কিন্তু আবার নিজ পুত্র বধুকেই বিবাহ করে বসেছেন । তাদের এ সমালোচনার কারন হল যায়েদ ইবনে হারিছা (রা)। তখন তাদের জবাবে আয়াত নাযিল হল

ما كان محمد ا با احد من رجا لكم

"মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের কোন পুরুষ ব্যক্তির পিতা নন । " সাথে সাথে তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলোনা বরং প্রত্যেককে তার পিতার দিকেই সম্পর্কিত করতে হবে । তাই সেদিন থেকে তাঁকে যায়েদ ইবনে হারেছা (রা) বলা হতে লাগল ।

---

২২. প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৮ । ড. মজিদ আলী খান , শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃ. ৩৫৫, অনুবাদ -আবু মুহাম্মদ , এপ্রিল ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সূরায়ে আহযাবে তার উল্লেখ রয়েছে

وما جعل ادعيا نكم ابنا نكم ذ لكم قو لكم با فوا هكم و الله يقول الحق وهو يهد ى السبيل ادعو هم لا
بائهم هو اقسط عند ا لله فان لم تعلمو ا با ء هم فا خوا نكم في الدين و موا ليكم-

"আল্লাহ তোমাদের পালক পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র বানান নি , এটা হচ্ছে তোমদের মুখের কথা আল্লাহ হক কথা বলে দেন এবং তিনিই পথ প্রদর্শন করেন । তাদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকবে এটাই আল্লাহর কাছে অধিকতর ন্যায় সঙ্গত । যদি তোমরা তাদের পিতাদের সম্পর্কে অবহিত না থাক তারা তোমাদের ধর্ম সম্পর্কিত ভাই এবং তোমাদের মাওলা আযাদকৃত গোলাম ।" [২৩]

" হায়াতু মুহাম্মদ " গ্রন্থের নবী করিম (সা.) এর সহধর্মিনীগণ শীর্ষক সপ্তদশ অধ্যায়ে যয়নব বিনতু জাহশ এর সাথে রাসুল (সা.) এর বিয়েকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যবীদগণ যে কল্পকাহিনী প্রচার করেছে ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল এর যথাযথ উত্তর প্রদান করেছেন । উল্লেখ্য ইতিপূর্বে জয়নবের বিয়ে হয়েছিল হযরত খাদীজাহ (মৃ. খৃ. ৬২০) এর মুক্ত দাস , নবী (সা.) এর পালকপুত্র হযরত যায়েদ বিন হারেসা (মৃ. খৃ. ৬২৯) এর সাথে । হযরত যায়েদের সাথে হযরত যয়নবের বনিবনা না হওয়ায় এক পর্যায়ে যায়েদ তাকে তালাক দেন । নবী (সা.) যয়নবকে বিয়ে করার আকাংখা থাকলেও তিনি তা মুখে প্রকাশ করতেন না। পরে এ বিষয়ে আল কুরআনের ইতিবাচক আয়াত নাযিল হয় । [২৪]

প্রাচ্যবিদদের এ বিষয়ে অপপ্রচারের উদাহরণ হিসেবে Willium Muir এর মন্তব্যটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

As Mohammed waited at zeids door , The wind blew asid the Curtain of Jainab's chambers and disclosed her in a scanty undress.[২৫]আরো যারা এ বিষয়ে কল্পিত মন্তব্য করেছে তারা হলো : প্রাচ্যবীদ Dermengham , Washington Irving , Lammens প্রমুখ ।[২৬]

----

২৩. আল কুরআন ৩৩ ঃ ৩-৪। আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ দানাপুরি (র) আসাহহুস সিয়ার ,অনুবাদ মাওলানা আ. ছ. ম. মাহমুদুল হাসান খান ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৬১৯-২০।

২৪. তু. আল কুরআন , ৩৩:৩৭।

২৫. W. Muir. The Life of Mohammed (Edinburgh, 1923) p-291 note 1.

২৬. তু. ড. হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ৩২৬-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত কয়েকটি উদাহরণ ছাড়া আরো অনেক বিষয়ে প্রাচ্যবীদদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত সমালোচনা ও কুৎসার যথাযথ ও যৌক্তিক উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ড. হায়কলের আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কতিপয় মিমাংসিত বিষয়ে তিনি প্রাচ্যবীদদের অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেছেন । নিম্নে এ জাতীয় কতিপয় উদাহরণ পেশ করছি :

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :

হস্তি বাহিনী ধ্বংসের কারণ

ক. খৃ. ৫৭০ সালে ইয়ামেনের বাদশাহ আবরাহা আল আশরাম কার সৈন্য সামন্ত নিয়ে কাবাহ ঘর ধংসের উদ্দেশ্যে মক্কাহ উপত্যকায় অবস্থান নেয় । এ পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত শক্তি সামর্থ না থাকায় কুরায়শরা ইচ্ছা থাকা সত্বেও প্রতিরোধ পরিকল্পনা ত্যাগ করে পাশ্ববর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নেয় । ঐতিহাসিক বিবেচনায় এ ঘটনাকে আম আল ফীল (হাতীর বছর) বলা হয় । পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করে তাদের মুখে থাকা কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে আসহাব আল ফীল বা হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করে দেন ।[১]

অথচ ড. হুসায়ন হায়কল হস্তী বাহিনী ধ্বংসের কারন হিসেবে মহমারী আকারে গুটি বসন্তের প্রকোপের কথা উল্লেখ করেছেন । এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে , ড. হায়কল এ বিষয়ে প্রাচ্যবীদদের মত পোষণ করার পাশাপাশি কংকর নিক্ষেপে হস্তী বাহিনীকে ধংসের বর্ণনা সম্বলিত সূরা ফীলের আলোচনায় উদ্ধৃত করেছেন সত্য , কিন্তু কোন বক্তব্যটি তার নিকট গ্রহন যোগ্য এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করে প্রকারান্তরে প্রাচ্যবীদদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেছেন বললে অত্যুক্তি হবেনা ।

আসহাবুল ফীলের ঘটনা:

আবরাহা কাবাঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা আক্রমণের জন্য এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করে একদিন তিনি এ বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিযানে রওয়ানা দেন । বিরাট এক হাতিতে সওয়ার ছিল আবরাহা। তার বাহিনীও হাতিতে সওয়ার হয়ে চলছিল । কোরাইশরা এ খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে । এদিকে যানাফার নামক এক ব্যক্তি একদল সৈন্য নিয়ে আবরাহার সাথে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে পড়ে । কিন্তু তারা আবরাহার বাহিনীর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। আবরাহার বাহিনী তাদের বন্দী করে ফেলে । অনুরূপ নোফায়েল ইবনে হাবীব খাছআমি নামক ইয়ামেনের আরেক ব্যক্তি আবরাহার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন। তাদেরকে ও আবরাহার বাহিনী বন্দী করে ।[২]

----

১. আল কুরআন , ১০৫ঃ ১-৫ ।

২.ড. হায়কল, হায়াতু মুহাম্মদ,পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

মক্কায় আবরাহার দূত হুনাতা আল হিময়ারীকে এ বলে প্রেরণ করল এ শহরে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা নেতাকে অনুসন্ধান করে বের করবে এবং বলবে বাদশাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি কেবল কাবা ঘর ভাঙ্গতে আসছি । হুনাতা মক্কায় প্রবেশ করে জানল এখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা নেতা হলেন আব্দুল মুত্তালিব সে তাঁর কাছে গিয়ে আবরাহার বক্তব্য জানাল ।

আব্দুল মুত্তালিব বললেন , আল্লাহর কসম ! আমাদের ও তার সাথে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছা নাই ।[৩] হুনাতার প্রস্তাব মত তার সাথে আব্দুল মুত্তালিব কয়েকজন পুত্রসহ আবরাহার নিকট গেলেন ।আবরাহ তাকে দেখে খুব সম্মান করল । আবরাহা নিজে আসন হতে নেমে গালিচায় বসল এবং আব্দুল মুত্তালিবকে তার পাশে বসাল ।

কথা প্রসঙ্গে আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো ফেরৎ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন । আবরাহ অবাক হয়ে বলল বড়ই আশ্চার্যের ব্যাপার যে তুমি আমার সাথে নিজের উটগুলো ফেরৎ পাওয়ার জন্য আলোচনা করছ , অথচ কাবা গৃহ , যা তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধর্মীয় ভিত্তি এর ব্যাপারে তো একটি কথাও বলোনি । আব্দুল মুত্তালিব উত্তর দিলেন , আমি উটগুলোর মালিক , এজন্যে সেগুলো ফেরৎ পাওয়ার আগ্রহ করছি । আর কাবা গৃহের মালিক তো আল্লাহ , তিনি অবশ্যই তা রক্ষা করবেন । আবরাহা কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আব্দুল মুত্তালিবের উটগুলো ফেরৎ দেয়ার নির্দেশ দিল । আব্দুল মুত্তালিব উটগুলো নিয়ে ফেরৎ এলেন । এসে তিনি অধিবাসী কুরাইশদের মক্কা ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। উটগুলো কাবাগৃহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন । এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে কাবার দরজায় উপস্থিত হয়ে মুনাজাতের মাধ্যমে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন আর এ কবিতার মাধ্যমে প্রার্থনা করলেন ।

لا هم ان المر ء يمنع * ر حلة فا منع رحا لك
وا نصر على ا ل الصليب * و عا بد يه اليوم الك
لا يغلبن صليبهم * ومحا لهم ا بد محا لك
جر و ا جميع بلا د هم * و ا لفيل كي يسبوا عيا لك
عمد و ا حما لك بلد يهم * جهلا وما ر قبو ا جلا لك

---

৩. আল্লামা ইবনে কাছির , আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া , ২য় খন্ড পৃ. ১৭১-১৭২ ।

Dhaka University Institutional Repository

"হে আল্লাহ , বান্দা তার জায়গার হেফাজত করে , তুমি নিজ গৃহের হেফাজত কর । ক্রুশের অধিকারী এবং ক্রুশের উপাসনাকারীদের মুকাবেলায় তোমার অনুসারীদেরকে সাহায্য কর । ওদের ক্রুশ ও ওদের প্রচেষ্টা তোমার ইচ্ছার উপর কখনই বিজয়ী হতে পারবে না। সৈন্য সামন্ত ও হাতি নিয়ে ওরা এসেছে তোমার প্রতিবেশীদের গ্রেফতার করতে । তোমার হেরেমকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা এসেছে , তোমার বড়ত্বও শক্তিমত্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করছে না । "[৪] প্রার্থনাশেষে আব্দুল মুত্তালিব নিজ সাথীসহ পাহাড়ে আরোহন করলেন । আর আবরাহা সৈন্য সামন্ত সহ কাবাগৃহকে ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হল । দেখতে দেখতে ঝাঁকে ঝাঁকে চোট ছোট পাখি দৃষ্টিগোচর হলো প্রতিটির ঠোঁটে ও দুপায়ের থাবায় ছোট ছোট পাথর ছিল যা ক্ষণে ক্ষণে সৈন্যদের উপর পতিত হতে শুরু হল ।

আল্লাহর মহিমায় ঐ ছোট ছোট পাথরগুলো গুলির মত কাজ করল এগুলো মাথায় পড়ে দেহ ভেদ করে বের হতে শুরু করল।তাদের কল্পনাতীত এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দ্রুত পলায়ন করতে লাগল । যার উপর ঐ পাথর পড়ত সে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করত এভাবে আবরাহার সৈন্য-সামন্ত ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল ।[৫]

আবরাহার পরিণতি :

আবরাহা ও তার কিছু অনুসারী সেখান থেকে পিছনে ফিরে পালাতে লাগল । যে কোন স্থানে গেলে তার শরীর হতে একটি অঙ্গ খসে পড়ত । এভাবে খাসআম এলাকায় পৌছলে তখন তার মাথা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না । এখানেই সে মারা গেল । আবরাহার উজির সাময়িকভাবে তখন নিস্কৃতি পেলেও তার জন্যে নির্ধারিত পাখিটি তার অনুসরণ করছিল । উযীর নাজাশীর নিকট পৌছলে সকল ঘটনা বর্ণনা করল। তার বলা শেষ হতে না হতেই পাখিটি শূন্যে তার মাথার উপর এসে কংকর নিক্ষেপ করল। এবং সে বাদশাহর সামনেই মারা গেল । আল্লাহ তায়ালা প্রেরিত এ ভয়াবহ শাস্তি আবরাহ ও তার সৈন্যদের ভক্ষিত ভূষির ন্যায় করে দেন । তাদের ব্যর্থতার বিষয়ে কুরআনে কারীমে সুরা ফীলে (১০৫ ঃ ১-৫) সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৬] আরবদেশে এ ঘটনা এতই গুরুত্ব ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল আরবগণ ইহাকে আমুল ফীল (হস্তী বছর) নাম রাখেন ।

----

৪. প্রাগুক্ত,সীরাতুল মুস্তফা (স.), ১ম খন্ড, পৃ. ৫৬-৫৭।

৫. প্রাগুক্ত , পৃ. ৫৮।

৬. প্রাগুক্ত, সীরাত বিশ্বকোষ, চতুর্থ খন্ড , পৃ. ১৪৩,১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধবাদীদের জবাব:

আসহাবুল ফীলের এ ঘটনা বর্ণনা পরম্পরা ও ইতিহাসে এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, মক্কায় সূরা ফীল অবতীর্ণ হওয়ার পর ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরেকদের রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে প্রচন্ড শত্রুতা থাকা সত্বেও কোন পক্ষ হতে ইশারা ইঙ্গিতে ও এ কথা বলা হয় নি যে এ ঘটনা অমুলক বা ভিত্তিহীন । নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি রাসুলের দরবারে আসলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে চেষ্টা করলেও তারা আসহাবুল ফীলের এ ঘটনাকে তারা মিথ্যা বলতে পারেনি। সূরা ফীল নাযিল হয়েছিল এ ঘটনার প্রায় ৪২/৪৩ বছর পর । কাজেই উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীই জীবিত ছিল প্রায় এক হাজারের অধিক লোক । আর পিতা মাতা বা অন্যান্য সুত্রে শোনা লোকের সংখ্যা ছিল প্রায় লক্ষাধিক । তাই এ ঘটনাকে বা ঘটনার কোন অংশকে অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না । কিন্তু শত বছর পর পাশ্চাত্যের কোন কোন ঐতিহাসিক কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই ঘটনার বিরাট অংশ অস্বীকার করে বলেন , আবরাহার সেনাবাহিনী পাখির পাথর নিক্ষেপে নয় বরং বসন্তের প্রকোপে ধ্বংস হয়েছিল । [৭]

সপ্তম পরিচ্ছেদ :

বক্ষবিদীর্ণ (শক্কুস সদর)

কখনো কখনো নবী রাসুলগণের সহিত আল্লাহ তায়ালা এমন বিরল ও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটান , যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা বহির্ভূত অলৌকিক এবং মানবীয় শক্তি সামর্থের উর্ধ্বে । সাধারণ দৃষ্টিতে এ সমস্ত ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হলেও এগুলি সত্য , ইতিহাসের অনেক তথ্য প্রমাণ ইহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করে । এ রকম অস্বাভাবিক অলৌকিক ঘটনাবলীকে মুজিযা বলা হয় । রাসুলে কারীম (সা.) এর জীবনে এ রকম বহু মুজিযা সংগঠিত হয়েছে । এর মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ মুজিযা হল মহানবী (সা.) এর বক্ষ বিদারন (শাক্কুস সদর)এর ঘটনা তাঁর জীবনে মোট চারবার সংঘটিত হয়েছে ।

বক্ষ বিদারণ কি?

শাক্ক (شق) অর্থ বিদারণ অর্থাৎ কোন বস্তুকে চিরিয়া ফেলা বা খন্ডিত করা । সদর (صدر) অর্থ বক্ষ , সীনা । সাধারণত বক্ষ বা সীনা বলতে কণ্ঠ বা পেটের মধ্যবর্তী অংশকে বুঝায়। কিন্তু আহলে মারিফাত ও তাত্ত্বিকগণের মতে এর অর্থ কিছুটা ভিন্ন ও গভীর । তাদের মতে কলব (قلب) এর দুটি দ্বার আছে। একটি দ্বার নফসের দিকে ইহাকে সদর বা বক্ষ বলে । অপর দ্বারটি রূহের দিকে । রূহের দ্বারের তুলনায় বক্ষের দ্বারটি অতি সংকীর্ণ । মানুষের কলব স্বভাবতই বিশাল ও প্রশস্ত । ইহার একদিকে সুপ্রবৃত্তি (বিনয় , নম্রতা , ধৈয , সহনশীলতা , দান ,অনুগ্রহ ,স্নেহ , মমতা ,অল্পেতুষ্টি ইত্যাদি গুণাবলী) উপাদান গচ্ছিত আছে । ; অনুরূপভাবে কু প্রবৃত্তির উপাদান ও রয়েছে (যথা হিংসা বিদ্বেষ , অহংকার , ক্রোধ, লোভ কার্পণ্য , স্বার্থপরতা , পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি) ।

----

৭. প্রাগুক্ত , পৃ. ১৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

শয়তান নফসের দিক থেকে কলবে হামলা করে কুপ্রবৃত্তির উপাদানগুলোকে উত্তেজিত করে দেয়। এতে বক্ষের দ্বারটি আরও সংকীর্ণ হয়ে যায়। এবং মানুষ আরো অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে । তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হতে থাকে । তাই প্রয়োজন বক্ষের দ্বারকে প্রসস্ত ও সম্প্রসারিত করা যাতে কলবের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হতে পারে । আর যদি বক্ষের এ সম্প্রসারণ বিকাশ অর্জন কেবল আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দৈহিক ও শারীরিক ভাবেও প্রসারিত হয় একে শাক্কুস সদর বলে।[১]

বক্ষবিদারণের রহস্য:

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (রা.) বলেন , সৃষ্টিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মালাকুতি ও শয়তানী নামক দুটি দৈহিক শক্তি বিদ্যমান আছে । প্রথমটি দ্বারা মানুষ ফেরেশতাদের স্বভাব গ্রহণ করে আর অপরটি দ্বারা ফেরেশতাদের স্বভাব গ্রহণ করে । যেহেতু রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সংশ্রব হবে জগতের সাথে এবং সর্বদা তাঁর সংবাদ আদান প্রদান এবং কথোপথন হবে ফেরেস্তাদের সাথে , এজন্যই তার মালাকুতি শক্তি ক্ষমতাশালী হওয়া আবশ্যক ।[২]

পক্ষান্তরে শয়তান যে তাকে তাঁকে কোন কুমন্ত্রণা দিতে পারবেনা । ইহাও প্রমাণিত যেমন রাসুলুল্লাহ (সা.) শয়তান সম্বন্ধে স্বয়ং বলেছেন و لكن اسلم "কিন্তু আমি তার কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষিত " অথবা সে আমার আনুগত্য স্বীকার করেছে ।[৩] সুতরাং তাঁর পবিত্র শরীরে শয়তানী শক্তি থাকার কোন আবশ্যকতা নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বক্ষবিদারণের অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় ।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, সীরাত বিশ্বকোষ, চতুর্থ খন্ড , ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , পৃ. ২৪৮।

২.শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী , হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা (করাচি ঃ আসাহহুল মাতাবি , ১৯৫২), ২য় খন্ড পৃ. ১০৫।

৩.হাদীস শরীফে আছে , রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি শয়তান থাকে । তখন সাহাবী বললেন হুজুর তবে কি আপনার সঙ্গেও আছে ? তিনি বললেন হাঁ , কিন্তু আমি তার কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকি । যদি اسلم শব্দের আলিফ পেশ যুক্ত এবং লাম জবর যুক্ত পড়া হয় তবে এ অর্থ হবে । আর যদি উক্ত অক্ষরদ্বয় যবর দিয়ে পড়া হয় তখন তার অর্থ হবে কিন্তু সে আমার আনুগত্য স্বীকার করেছে। মিশকাতুল মাসাবিহ , ১ম খন্ড , পৃ. ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হায়কল কতৃক হায়াতু মুহাম্মদ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে উপস্থাপিত রাসুল (সা.) এর বক্ষ বিদীর্ণ (শক্কু সদর)শীর্ষক প্রতিবেদনটি স্পষ্ট নয় । প্রথমে তিনি বক্ষ বিদীর্ণ করা সম্পর্কে ইবনে ইসহাক ও আল তাবারী এবং পরে W. Muir ও Dermenghem এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। এরপর কারো নাম উল্লেখ না করে কতিপয় ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদের অভিমত উল্লেখ করেছেন । কিন্তু ড. হায়কল এ সকল উদ্ধৃতির মধ্যে এমন ভাবে হারিয়ে গিয়েছেন যে , নবী করিম (সা.) এর বক্ষ বিদীর্ণ করা সম্পর্কিত একটি স্বচ্ছ চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন বলা চলে ।

অধিকন্তু উদ্ধৃত বিভিন্ন অভিমত বিশেষত প্রাচ্যবীদ W. Muir ও Dermenghem এর ভাষ্যের মাধ্যমে তিনি এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ বিষয়ে তিনি সন্দেহ মুক্ত নন । সোজা কথায় বলতে হয়, নবী (সা.) এর বিভিন্ন মুজেযাহ অস্বিকারকারী একটি শ্রেণীর পাশ্চাত্য চিন্তাবীদদের ঠুনকো যুক্তির বেড়াজালে লেখক জড়িয়ে পড়েছেন । [8] যেখানে মুজিযা সেখানে এগুলোকে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ মানা না মানার পক্ষে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অজুহাত দাঁড় করানো বৈ আর কিছু নয় ।

----

৪. বিস্তারিত দেখুন হায়কল , প্রাগুক্ত , পৃ. ১২৭-৯ ; বক্ষবিদীর্ণের ঘটনার প্রমাণ হিসেবে নিম্নে বিশুদ্ধ হাদীসগুলো উল্লেখযোগ্য :
ক. ইমাম মুসলিম আনাস বিন মালেক হতে বর্ণনা করেন :

فا .أ تاه جبرائيل عليه الصلا ة والسلا م وهو يلعب مع الغلما ن فأ خذه فصرعه فشق عن قلبه (ص)أن رسول الله
ثم لأمه ثم اعاده في مكا ,هذا حظ الشيطا ن منك من غسله في طست من ذهب بما ء زمزم :فقا ل ,ستخرج منه علقة
قا ل انس وقد كنت أري اخر ,إ ن محمد ا قد قتل فستقبلو وهو منتقع اللون :نه و جا ء الغلما ن يسعون الي امه فقالو
ذلك المخيط في صدره

মুসলিম আল ঈমান প্রথম খন্ড , পৃ. ১৬১, উদ্ধৃত , ড. সাদ আল মারসফী , আল জামী আল সহীহ লি আল সীরত আল নবী (লেবানন : মুওয়াসসহ আল রয়্যান , খৃ. ১৯৯৪) , পৃ. ১২৭ ।
খ.আল ইসরা ও মীরাজ বিষয়ক হাদীসে শায়খায়ন এর বর্ণনায় ক্বাতাদাহ আনাস বিন মালেক হতে তিনি মালেক বিন সসহ হতে বর্ণনা করেছেন :

ثم ملي ,ثم غسل البطن بماء زمزم ,فشق من النهر الي مراق البطن ,فأ تيت بسطت من ذهب ملان حكمة وايمانا
حكمة و ايما نا- আল বুখারী : ৫৯ بد ء الخلق :(৩২০৭) ৬৩ منا قب الأ نصار (৩৮৮৭) ,

মুসলিম : ১. আল ঈমান , ২৬৪ ; আল নাসাঈ : ১: ২১৭ ৮ ; আল তিরমীযি সংক্ষেপিত (৩৩৪৬), উদ্ধৃত প্রাগুক্ত ।
গ. আল ইসরা রজনীতে সংঘটিত বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা কেউ কেউ অস্বীকার করলেও আল কুরতুবী এ দাবী মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য হল এ বিষয়ে বর্ণনাকারীগন সকলেই "মশহুর" , তু . ফতহ আল বারী , ৭ম খন্ড, পৃ. ২৪৪-৫, উদ্ধৃত , প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বক্ষবিদারণ

সর্বপ্রথম রাসুলে কারীম (সা.) এর জীবনে বক্ষবিদারণের ঘটনা সংঘটিত হয় তাঁর শৈশবকালে তখন তিনি বনু সাদ গোত্রের তাঁর দুধমাতা হযরত হালিমা সাদিয়া (রা.) এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হচ্ছেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল দুই বছর কয়েক মাস [৫]। ইবনে সাদ ও কতিপয় ঐতিহাসিকদের মতে এ সময় তার বয়স ছিল চার বছর ।[৬] একবারের ঘটনা , তিনি তাঁর দুধ ভাইদের সাথে জঙ্গলে বকরী চড়াতে গেছেন । তার দুধ ভাইয়েরা একে একে দৌড়ে এসে খবর দিল , সাদা পোষাকধারী দু'ব্যক্তি আমাদের কুরাইশী ভাইকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পেট চিড়ে ফেলেছে ; আর এখন তা সেলাই করছে ।

একথা শুনে হালিমা ও তার স্বামী দিশেহারা হয়ে পড়লেন , পড়ি মরি করে উভয়ে দৌড় দিলেন । দেখলেন , তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর পবিত্র চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে । হালিমা বলেন , সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে বুকে চেপে ধরলাম । এরপর তাঁর দুধ পিতা তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন । তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম , ঘটনা কি ছিল ? তিনি ঘটনা খুলে বললেন (এটি আবু ইয়ালা ও তাবারানী বর্ণিত ; বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য) [৭]

অতঃপর ফেরেস্তা তাঁর বুক সুই দিয়ে সেলাই করে দেন এবং দাই কাঁধের মাঝখানে একটি মোহর স্থাপন করেন । তাঁর রাসুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমা খেয়ে বললেন , হে আল্লাহর রাসুল ! আপনি ভীত হবেননা আপনি যদি জানতেন যে, মহান আল্লাহ আপনার সম্পর্কে কেমন ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহলে আপনি অত্যন্ত খুশি ও স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন । [৮]

বক্ষ বিদারণের কাজ শেষ করে একজন ফেরেস্তা অন্য একজন ফেরেস্তাকে বললেন , তাঁকে দশজন লোকের সাথে ওজন দাও । ওজন করা হল । এতে তিনি ভারী হলেন ফেরেস্তা আবার বললেন তাঁকে একশজন লোকের সাথে ওজন কর এতেও তিনি ভারী হলেন । তখন আদেশকারী ফেরেস্তা বললেন , আল্লাহর শপথ ! যদি তাঁকে তাঁর সমস্ত উম্মতের সাথে ওজন দেয়া হয় তা হলেও তিনিই ভারী হবেন । [৯]

----

৫. ইবনে কাছির , আস সীরাতুন নভবিয়্যাহ , ১ম খন্ড, পৃ. ২২৪ ।

৬. ইবনে সাদ , তাবাকাত , ১ম খন্ড , পৃ. ১১২ ।

৭. প্রাগুক্ত, সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৬. সীরাতুল মুস্তফা (সা.), ১ম খন্ড, পৃ. ৭৭।

৮. কাসতুলানী , আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ , ১ম খন্ড, পৃ. ৩০, ফাতহুল বারী , ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬৪ ।

৯. প্রাগুক্ত, সীরাতে ইবনে হিশাম , ১ম খন্ড পৃ. ১৭৪ । সীরাতুল মুস্তফা (সা.) , ১ম খন্ড, পৃ. ৭৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুলে করীম (সা.) বলেন , আমি উহার শীতলতা এখনও আমার বুকে অনুভব করছি । তিনি আরও বলেন যখন ফেরেস্তাগণ বক্ষবিদারণ শেষে আকাশের দিকে চলে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাদের দিকে তাকিয়েই ছিলাম । রিওয়ায়াতকারী সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)বলেন আমি বক্ষ বিদারণের চিহ্ন কখনো তাঁর বক্ষে দেখতে পেতাম । [১০]

দ্বিতীয়বার বক্ষবিদারণ

দ্বিতীয়বার রাসুলে কারীম (সা.) এর বক্ষবিদারণ হয়েছিল যখন তিনি দশ বছরের বালক । ঘটনার বিবরণ এই যে, একদিন তিনি কোন এক বালুময় মাঠে সমবয়সী ছেলেদের সাথে খেলছিলেন । হঠাৎ দুজন ফেরেস্তা তাঁর সামনে আসলেন । রাসুল (সা.) তাঁদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন , তারা ছিলেন মানুষের আকৃতির।

তাঁদের মুখমন্ডল এতই জ্যোতির্ময় ছিল যে, আমি এর আগে এমন চেহারা কখনো দেখি নাই। তাঁদের পরিহিত পোষাক অতি উজ্জল , পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, এবং পরিপাটি ছিল । তারা ছিলেন হযরত জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আ.) । রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন , তারা উভয়ে আমার কাছে এসে আমার বাহুদুটো এমনভাবে ধরলেন যে, আমি কোন ব্যথা অনুভব করিনাই । তাঁরা আমাকে খুব সতর্কতার সাথে শুইয়ে দিলেন যে, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থানচ্যুত হলনা । তারপর তাঁরা আমার বক্ষবিদীর্ণ করলেন এবং একজন অপরজনকে বললেন ,তাঁর কলব চিড়ে তা হতে হিংসা দ্বেষ ও ঘৃণার পদার্থ বের করে ফেলে দাও । তখন একজন ফেরেস্তা আমার হৃদপিন্ডের মধ্যভাগ হতে জমাট বাঁধা কিছু রক্ত বের করে ফেলে দিলেন । এবং কাঁধের আনিত একটি স্বর্ণের পেয়ালায় রাখা পানি দ্বারা ইহা খুব ভালভাবে ধুয়ে দিলেন । অতঃপর ফেরেস্তা দুজনের একজন অপরজনকে বললেন এখন তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরে স্নেহ , ভালবাসা , ও মায়া মমতা ঢেলে দাও । তখন তাঁরা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে কোমল এক জাতীয় পদার্থ ঢেলে দিলেন । এবং হৃদয়টি যথাস্থানে আবার স্থাপন করলেন । অতঃপর তাঁরা আমার বৃদ্ধাঙ্গুলী ধরে বললেন , শান্তিতে থাকুন । রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন , এই ঘটনার পর হতে আমি পৃথিবীর সকলের প্রতি আমার হৃদয়ে সীমাহীন দয়া , মমতা ও ভালবাসা অনুভব করতে লাগলাম । [১১]

----

১০. সম্পাদনা পরিষদ, সীরাত বিশ্বকোষ, চতুর্থ খন্ড , ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , পৃ. ২৫১ ।

১১. ইবনে কাছির , তাফসীরুল কুরআনিল আযীম , বৈরুত ১৯৯৬ খৃ. ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪৭৭. আল আলুসী ,রুহুল মাআনী , বৈরুত ১৯৯৪ খৃ. ১৫ খন্ড , পৃ. ৩৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদারণের রহস্য :

প্রখ্যাত সীরাত গ্রন্থকার ইদ্রিস কান্দলভী (র.) বলেন , দশবছর বয়সে সাধারণত বালকদের মন মানসিকতা খেলাধুলার প্রতি খুবই ঝুকে পড়ে যা বালককে আল্লাহ হতে গাফেল করে দেয় । তাই এ সময় তাঁর বক্ষবিদারণ করে খেলাধুলার প্রবণতাকে দূর করা হয়েছে ।[১২]

তৃতীয়বার বক্ষবিদারন :

তৃতীয়বার বক্ষবিদারন করা হয়েছিল রাসুলুল্লাহ (সা.) এর চল্লিশ বছর বয়সে । এ সময় তিনি হেরা গুহায় নির্জনে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল ছিলেন । একদিন গভীর রজনীতে তিনি সময় নির্ণয়ের জন্য তারকার অবস্থান দেখার উদ্দেশ্যে গুহা থেকে বের হয়ে আসেন । হঠাৎ তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন , কেউ যেন তাঁকে মধুর কণ্ঠে সালাম জানাচ্ছেন । আমি তৎক্ষণাৎ ঘরে চলে আসলাম এবং খাদিজাকে ঘটনাটি খুলে বললাম খাদিজা বললেন এটাতো সুসংবাদ , আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই সালাম দাতা যেই হোকনা কেন তিনি আপনার কোন ক্ষতি করবেন না ।

কারণ সালাম তো নিরাপত্তা ও শান্তির বাণী ।রাসুলে কারীম (সা.) বলেন , কিছুসময় পর আমি গুহার বাহিরে এসে এবার দেখলাম হযরত জিব্রাইল (আ.) দাঁড়িয়ে আছেন । তাঁর একটি বাহু পশ্চিমাকাশের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত আর অন্য বাহুটি পূর্বাকাশের সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত । জিব্রাঈলের এই বিরাটকায় অবয়ব দেখে ভয় পেয়ে গেলাম এবং গুহায় চলে যেতে উদ্যত হলাম । এমন সময় তিনি পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলেন আপনি অমুক স্থানে চলে আসবেন । আমি যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হলাম জিব্রাঈলকে দেখতে পেলাম তিনি আমার নিকট এসে আমাকে শোয়ালেন এবং আমার বক্ষবিদীর্ণ করে হৃদপিন্ড বের করে আনলেন । হৃদপিন্ড চিড়িয়া উহা হতে পীত বর্ণের কিছু পদার্থ বের করে পানি দ্বারা হৃদপিন্ডটি ভালোভাবে ধৌত করে দিলেন এবং যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করলেন ।[১৩]

---

১২. প্রাগুক্ত, সীরাতুল মুস্তফা (সা.) , ১ম খন্ড, পৃ. ৮৩।

১৩. প্রাগুক্ত,সীরাত বিশ্বকোষ, চতুর্থ খন্ড , পৃ. ২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়বার বক্ষবিদারণের কারণ ও হিকমত:

তৃতীয়বার বক্ষ বিদারণের কারণ হল রাসুলে কারীম (সা.) কে অহীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যাবলী এবং আল্লাহর কালামকে ধারণের যোগ্য করে তোলা । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ ان سنلقي عليك قولا ثقيلا- "আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুভার বাণী "[১৪]

বর্ণিত আছে যে আল কুরআন নাযিল হওয়ার সময় রাসুলে কারীম (সা.) দূর্বহ বোঝার ন্যায় ভার অনুভব করতেন এমনকি প্রচন্ড শীতেও তাঁর দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে যেত । তিনি তখন উটের উপর সওয়ার থাকলে উহা ওজনের কারণে বসে পড়ত । [১৫] মোটকথা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক হতে অহীর গুরুভার ধারণের উপযুক্ত করাই হল তৃতীয়বার বক্ষবিদারণের উদ্দেশ্য ।

চতুর্থবার বক্ষবিদারণ

চতুর্থবার রাসুলে কারীম (সা.) এর বক্ষবিদারণের ঘটনা ঘটেছিল মিরাজে যাওয়ার প্রাক্কালে। এ রাতে তিনি হযরত উম্মে হানী (রা.) এর ঘরে ঘুমন্ত ছিলেন । তিনি দেখলেন হঠাৎ ঘরের ছাদ উম্মুক্ত হয়ে গেল। হযরত জিব্রাঈল (আ.) সে পথে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন এবং নবী কারীম (সা.) কে সঙ্গে নিয়ে কাবাঘরের চত্তরে আসলেন । হযরত জাফর ও হযরত হামযা (রা) হাতিমে ঘুমাচ্ছিলেন তিনি তাদের মাঝখানে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর জিবাঈল (আ.) আবার আসলেন । তাঁর সঙ্গে মিকাঈল ও আর একজন ফেরেস্তা। ফেরেস্তা তিনজনের একজন বললেন এই দুজনের মাঝখানে শায়িত সাইয়্যেদুল কাওমকে নিয়ে চল ।

অতঃপর নবী করীম (সা.) কে জমজম কূপের কছে নিয়ে গেলেন । এবং তাকে শুইয়ে তার বক্ষবিদীর্ণ করে কলব বের করে আনলেন । এবার ফেরেস্তাগন তাঁর হৃদপিন্ড চিড়ে উহার মধ্য থেকে কিছু কালো বর্ণের পদার্থ বের করে ফেলে দিলেন ।

১৪.আল কুরআনুল কারীম , ৭৩ ঃ ৫ ।

১৫. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.), তাফসীর মাআরেফুল কুরআন ,অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন , পৃ. ১৪১৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর মিকাঈল (আ.) একটি পাত্রে যমযম এর পানি তুলে এনে তাঁর হৃদপিন্ড তিনবার ধৌত করলেন। এরপর জিব্রাঈলের হতে রাখা একটি সোনালী পাত্র যা ঈমান ও হেকমত দ্বারা ভর্তি ছিল তা তাঁর হৃদয়ে পরিপূর্ণ করে দেন । অতঃপর জিব্রাঈল (আ.) নিজ হাতে তাঁর হৃদপিন্ডটি যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন ।[১৬]

বক্ষ বিদারণ সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের চিন্তাধারা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐক্যমত এই যে , রাসুল কারীম (সা.) এর বক্ষবিদারণ দৈহিকভাবে সংঘটিত হয়েছে । এটাকে আধ্যাত্মিক বক্ষবিদারণ তথা শরহে সদর বা বক্ষ সম্প্রসারণ অর্থে প্রয়োগ করা সরাসরি হাদীসের ও সীরাত গ্রন্থের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে অস্বিকার করার শামিল ।

আল্লামা কাসতুলানী আল মাওয়াহীব গ্রন্থে ও আল্লামা যুরকানী শরহে মাওয়াহীব গ্রন্থে বক্ষবিদারণ সম্বন্ধে সীরাত ও হাদীস বিশেষজ্ঞ আলেমদের সর্বসম্মত রায় বর্ণনা করে লেখেন

শককে সদর তথা বক্ষবিদারণ এবং হৃদপিন্ড বের করে চিড়ে পানি দ্বারা ধোয়া ইত্যাদি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলী যেভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা আবশ্যক (ওয়াজিব) । ঘটনার বাস্তবতা অস্বীকার করা অথবা উহাতে কোন প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়া বৈধ নয় । কারণ বিষয়টি মুজিযা , ইহা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয় ।

আল্লামা কুরতুবী , আল্লামা তীবী , আল্লামা তুরপুশতী , হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী ও আল্লামা সুয়ূতী প্রমুখ মণীষী কথাই বলেছেন । আর বিশুদ্ধ হাদীসও ইহাই সমর্থন করে। কেননা সহীহ হাদীসে রয়েছে সাহাবায়ে কেরাম রাসুলে কারীম (সা.) এর বক্ষ মোবারকে সেলাইয়ের চিহ্ন নিজেদের চোখে দেখেছেন । আল্লামা সুয়ূতী বলেন , বর্তমান যুগে কতিপয় নির্বোধ বক্ষবিদারণের ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন এবং ইহাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাদের এই ধারণা ভুল এবং সুস্পষ্ট অজ্ঞতা । তাদের এ ভ্রান্তির কারণ জড়বাদী দর্শনের মধ্যে তাদের সীমাতিরিক্ত নিমগ্নতা , উলুমে হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাব এবং সর্বোপরি আল্লাহর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে এ সমস্ত ভ্রান্তি হতে হিফাজত করুন ।[১৭]

----

১৬. প্রাগুক্ত , সিরাত বিশ্বকোষ, পৃ.২৫৬।

১৭. প্রাগুক্ত , পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ :

" নৈশ ভ্রমণ " (আল ইসরা) ও নৈশকালে উর্দ্ধারোহণ (মিরাজ)

শুধুমাত্র ইসলামী জগতেই নয় , মানব ইতিহাসেও পবিত্র মিরাজ একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা বলে বিবেচিত। এই মিরাজের মাধ্যমে রাব্বুল আলামীন তাঁর অসিম করুণাময় ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে তাঁর নিবিড়তম সান্নিধ্যের অকল্পনীয় সুযোগ প্রদান করে । তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহ পাক নবী কারীম (সা.) কে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এবং মসজিদে আকসা থেকে সপ্তাকাশ পর্যন্ত এ দেহ ও আত্মায় জাগ্রত অবস্থায় একই রাতে সফর করান , যাকে ইসরা বা মিরাজ নামে অভিহিত করা হয় ।[১]
পারিভাষিক অর্থে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে ইসরা আর মসজিদুল আকসা হতে আরশে এলাহী পর্যন্ত সফরকে মিরাজ বলা হয় । শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সফরকে শুধু ইসরা বা শুধু মিরাজও বলা হয় । মিরাজ মহানবী (সা.) এর জীবনে এক বিস্ময়কর ঘটনা ও অবিস্মরণীয় মুজিযা। এ ঘটনা তাঁর নবুয়তের সততা ও বাস্তবতার অন্যতম নিদর্শন । মিরাজের ঘটনা পবিত্র কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ।
সাহাবী , তাবিঈন তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে , সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় মহানবী (সা.) এর মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। সর্বোপরী এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। ইসরা যা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত তা অস্বিকার করা স্পষ্ট কুফরী।এমনিভাবে মুতাওয়াতির হাদীস সমুহকে অস্বিকার করাও কুফরী। অনুরূপভাবে যে বিষয়ের উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে তা অস্বিকার করাও কুফরীর কাছাকাছি। সুতরাং অনির্ভরযোগ্য মতামতের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদীতে কোনরূপ তাবীল বা অপব্যাখ্যা করা ইলহাদ বা ধর্মদ্রোহীতা । যারা এরূপ তাবীল করে বাহ্যিকভাবে মুসলমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা কাফির ।

ড. হায়কল তাঁর গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে খৃ. ৬২১ সালে রাসুল (সা.) এর " নৈশ ভ্রমণ " (আল ইসরা) ও নৈশকালে উর্দ্ধারোহণ (মিরাজ)বিষয়ে আলোচনা করেছেন । উল্লেখ্য , রাসুল (সা.) এর ইসরা ও মিরাজ।[২] আত্মিক (با الروح) নাকি আত্মিক ও শারীরিক با الر و ح والجسد ছিল এ বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও উক্ত বিষয় দুটো সম্পর্কে আল কুরআন ও আল হাদীসের বর্ণনার আলোকে আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হল এতদুভয় শারীরিক ও আত্মিকভাবেই সংঘটিত হয়েছিল ।[৩]

----

১. প্রাগুক্ত, সীরাতুল মুস্তফা (সা.), ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৮।

২. ইসরা ও মিরাজ : ইসরা (إسر ا ء) হলো রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ঐ বিস্ময়কর ভ্রমণ , যার শুরু হয়েছিল মক্কার মসজিদ আল হারাম হতে আর সমাপ্তি হয়েছিল আল কুদসের মসজিদ আল আকসায় । মিরাজ (معر ا ج) বলতে বুঝায় ইসরার পর পর অনুষ্ঠিত রাসুল (সা.) এর উর্দ্ধারোহনের মাধ্যমে মহাকাশের এমন স্তরে পৌছা , যেথায় সৃষ্টি জগতের সকল জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । আর এ সবই ঘটেছিল এক রাতের সামান্য অংশে । তু ড. মুহাম্মদ সাঈদ রমদান আল বুতী , ফিকহ আল সীরাহ (বৈরুত : দার আল ফিকর , খৃ. ১৯৯০), পৃ. ১৪৬।

৩. তু আল কুরআন : ১৫: ১,২; ৫৩: ১৩, ৮; ইবনে হাজার আস আসকালানীর ভাষ্য : أن الإسر ا ء وا لمعراج و قعا في ليلة و ا حد ة في اليقظة تجسد ه وروحه
তু ফতহ আল বারী , ৭ম খন্ড খৃ . পৃ. ১৩৬-৭ , উদ্ধৃত ড. রমদান আল বুতি , প্রাগুক্ত , পৃ. ১৫৩-৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে ড. হায়কর প্রাচ্যবীদ Emile Dermenghem এর মতানুসারে ইসরা ও মিরাজ আত্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন । এ ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা ও মুআবিয়াহ (রা) কতৃক মিরাজ আত্মিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলো রহস্যজনকভাবে এড়িয়ে গেছেন ।[৪] উক্ত বিষয়ে Dermenghem তুলে ধরলে এর মতকে নিজের মত হিসেবে উপস্থাপন করতঃ ড. হায়কল এটিকে যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য করার নিমিত্তে " ওয়াহদত আল ওয়াজুদ " (সত্তার একক) তত্ত্ব হাজির করে বলেন : বস্তুত ইসরা ও মিরাজে রাসুল (সা.) এর পবিত্র আত্মা জড়জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে সত্তার এককে বিলীন হয়ে যায় । এরপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বজগতের সবকিছু মহানবী (সা.) এর পবিত্র আত্মার দর্পনে প্রতিবিম্বিত হয় । ফলে তিনি স্থান কালের ব্যবধান হিসেবে প্রতিভাত হয় ।[৫]

কোন কোন লোক মিরাজের ঘটনাকে স্বপ্নের ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন । তারা বলেন , রাসুলুল্লাহ (সা.) মিরাজের রাতে যা কিছু দেখেছেন তা তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল তারা নিন্মোক্ত আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

-وما جعلنا الرء يا التي ارينك الا فتنة للنا س والشجرة الملعو نة في القر ا ن

"আমি যে দৃশ্য দেখায়েছি তা এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটি কেবল মানুষের পরিক্ষার জন্য ।"[৬] তারা বলেন , এ আয়াতে "রূয়া" ((رويا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। "রূয়া" শব্দের অর্থ স্বপ্ন । কাজেই মিরাজের ঘটনা স্বপ্নের ঘটনা । প্রকৃতপক্ষে তাদের এ ঘটনা সম্পূর্ণ অমুলক ও ভিত্তিহীন । কেননা উল্লেখিত আয়াতে "রূয়া" শব্দটি বদরের যুদ্ধের সময় দেখা স্বপ্ন অথবা হুদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে দেখা স্বপ্ন অথবা মক্কা মুয়াজ্জমায় উমরা পালনের সময় দেখা স্বপ্নের কথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে । অতএব "রূয়া" শব্দের কারণে মিরাজের ঘটনা সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা আদৌ ঠিক নয়। কেননা রাইসুল মুফাসসরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন , এখানে "রূয়া" শব্দটি "রূয়াত" অর্থাৎ দেখার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । বস্তুত রূয়া ও রূয়ত শব্দ দুটি একই ধাতু থেকে নিস্পন্ন। এই আয়াতে রূয়া শব্দের অর্থ স্বপ্নে দেখা নয় বরং চোখের দ্বারা দেখা আর সেই দেখা জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে । অতএব মহানবী (সা.) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেছেন এতে সন্দেহ করা কোনক্রমেই যথাযথ নয় ।[৭]

----

৪. তু. ড. হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ২০২-৯ ।

৫. তু. ড. হায়কল ,প্রাগুক্ত , পৃ. ২০৭।

৬. তু, আল কুরআন ১৭ ঃ২০।

৭.প্রাগুক্ত,সীরাত বিশ্বকোষ, পঞ্চম খন্ড , পৃ. ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে যারা বলেন , মহানবী (সা.) এর মিরাজ আধ্যাত্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল তাদের এ বক্তব্য সঠিক নয় । কেননা যদি এ ঘটনা আধ্যাত্মিকভাবে সংঘটিত হত তাহেলে এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না । আধ্যাত্মিকভাবে অতি সাধারণ লোকের দ্বারাও অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে তাতে কেউ কোনপ্রকার বিস্ময় প্রকাশ করেনা । অতঃএব প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা.) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেছিলেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় ।

১. কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

سبحان الذى اسري بعبد ه ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الا قصي-

"পবিত্র ও মহামহিম তিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল মাসজিদুল হারাম হতে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ।" [৮]

আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত سبحن শব্দটি সশরীরে মিরাজ সংঘটিত হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে । আরবী ভাষায় বিস্ময়কর সংবাদ পরিবেশনের জন্য سبحن শব্দটি ব্যবহৃত হয় । তাই মিরাজের এ ঘটনা বিস্ময়কর বলেই সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল বলে মেনে নেয়া হয় ।

২. আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত عبد শব্দটিও এই একই দিকে ইঙ্গিত করে । কেননা শুধু আত্মাকে عبد (বান্দা) বলা হয়না , বরং আত্মা ও দেহের সমষ্টিকেই عبد (বান্দা) বলা হয় । যেমন কুরআনে কারীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ,

ارأيت الذي ينهي عبدا اذا صلي -

"তুমি কি তাকে দেখেছ যে বাধা দান করে এবং বান্দাকে (মুহাম্মদ কে) যখন সে সালাত আদায় করে।"[৯]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ,

وانه لما قام عبد الله يد عوه -

"যখন আল্লাহর এক বান্দা (মুহাম্মদ) তাকে ডাকার জন্য দাঁড়ালেন"[১০]

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে عبد বলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ আত্মা ও দেহের সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে । শুধু আত্মাকে বুঝানো হয় নাই । বিজ্ঞ মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত । সুতরাং মিরাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছে ।

----

৮. তু আল কুরআন , ১৭ ঃ ১।

৯. তু আল কুরআন , ৯৬ ঃ ৯-১০।

১০. তু আল কুরআন , ৭২ ঃ ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আয়াতে উল্লেখিত لير يه من ا يتنا (তাকে আমার নিদর্শনসমুহ দেখানোর জন্য) বাক্যাংশ হতে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রতিয়মান হয় যে, ইসরা ও মিরাজের উদ্দেশ্য হল নবী কারীম (সা.) কে আল্লাহর কুদরত প্রত্যক্ষ করানো । আর তা সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় , আধ্যাত্মিক বা স্বপ্নযোগে নয় । সুরা নজমের আয়াত ঃ

ما ز ا غ البصر وما طغي لقد راى من ا يت ربه الكبر ى

"তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি ; দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি । সে তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।"[১১] এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, নবী করীম (সা.) তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্বচক্ষে দেখেছেন এবং জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেছেন ।

৪. যদি প্রিয়নবী (সা.) এর মিরাজ স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিকভাবে হত তবে কাফির মুশরিকদের নিকট ঘটনা বর্ণনা করার পর তারা যখন উহা অস্বিকার করল এবং বায়তুল মোকাদ্দাস ও কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল তখন রাসুল (সা.) চিন্তিত হয়ে গেলেন কেন ? তিনি তো বলেই দিতে পারতেন এ ঘটনা আমার চোখে দেখা বলে আমি দাবী করিনি । কিন্তু তিনি তা বলেননি বরং তাদের জবাব দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন । এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ বায়তুল মোকাদ্দাসের ছবি তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আর তিনি তা দেখে দেখে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকলেন ।

৫. মিরাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হওয়ার পক্ষে আরেকটি দলীল এই যে, যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) মিরাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রা.) এর নিকট বর্ণনা করলেন তখন তিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন , আপনি কারো নিকট এ কথা প্রকাশ করবেন না অন্যথায় কাফিররা আপনার উপর আরো বেশী মিথ্যারোপ করবে। যদি ব্যাপারটি নিছক স্বপ্ন বা আধ্যাত্মিক হত তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল ? অতঃপর যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘটনা প্রকাশ করলেন তখন কাফিররা তাঁর প্রতি সত্য সত্যই মিথ্যারোপ করল । এমনকি কতক নওমুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগ করল।ব্যাপারটি নিছক স্বপ্ন বা আধ্যাত্মিক হলে এতসব কান্ড ঘটার আদৌ প্রয়োজন ছিলনা ।

৬. নবী রাসুলগণের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁদের মাধ্যমে বহু অলৌকিক বিষয় প্রকাশ করেছেন । এগুলিকে শরীয়তের পরিভাষায় মুজিযা বলা হয় । মিরাজের ঘটনাটি মহানবী (সা.) এর জীবনে প্রকাশিত মুজিযা সমুহের অন্যতম । যদি ইহা আধ্যাত্মিক বা স্বপ্নযোগে সংঘটিত হত তবে ইহা মুজিযার অন্তর্ভূক্ত হতনা ।[১২]

----

১১. তু আল কুরআন , ৫৩ ঃ ১৭-১৮।

১২. প্রাগুক্ত , সীরাত বিশ্বকোষ , পৃ.১২৮-১৩০। আল্লামা ইবনে কাছীর , তাফসিরে ইবনে কাছির, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৩-২৪। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.), তাফসীর মাআরেফুর কুরআন ,অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন , পৃ. ২৭৫-২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

মিরাজের ঘটনা এ ঘোষণা দেয় দেয় যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) সেই সব জাতীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না যাদের যোগ্যতা ও চেষ্টা সাধনার বৃত্ত তাদের দেশ অথবা তাদের জাতিগোষ্ঠি ও সম্প্রদায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং যাদের থেকে কেবল তাদেরই বংশ গোত্র ও তাদেরই জাতি গোষ্ঠি উপকৃত হয়, যাদের সঙ্গে তারা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত এবং এ পরিবেশ অবধিই তাদের প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যেই পরিবেশের মাঝে তাদের জন্ম । তিনি যেই দলের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন তা ছিল আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসুলদের জামাআত যাঁরা আসমানের পয়গাম যমীনবাসীদেরকে , স্রষ্টার পয়গাম সৃষ্টিকে পৌছে দিয়ে থাকেন এবং তাঁদের দ্বারা গোটা মানব সমাজ (কাল , ইতিহাস , রঙ, বংশ, দেশ, জাতি নির্বিশেষে) ধন্য ও গৌরবান্বিত হয়ে থাকে এবং তাদের ভাগ্য গড়ে।[১৩]

নবম পরিচ্ছেদ :

ওয়াদাতুল ওয়াজুদ

ড. হায়কল বস্তুতঃ ভুলেই গেছেন যে, " ওয়াদাতুল ওয়াজুদ " ধারনাটি কোন ভাবেই ইসলাম সম্মত নয়। এটি একটি ভ্রান্ত প্রাচীন দর্শন যার মূল কথা হল সত্তা মাত্র এক , যেখানে খালিক , মাখলুক , আবিদ . মাবুদ , কৃদীম (চিরস্থায়ী) হদীস (ক্ষণস্থায়ী) ইত্যাদির কোন বালাই নেই ।ফলে দেবতা, চন্দ্র , সূর্য , ও জীব জন্তু , পুজারীরা সত্যেরই পূজারী , কেননা এগুলোর অস্তিত্ব উক্ত তত্ত্বানুসারে সত্য অস্তিত্বেরই নামান্তর। এ বিষয়ে আমরা ড. সাদ আল মরসফীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি: [১৪]

فكرة و ا حدة الوجود فكرة خا طية وافد ة إ ليي الإسلام فيما وفد إليه من ارا ء فا سدة و هي من مخلفا
وكتبو ,وقد انتصر لها وتشيع بعض المتصو فة الذ ين ينتسبون إ لي الإسلا م ,ت الفلسفا ت القد يمة
فيها, فكا ن عا قبتهم الإلحاد في الله وصفا ته-

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল প্রাচ্যবীদদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করার অন্যতম প্রধান উদাহরণ হচ্ছে প্রত্যাদেশ وحي এর সূচনা ও বিরতি অবস্থার বর্ণনা । প্রত্যাদেশের সূচনা লগ্নে হেরা পর্বতের গুহায় জিব্রাঈল (আ.) এর আগমন ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক কর্মকান্ড স্বপ্নযোগে সংগঠিত হয়েছিল বলে তিনি মন্তব্য করেন ।

----

১৩. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী , নবীয়ে রহমত (সা.) , অনুবাদ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ২য় সংস্করণ , ডিসেম্বর ২০০২, পৃ.১৬৭-১৬৮।

১৪. ড. সাদ আল মরসফী , আল জামী আল সহীহ লি আল সীরাহ আল নভবিয়্যাহ , পৃ. ১৩০-২ ।

Dhaka University Institutional Repository

Dermenghem এর অনুসরণে এর চেয়েও মারাত্মক মন্তব্য করেছেন তিনি প্রত্যাদেশ বিরতি প্রসঙ্গে "রাসূল (সা.) এ সময় অত্যন্ত হতাশ হয়ে হিরা কিংবা আবু কুবায়স পর্বত চুড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করারও ইচ্ছা করেছিলেন।[১৫] আমরা মনে করি উক্ত মন্তব্যটি নবী রাসূলদের (সা.) মর্যাদার পরিপন্থি । কারন আত্মহত্যা মহাপাপ। আর নবী রাসুলগন সৃষ্টিগতভাবেই নিষ্পাপ ।[১৬] সুতরাং নিষ্পাপ অন্তরে এ ধরণের ধারণা আসতেই পারেনা ।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান

ড. হায়কল ছাব্বিশতম অধ্যায়ে পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের মহানবী (সা.) এর অত্যধিক নারী আসক্ত হওয়ার ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণার অপপ্রচারের কথা বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন মুসলিম ঐতিহাসিকদের এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা উচিত নয় । বস্তুত এই ঘটনার গভীরে এক শিক্ষা ও তাতপর্য নিহিত রয়েছে।[১৭]

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা ইসলামের এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তেরও সমালোচনা করেছেন । অথচ প্রায় দেড় হাজার বছর পর আধুনিক বিশ্বও এই বিধানের যথার্থতা অস্বিকার করতে পারেনি । স্বয়ং বৃটিশ আইনেই এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। বৃটিশ ভারতে অনেক জমিদারের দত্তক পুত্রকে বৃটিশ আইনে অস্বিকার করা হয়েছে।[১৮]

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বহুবিবাহ থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টজগত বহু বিবাহের জন্য ইসলামকে দায়ী করেছে। অথচ যারা মহানবী (সা.) এর সমালোচনা করেন তারা সহজেই ভুলে যান যে, তাদেরই পয়গম্বরদের অনেকে বহু বিবাহ করেছেন । হযরত ইবরাহিম (আ) , হযরত দাউদ (আ) , হযরত সোলাইমান (আ) প্রভৃতি অনেকেই বহু বিবাহ করেছেন ।

----

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-৫। এ বিষয়ে Dermenghem এর ভাষ্য : মুহাম্মদ খুব বিষন্ন হয়ে পর্বত চুড়া হতে ঝাপ দিতে চাইতেন , যখনই তিনি কোন পর্বত চুড়ায় আরোহন করতেন তখন নিজেকে নিক্ষেপ করতে চাইতেন । হায়াতু মুহাম্মদ , মুহাম্মদ আদিল যুয়ুতীর কতৃক Dermenghem এর সীরত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ (কায়রো : দারু এহইয়া আল কুতুব আল আরবী , তা , নে) খ. ১, পৃ. ৬৩

১৬. তু আল কুরআন , ৪৮:২।

১৭. ড. হুসায়ন হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ৫৯০।

১৮. মাওলানা আব্দুল আওয়াল , মহানবীর (সা.) জীবন চরিত , পৃ. ৪২১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এসে এই বহু বিবাহের সংস্কার করেছেন । তিনি ইহা প্রবর্তন বা অনুমোদন করেননি। বহু বিবাহকে নতুন করে বৈধতা ও দেননি ।ইসলামে বহু বিবাহ ধর্মীয় বিধি বা নির্দেশ (Injuction) নয় এটা কেবল একটা অনুমতি (Permission) মাত্র । এটা আইনের বিধান নয়। বরং প্রতিশেধক ব্যবস্থা মাত্র । বিশেষ বিশেষ অবস্থার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে । যুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ পুরুষ নিহত হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা বেশী হয়ে যাওয়ায় সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার জন্য এরুপ ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি পুরুষ জীবন দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে নারীর সংখ্যা ছয়গুণ বেশী হয়ে পড়ে অনুরুপ সংখ্যার তারতম্য অন্যান্য যুদ্ধরত দেশেও ঘটেছিল ।

মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিকে একেবারে নষ্ট করা যায়না । যদি ধর্ম বা আইনের কোন ব্যবস্থা এ দুরহ সমস্যার সমাধান করতে না পারে তাহলে সমাজ নৈতিক দিক দিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হতে বাধ্য। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মাঝে হয় ইসলামের নির্দেশ মেনে বহু বিবাহ ব্যবস্থা করে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে নতুবা ব্যভিচারের স্রোত অবাধ গতিতে বেয়ে চলবে । কোটি কোটি অসহায় নারী কেবল কেবল ভরন পোষনের জন্য নয় তাদের যৌনক্ষুধা মিটাবার এবং তাদেরকে সামাজিক মর্যাদা দান করার জন্য এই প্রতিশেধক ব্যবস্থা অনিবার্য । এ ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে কি ভয়াবহ পরিনতি হয় যুদ্ধত্তোর ইউরোপ তার সাক্ষী । এই স্বাভাবিক নির্দেশানুসারে চলার জন্য ইসলামি জগৎ আজ জঘন্য অশ্লিলতা থেকে অনেকটা মুক্ত , কিন্তু খৃষ্ট জগতে তা একটি দুরপনেয় কলঙ্ক ।

ইউরোপ আমেরিকা আজ একাধিক নারীর সাথে অবৈধ মিলনের অসঙ্গতভাবে অনুমতি দিয়ে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করেছে । অবৈধভাবে একাধিক নারীর সাথে প্রণয়ের চেয়ে বৈধভাবে দু একটি স্ত্রী গ্রহন করা সহস্রগুণ শ্রেয়। অবৈধ প্রণয়ের ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ অবৈধ সন্তান এক কলঙ্কের ছাপ নিয়ে সমাজে জন্ম গ্রহণ করে পিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়ে এরা রাষ্টের কৃপায় অনেক সময় আশ্রয় পায় কিন্তু তাদের হতভাগিনী জননীদেরকে চিরদিন কলঙ্কের পশরা নিয়ে অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে হয়। ইসলামের বিধি অনুসারে যদি এ সমস্ত নারী বিবাহিত হত তাহলে তাদের প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে কতইনা সুখের জীবন যাপন করতে পারত এবং সমাজ ও দেশ এ জঘন্য নৈতিক অধঃপতনের হাত হতে রক্ষা পেত । এ প্রসঙ্গে এ সহীয়সী মহিলা এ্যনি বেসান্তের বহু বিবাহ প্রসঙ্গে জ্ঞানগর্ভ সুচিন্তিত মন্তব্য উদ্ধৃত না করে পারা যায় না ।[১৯]

----

১৯. সৈয়দ বদরুদ্দোজা , হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান, ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ,মে ১৯৯৭, পৃ. ৭২,৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

There is pretended monogamy in the west , but there is really polygamy without responsibility , the mistress is cast off when the man is weary of her and sink gradually to be the woman of the street , for the first lover has no responsibility for her future and she is a hundred times worse off than the sheltered wife and mother in the polygamous home . When we see the thousands of miserable women who crowd the street of western towns during the night , we must surely feel that it does not lie in western mouth to reproach Islam for polygamy . It is better for woman , happier for for a woman , more respectable for a woman to live in polygamy united to one man only , with the legitimate child in her arms and surrounded with respect , than to be reduced, cast out into the streets , perhaps with an illegitimate child outside the pale of society , unsheltered and uncared for , do become the victim of every passerby , night after night , rendered incapable of motherhood , despised of all .

অর্থাৎ পাশ্চাত্যের এক বিবাহ একটি কপটতা মাত্র , সেখানে প্রকৃত পক্ষে দায়িত্বশূন্য বহু বিবাহ বিদ্যমান। কোন পুরুষ যখন কোন রক্ষিতার উপর বিরক্ত হয়ে পড়ে তখন সে তাকে দূরে নিক্ষেপ করে। এবং ধীরে ধীরে ঐ স্ত্রীলোক পথের বনিতায় পরিণত হয় ; কারণ তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রথম প্রেমিকের কোন দায়িত্ব নেই এবং বহু বিবাহের অধীনে পরিবারের আশ্রিতা বধু ও মাতার অপেক্ষা তার অবস্থা শতগুণ নিকৃষ্ট হয় । পশ্চিমা শহরগুলিতে হাজার হাজার দুর্দশাগ্রস্থ নারীকে যখন রাতে রাস্তায় ভিড় জমাতে দেখি তখন একথা হৃদয়ঙ্গম করি যে, বহু বিবাহের ইসলামকে গালি দেয়া পশ্চিমা দেশগুলির মোটেও শোভা পায়না । লাঞ্ছিতা অপমানিতা হয়ে একটি অবৈধ সন্তান নিয়ে দুরে নিক্ষিপ্ত হওয়া , আশ্রয়হীনা অবস্থায় রাতের পর রাত পথিকের শিকার হওয়া মাতৃত্বের আইনসম্মত অধিকার হতে বঞ্চিতা ও সকলের দ্বারা ঘৃনিতা হওয়া অপেক্ষা বহু বিবাহ প্রথার অধীনে কোলে একটি বৈধ সন্তানসহ সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে একটি পুরুষের সাথে যুক্ত হয়ে থাকা স্ত্রীলোকের পক্ষে অনেক ভাল , সুখকর ও সম্মানজনক ।

অবশ্য মনে রাখতে হবে বহু বিবাহ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতটি একটি আপদকালীন ব্যবস্থা মাত্র । ওহুদ যুদ্ধেও পর ৭০ জন পুরুষ নিহত হওয়ায় নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা বেশী হওয়ায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় : এই আয়াতে বহু বিবাহের অনুমতি থাকলেও একে শর্তাধীন করা হয়েছে। অনিবার্য কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহনের অনুমতি থাকলেও সকলের প্রতি সুবিচার ও সমব্যবহার করতে না পারলে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যাবেনা । [২০]

----

২০. প্রাগুক্ত, মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা ও অবদান, পৃ. ৭৩-৭৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী বলেন , রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বহু বিবাহের তাৎপর্য সম্পর্কে মনীষীগন যে সকল মতামত পেশ করেছেন তা নিম্নে প্রদত্ব হল :

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর একান্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা প্রত্যক্ষ কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং মুশরিকদের অহেতুক ধারনার অবসান ঘটানো।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের সুবাদে গোত্রসমুহের সম্মান বৃদ্ধি পাওয়া ।

৩. এর মাধ্যমে তাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করা ।

৪. স্ত্রীদের হতে অধিক পরিমানে বংশ বিস্তার যাতে শত্রুর মোকাবেলায় তাঁর সাহায্যকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৫. পুরুষদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় শরিয়াতের এরুপ বিধান প্রকাশ করা । কেননা স্ত্রীর সাথে সাধারনত এমন ঘটনা ঘটে থাকে যা গোপন থাকাই বাঞ্জনীয় ।

৬. প্রশংনীয় অপ্রকাশ্য চরিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া । হযরত উম্মে হাবীবাকে রাসুলুল্লাহ (সা.) এমন সময় বিবাহ করেন স্বয়ং তার পিতা যখন তাঁকে দুশমন ভেবেছিল। অনুরুপ হযরত সাফিয়্যাকে বিবাহ করেন তার পিতা, চাচা ,স্বামী নিহত হওয়ার পর । রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যদি চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা না থাকত তাহলে অবশ্যই তারা তাঁকে ঘৃণা করতেন এবং বাস্তব সত্য হল, তিনি তাদের কাছে তাদের পরিবার পরিজনের চেয়ে অতিশয় প্রিয় ছিলেন।

৭. নারীদের পবিত্রতা সংরক্ষণ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ।[২১]

একাদশ পরিচ্ছেদ :

পুত্র শোক

আলোচ্য গ্রন্থের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে ড. হায়কল হযরত মারিয়া কিবতিয়্যাহ [২২] গর্ভে জন্ম গ্রহণকারী রাসূল (সা.) এর পুত্র সন্তান ইবরাহীম এর অকাল মৃত্যুজনিত কারণে রাসূল (সা.) কে জড়িয়ে শোক ও দুঃখের যে স্বপ্নিল চিত্র অংকন করেছেন তা নবুওয়্যাতের মর্যাদার সাথে মোটেই সামঞ্জস্যশীল নয়। তিনি উল্লেখ করেছেন , এ সময় মহানবী এর পুত্র ইবরাহীমের শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন । দু চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে । নবী (সা.) এর দুচোখের পানি আরো সবেগে অঝোর ধারায় ঝরছিল ।[২৩] রাসূল (সা.) দুঃখ পেয়েছিলেন সত্য এবং তাঁর অশ্রুও ঝরছিল সত্য , কিন্তু ড. হায়কল যেভাবে কাব্যিক , কাল্পনিক ও নাটকীয় ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন সে ভাবে নিশ্চয়ই নয় ।[২৪]

----

২১. প্রাগুক্ত, সীরাত বিশ্বকোষ , একাদশ খন্ড, পৃ. ৫০২-৫০৩।

২২. মারিয়্যাহ আল কিবতিয়্যাহ: রসূল (সা.) এর পত্র পেয়ে মিসরের কিবতী সম্রাট "মুকওকিস "তাঁর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন । হি. ১৫/১৬ সালে মদীনায় ইন্তিকাল করেন । তাঁর গর্ভে ইবরাহীম এর জন্ম হয়েছিল হি. ৮ম সালে । দুবছরের ও কম বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন ।

২৩. ড. হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ৪৬৬।

২৪. তু মুহাম্মদ , য়ুসুফ আল সালিহী আল শামী , সুবুল আল হুদা ওয়াল রাশাদ ফী সীরাহ খয়র আল ইবাদ (বৈরূত : দার আল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ , তা নে) খ. ১, পৃ. ২১-২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ :

মুজিযা

মুজিযাত (একবচনে মুজিযা) মূল عجز يعجز عجزا আজায (عجز) শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন কিছুর পশ্চাতে অচলাবস্থা থেকে যাওয়া অথবা উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে কোন বস্তু লাভ করা তবে সাধারণত কোন কাজে অক্ষম ও অসমর্থ হওয়ার অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ইহা আল কুদরাত (القدرة- শক্তি রাখা) এর বিপরীত । পবিত্র কুরআনে আছে ঃ أعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوري سوئة اخي-[১]
"আমার ভাইয়ের মৃতদেহ লুকিয়ে রাখতে আমি কি এই কাকটি অপেক্ষা অসমর্থ হয়ে গেলাম?"
এই মূল হতে মুজিযা শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে । আসল রূপ মুজিযা (ة) বর্ণটি মুবালাগা (আধিক্য জ্ঞাপক) অর্থের জন্য সংযুক্ত হয়েছে অথবা ইহা বিশেষ্য শব্দের বিশেষণ (সিফাত) ।[২]

পারিভাষিক অর্থে মুজিযা বলা হয় , রাসুলগণ কর্তৃক সম্পাদিত সেই সকল অলৌকিক বা অসাধারণ কার্যাবলীকে , যার সাথে প্রতিযোগিতা করতে সমসাময়িক যুগের মানুষ ব্যর্থ হয়েছে। [৩] নবুওয়াতের আলামত (নিদর্শন) এবং মুজিযাত এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, যে সকল অসাধারণ কাজের মাধ্যমে নবীগণ বিরুদ্ধবাদীদেরকে চ্যালেঞ্জ করে থাকেন কেবল সেগুলোকেই বলা হয় মুজিযা । প্রকৃতপক্ষে মুজিযা প্রকাশ করা অলৌকিক কিছু দেখান সম্পূর্ণ রূপে মহান আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল তাই দেখা যায় পবিত্র কুরআনে নবীগণের মুজিযার যেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে কখনও باذن الله (আল্লাহর আদেশক্রমে) [৪] আবার কখনও বা باذني (আমার আদেশক্রমে) [৫] বার বার বলা হয়েছে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে মুজিযা দান করা হয়েছে তার সংখ্যা অনেক । ইমাম বায়হাকী ও হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা আল যাহেদী বলেন ঃ নবী করীম (সা.) এর মুজিযার সংখ্যা প্রায় এক হাজার । ইমাম নববী (মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার) বলেন বারশত ,কখনও কখনও এর সংখ্যা তিন হাজার । [৬]

----

১. আল কুরআন , ৫ ঃ৩১ ।

২. ইবনে হাজার আসকালানী , ফতিহুল বারী , ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৫৮১-৫৮২ ।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. আল কুরআন , ৩ ঃ ৪৯ ।

৫. আল কুরআন , ৫ ঃ ১১০ ।

৬. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী , ফাতহুল বারী , ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৬৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজীদে উল্লেখিত মুজিযা সমুহ

কুরআন মাজীদ স্বয়ং রাসুলে কারীম (সা.) এর শাশ্বত মুজিযাসমুহের অন্তর্ভূক্ত ।[৭]
এছাড়াও রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কিছু মুজিযা উল্লেখ করা হল ঃ

১. চন্দ্রের দ্বিখন্ডিতকরণ : বর্ণিত আছে যে কিছু মুশরিক রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট তাঁর নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ চাঁদকে দুই ভাগে ভাগ করার দাবী করেন । তিনি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলে চাঁদ দুই ভাগ হয়ে যায় । এই ঘটনা আল কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে :

اقتربت الساعة وانشق القمره وان يرو ا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر-

"কিয়ামত আসন্ন , চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে । তারা (কাফিরগন) কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এটাতো চিরাচরিত যাদু ।"[৮]

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মুজিযা ইমাম বুখারী (রা.), মুসলিম (রা.), আত তিরমিযী (রা.), আবূ দাউদ (রা.), আত তায়ালিসী , আল হাকীম , আল বায়হাকী , আবু নুয়াইম প্রমুখ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) , আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) , আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.), আনাস ইবনে মালেক (রা.), জুবায়ের ইবনে মুতইম নাওফালী (রা.), আলী ইবনে আবি তালেব (রা.), হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.), প্রমুখের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত সাহাবীগণের প্রত্যেকে স্বচক্ষে চাঁদকে দ্বিখন্ডিত অবস্থায় দেখেছেন । তখন চাঁদের একখন্ড পাহাড়ের দিকে , অপর খন্ড অপর দিকে ছিল ।[৯]

২. জিন জাতির উপস্থিতি ও ইসলাম গ্রহণ : জিন জাতি একটি সুক্ষ ও অদৃশ্য সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে কিছু লোকের সামনে তাদেরকে দেখানো হয় । রাসুলে কারীম (সা.) এর দরবারে একাধিকবার জিনদের বিভিন্ন দল উপস্থিত হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে । কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

فلما حضروه قا لوا انصتوا وإذاصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران

"স্বরণ কর আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে যারা কুরআন পাঠ শুনেছিল যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল তখন একে অপরকে বলতে লাগল চুপ করে শোন।" [১০]

----

৭. সাহীহ মুসলিম , ৪র্থ খন্ড, হাদীস ১৯২৬, ২৪৭৬।

৮. আল কুরআন , ৫৪ ঃ ১-২।

৯. সায়্যিদ সুলাইমান নদভী , সীরাতুন নবী, ৩য় খন্ড, পৃ. ৫৬০-৫৬৭, ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ , হযরত রাসুলে কারীম (সা.)ঃ জীবন ও শিক্ষা, ই.ফা.বা. পৃ. ৫৪৫।

১০. আল কুরআন , ৪৬ ঃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

قل اوحى إلى أنه إستمع نفر من الجن فقا لوا إنا سمعنا قرانا عجبا-

" বল ,আমার প্রতি অহি প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে এবং বলেছে , আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। " [১১]

রাসুলে কারীম (সা.) এর সম্মুখে জিনদের আত্মপ্রকাশ তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের উপর ঈমানের স্বীকৃতি দেয়া অলৌকিক ঘটনাবলীর অন্তর্ভূক্ত যা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অসম্ভব।

৩. জলন্ত উল্কাপিন্ডের আধিক্য : রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগে একটি অসাধারণ ঘটনা , যা জিন জাতির ন্যায় অবাধ্য ও উদ্ধত শক্তিকে সত্য ও ন্যায়ের অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করেছিল । তা ছিল জলন্ত উল্কাপিন্ডের আধিক্য । আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وانا لمسنا السماء فوجدنها مليت حرسا شديدا وشهبا-

"আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম কিন্ত আমরা আকাশকে কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ডের দ্বারা পরিপূর্ণ পেলাম । "[১২]

৪. কুরাইশদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব : সুরা আদ্‌ দুখানে বলা হয়েছে

هذا عذاب أليم يغشى الناس فارتقب يوم تا تي السماء بد خان مبين -

তুমি সেই দিনের অপেক্ষা কর , যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে এবং উহা মানব জাতিকে আবৃত করে ফেলবে । এটা হবে মর্মন্তুদ শাস্তি ।[১৩]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ঈমানের অস্বীকৃতি ও বৈরীসুলভ আচরণের দরুন কুরাইশদের উপর কঠিন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল । অবস্থা তাদের এ পর্যায়ে পৌছেছিল যে, মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পশুর চামড়া পর্যন্ত আহার করেছিল । যখন তারা আকাশের দিকে তাকাত তখান ধূম্রের মত পরিদৃষ্ট হত । অবশেষে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দুআর বদৌলতে এ শাস্তি মওকুফ করা হয় । [১৪]

----

১১. প্রাগুক্ত,৭২ ঃ ১।

১২. প্রাগুক্ত . ৭২ ঃ ৮।

১৩. প্রাগুক্ত , ৪৪ ঃ ১০-১১।

১৪. সহীহ আল বুখারী, হাদীস ৬৫/৪৪, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫. কাফিরদের বেষ্টনি ভেদ: হিজরত কালে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বাড়ী চর্তুদিক হতে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল এবং তাঁর জীবন নাশে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল । কিন্তু তিনি শত্রুদের বেষ্টনীর মধ্য হতে নিরাপদে বেরিয়ে আসলেন । মদীনায় সফরকালে বিভিন্ন স্থানে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে,শত্রুরা তার মুখোমুখি হয়েছিল কিন্তু মহান আল্লাহর অসিম দয়ায় তিনি শত্রুদের আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকেন। আল্লাহ পাক বলেন ,

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله

"স্বরণ কর , যখন কাফিরগণ তোমাদের বিরূদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল , তোমাকে বন্দি করার জন্য ; হত্যা করা অথবা নির্বাসন দেওয়ার জন্য , তারা ষড়যন্ত্র করে আল্লাহও কৈশল করেন ।"[১৫]

সুরা আত তওবায় ইরশাদ হয়েছে ,

إلا تنصروه فقد مصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تخزن إن الله معنا فا نزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها

"যদি তোমরা আমাকে সাহায্য না কর , তবে স্বরণ রাখ আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন , যখন কাফিররা তাকে বহিস্কার করেছিল এবং সে ছিল দুইজনের একজন , যখন তারা উভয়ে (সাওর) গুহার মধ্যে ছিল তখন সে তার সঙ্গিকে বলেছিল , বিষন্ন হয়োনা , আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন । অতঃপর আল্লাহ তাদের উপর স্বীয় শান্তি বর্ষন করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখ নাই ।"[১৬]

৬.বদর যুদ্ধে ফিরিস্তা অবতরণ : এ সম্পর্কে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ,

-إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممد كم با لف من الملئكة مر د فين

"স্বরণ কর যখন তোমার প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে , তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন , আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করব , যারা একের পর এক আসবে ।"[১৭] ফিরিস্তাগণ সুক্ষ্ম ও অদৃষ্ট এক সৃষ্টি, যাদের অবতরণ আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ , যা যুদ্ধের শেষ ফল দ্বারাই সুস্পষ্ট ।

----

১৫. আল কুরআন , ৮ ঃ ১৩ ।

১৬. প্রাগুক্ত , ৯ ঃ ৪০ ।

১৭. প্রাগুক্ত , ৮ ঃ ৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

৭. রাসুলুল্লাহ (সা.) কতৃক শত্রুদের উপর কংকর নিক্ষেপ: বদর যুদ্ধ চলাকালে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে কিছু উপলখন্ড নিলেন এবং সেগুলি শত্রুদের উপর নিক্ষেপ করলেন । এতে শত্রুদের সামনে যুদ্ধক্ষেত্র অস্পষ্ট হয়ে উঠল অপরদিকে মুসলমানদের তরবারী , নিজেদের দক্ষতার প্রকাশ করছিল । আল্লাহ বলেন , وما رميت إذا رميت ومكن الله رمى

" তুমি যে নিক্ষেপ করেছিলে , তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন ।"[১৮]

৮. উহুদ যুদ্ধে নিদ্রার আবেশ সৃষ্টি হওয়া : উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বাহ্যত বেশ ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল , ফলে শক্তি-সাহস কিছুটা হারিয়ে ফেলেছিল । আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অন্তরে পূর্ব সাহস ও শক্তি পুনরায় সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে নিদ্রাচ্ছন্ন করেন ।ফলে তাঁরা আবার নতুন জীবন লাভ করলেন এবং তাদের অন্তরে যাবতীয় ক্লেশ ও দুশ্চিন্তা দুরিভূত হল । আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا طائفة منكم--------------

"অতঃপর কষ্ট ক্লেশের পর তিনি তোমাদের উপর তন্দ্রার প্রশান্তি নাযিল করেন , যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল । "[১৯]

৯. পরীখা (আহযাব) যুদ্ধ ও তাতে বিজয়ের অঙ্গিকার: আরবের উত্তর দক্ষিণ ভূ ভাগের সহিত সম্পর্কিত অনেক গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয় । মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রু বাহিনীর এটাই ছিল সর্বাপেক্ষা বড় ও প্রচন্ড আক্রমণ । নবী করিম (সা.) উক্ত সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন । এজন্যে মুসলিমগণ যখন আরবের সম্মিলিত বাহিনীর অভিযান করতে দেখলেন তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি তাঁদের ঈমান আরও দৃঢ় হয়ে গেল । আল্লাহ বলেন ,

ولما را المومنون الاحزاب قا لو هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما

"মুসলমানগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল এটা তো সেটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন । আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্যই বলেছিলেন আর এতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেল ।" [২০]

----

১৮. প্রাগুক্ত , ৮ ঃ ১৭।

১৯. প্রাগুক্ত , ৩ ঃ ১৫৪ , প্রত্যক্ষদর্শী আবু তালহা (রা) এর বর্ণনার জন্য দ্র. সাহীহ আল বুখারী , ৬৫/ ৩, ৩য় খন্ড, পৃ. ২১৮।

২০. প্রাগুক্ত , ৩৩ ঃ ২২।

Dhaka University Institutional Repository

১০.ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যঃ পরীখা(আহযাব) যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা সাহায্য করেন । যা সমগ্র শত্রুবাহিনীকে বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য করে । এ ঘূর্ণিঝড় কোনও স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না , বরং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জন্য অদৃশ্য সাহায্যের একটি মাধ্যম ছিল। আল্লাহ বলেন ,

يا ايها الذ ين امنو اذكرو نعمة الله عليكم إذ جا تتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنود ا لم تروها

" হে মুমিনগণ ! আল্লাহর সেই অনুগ্রহকে স্বরণ কর , যা তিনি তোমাদের উপর করেছেন যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী , যা তোমরা দেখ নাই ।[২১]

এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রায়ই বলতেন , صدق الله وعد ه ونصر عبد ه وحزم الأحزاب وحده
আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন এবং নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুকে একাই পরাস্ত করেছেন ।[২২]

১১. মক্কা মুকাররমায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশের পূর্বাভাসঃ হি. ৬ সালে রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বপ্নে অবগত হয়ে মক্কা বিজয়ের সংবাদ প্রদান করলে সাহাবা কেরাম এ সংবাদ শুনে খুব খুশি হলেন । কিন্তু মুসলিম বাহিনী যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছলেন, তখন শত্রুরা বাধা দিল অবশেষে সন্ধি হয়ে গেল। আর এ সন্ধির ফলে দুবছর পরেই মক্কা বিজিত হয় । কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে,
لقد صدق الله زسوله الرؤيا با لحق لتد خلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخا فون

" নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসুলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন যে , আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে , কেউ কেউ মাথা মুন্ডন করে , কেউ কেউ কেশ কেটে এবং তোমাদের কোন ভয় ভীতি থাকবে না ।"[২৩]

১২. বায়আত রিদওয়ানঃ মক্কার শত্রুপক্ষ যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) কে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয় এবং মদীনায় প্রবেশে উপর্যুপরি চাপ দিতে থাকে , এদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দূত হযরত উসমান (রা) এর শাহাদাতের গুজব মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে , তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি গাছের নিচে বসে সাহাবীদের বায়াত গ্রহণ করেন। যা কুরআনের ভাষায় বায়আত রিদওয়ান নামে খ্যাত । এটি আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ সন্তুষ্টি অনুসারে সংঘটিত হয়েছিল । আল্লাহ তায়ালা বলেন ,
إن الذين يبا يعونك إنما يبا يعو ن الله يد الله فوق ايد يهم
"যারা তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ করে , বস্তুত তারা আল্লাহর নিকট বায়আত করে তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে । "

----

২১. প্রাগুক্ত , ৩৩ ঃ ৯ ।
২২. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ , হযরত রাসুলে কারীম (স.)ঃ জীবন ও শিক্ষা, ই.ফা.বা. পৃ. ৫৫১ ।
২৩.প্রাগুক্ত , ৪৮ ঃ ২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. হুনায়নের যুদ্ধে বিজয় ও সাহায্য : হুনায়নের যুদ্ধ রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবনে এমন এক যুদ্ধ ছিল যাতে মুসলমানদের সংখ্যা শত্রু বাহিনীর তুলনায় তিনগুন ছিল । এ কারণেই সাহাবা কেরাম নিজেদের বাহ্যিক শক্তি সাহসের উপর ভরসা করছিল । যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী যখন প্রায় পরাজয়ের সম্মুখীন , ঠিক তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য আসল রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আহবানে পশ্চাদপদ সাহাবা পুনরায় সমবেত হলে তিনি সুশৃংখল বুহ্য রচনা করলেন । এই যুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য নিঃসন্দেহে ঐশি সাহায্যের ফলশ্রুতি ছিল । তাই আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ,

لقد نصـر كم الله في مواطن كثير ة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضا قت عليكم
ثن انزل الله سكينته علي رسوله وعلى المومنين وانزل جنودا لم الارض بما رحبت ثم وليتم مد برين
تروها

"আল্লাহ তোমাদেরকে তো বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনায়নের (যুদ্ধের) দিনের , যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য , কিন্তু তা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে । অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিকট হতে তাঁর রাসুল ও মুমেনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি ।"[২৪]

১৪.ঐশী জ্ঞান -ভান্ডার সম্বন্ধে অবহিতি: রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর গুণ হল ঐশী জ্ঞান ভান্ডার সম্বন্ধে তাঁর অবহিতি। স্বয়ং আল কুরআন এ বাণীর একটি নিদর্শন । কিন্ত তাঁর ওয়াহয়ী কেবল কুরআন পর্যন্ত সীমিত নয় বরং তাঁর কথাবার্তা চাল চলন সবই এর আওতাভুক্ত । আল্লাহ বলেন ,

ان هو الا وحى يوحى وما ينطق عن الهوى -

"তিনি মনগড়া কোন কথা বলেননা । এটাতো ওয়াহয়ী , যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় ।[২৫]
এই ওয়াহয়ী দ্বারাই যাবতীয় গোপন তথ্য অবগত হতেন । কালামে হাকীমে ইরশাদ হচ্ছে,

يحذر المنفقون أن ينزل عليهم سورة تنبؤهم بما في قلوبهم قل إستهزؤا إن الله مخرج ما تحزرون

মুনাফিকরা ভয় করে , এমন এক সুরা অবতীর্ণ না হয় , যা তাদের অন্তরের কথা বলে দেবে। বল বিদ্রুপ করতে থাক ; তোমরা যা ভয় কর , আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।[২৬]

----

২৪. প্রাগুক্ত, ৯ ঃ ২৫-২৬।

২৫.প্রাগুক্ত, ৫৩ ঃ ৩-৪।

২৬. প্রাগুক্ত, ৯ ঃ ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরী ড. হায়কল আল কুরআন ব্যতীত রাসূল (সা.) এর অন্য সকল মুজিযা[২৭] (معجزة) অস্বিকার করেন। রিসালাত প্রমাণের জন্য আল কুরআন ছাড়া অন্য কোন মুজিযার প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করেন । এ প্রসঙ্গে হায়কল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলেন : এমনকি আজও যদি কোন অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুজিযার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার না করে তাহলে এজন্য তাদের বিরূদ্ধে অভিযোগ উথাপন করা যাবেনা । তাদের ধর্ম বিশ্বাসও অসম্পূর্ণ হবেনা ।[২৮]

মূলতঃ ড. হায়কল প্রাচ্যবীদদের প্রভাবে জীবন চরিত ও হাদীসের গ্রন্থ সমুহে মুজিযাহ সংক্রান্ত যে সকল বিষয় বর্ণনা করেছেন সেগুলো গ্রহণ করতে নারাজ । যেমন বক্ষ বিদীর্ণের বিষয়ে Willium Muir ও Emile Dermenhem এর অনুসরণে তিনি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন ।

এমনকি মিরাজের ঘটনা বর্ণনাকালে ঐ সময়ের সংঘঠিত বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা তিনি উল্লেখই করেননি । এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর রিসালাতের প্রমাণের জন্য মুজিযার প্রয়োজন নেই । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর রেসালাত প্রমাণের নিমিত্ত মুজিযাহ এর আশ্রয় নেননি । বরং তিনি মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করতে বলেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আল কুরআন ব্যতীত অন্যান্য মুজেযা তাঁর প্রতি সম্পর্কিত করতে তাঁর অসম্মতি ছিল । রাসুল (সা.) হতে যদি অতি প্রাকৃত ঘটনা নাই ঘটবে তাহলে কাফিররা তাকে " কাহিন " (ভবিষ্যৎবক্তা) , " সাহির "(যাদুকর) , বলে কেন অভিহিত করেছিল ? এ ছাড়া স্বয়ং আল্লাহর বাণীই কুরআন ভিন্ন অন্য মুজিযার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে । (আল কুরআন , ৫৪: ১,২) ।

ইমাম বুখারী কতৃক তাঁর বিশুদ্ধতম হাদীসগ্রন্থ সহীহ আল বুখারীর "আল ওয়াযু " অধ্যায়ে , ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে " আল ফাদাইল " অধ্যায়ে ও ইমাম মালেক তাঁর আল মুআত্তার "আল তাহারাত " অধ্যায়ে বর্ণিত রাসুল (সা.) এর আঙ্গুল এর মধ্য থেকে সবেগে পানি নিঃসরণ বিষয়ক মুজেযা কে অস্বীকার করতে পারবে ?[২৯] সুতরাং আল কুরআন ব্যতীত অন্য মুজিযা অস্বিকার করা ড. হায়কলের প্রাচ্যবীদদের অন্ধ অনুকরণ ও পদাংক অনুসরণের প্রতিশ্রুতি এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় ।

----

২৭. মুজিযাহ : শাব্দিক অর্থ , অপদার্থ , অলৌকিক , বিস্ময়কর । পরিভাষায় মুজিযার সংজ্ঞা : أمر خا رق للعا د ة يظهر الله علي يد ر سو له অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত বিষয় যা আল্লাহ তাঁর রাসুলের মাধ্যমে প্রকাশ করেন । তু. মুখতসর আল সীরাত আল নভবিয়্যাহ , পৃ. ১১-২ ; ড. সাঈদ রমযান আল বূতী , ফিকহ আল সীরাহ , পৃ. ১৫০-১ ।

২৮. ড. হায়কল , প্রাগুক্ত , পৃ. ৭২ ।

২৯. عن أنس بن ما لك, قال: رأيت رسو ل الله (ص) و حا نت صلا ة العصر, فا لتمس النا س الو ضو ء فلم يجد و
فا تي ر سو ل الله (ص) بو ضو ء, فو ضع ر سو ل الله (ص) في ذ الك الإ نا ء يده, و أمر ا لنا س أن يتو ضو أ منه
قا ل: فر أ يت الما ء ينبع من تحت ا صا بعه حتي تو ضئو ا من عند ا خر هم-
মুজিযাহ বিষয়ক হাদীসের জন্য বিস্তারিত দেখুন , মুহাম্মদ ফুয়াদ আল বাকী , আল লুলু ওয়াল মারজান ফীমা ইওফক আলাইহি আল শায়খান (রিয়াদ : দার আল সালাম , ১৯৯৪) , দ্বিতীয় খন্ড , ৬৮৪-৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

বিস্ময়কর ব্যাপার হল , ড. হায়কল রাসূল (সা.) এর মদীনায় হিজরতের সময় (খৃ. ৬২২) মক্কাহর অনতিদূরে সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয়ে থাকাকালে সংঘটিত মুজিযাগুলোর স্বীকৃতি দিয়ে বলেন : গুহার মুখে মাকড়সার জাল , বুনো কবুতরের বাসা , এবং একটি ডাল ছড়িয়ে থাকাকে চরিতবীদগন মুজিযা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন । তাঁদের ব্যাখ্যা হল উক্ত গর্তে রাসুল (সা.) এর আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে কোন বস্তুই ছিলনা । রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাথীকে নিয়ে তাতে প্রবেশের পরপরই মাকড়সা জাল বুনে , দুটো বনু কবুতর এসে বাসা বাঁসা বাঁধে এবং তাতে দুটো ডিম রেখে দেয় । গর্তের মুখে একটি গাছ গজিয়ে উঠে যেটি ইতিপূর্বে ছিলনা । ড. হায়কল এ বর্ণনাটি ইবনে সাদ এর আল তাবাকাত থেকে গ্রহণ করেছেন। [৩০]

Emile Dermenhem এর এ বিষয়ক মন্তব্য তিনি উদ্ধৃত করেছেন : " ইসলামের ইতিহাসে শুধু এ তিনটি বিষয়কে মুজিযা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে , গর্তের মুখে মাকড়সার জাল , বুনো কবুতরের বাসা এবং একটি গাছের ডাল পল্লব ছড়ানো। আর এ তিনটি আশ্চর্য জিনিষের তো আল্লাহর যমীনে প্রতিদিনই অনেক দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয় । [৩১]

ড. হায়কল কতৃক উক্ত মুজিযাগুলোকে সনদ এর দিক থেকে "দয়ীফ" (দূর্বল) অথবা নুন্যপক্ষে "হসন" (উত্তম) বলা যেতে পারে । এ বিষয়ে না কোন বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা আছে , না আছে ইবনে হিশাম রচিত" সীরত " গ্রন্থের কোন আলোচনায় [৩২] অন্তহীন অবাক বিস্ময়ে আমাদের বলতে হচ্ছে যে, ড. হায়কল যেখানে আল কুরআন ও আল হাদীস সমর্থিত মুজিযাহ এর স্বীকৃতি দিচ্ছেন না সেখানে সনদের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দূর্বল বর্ণনার মুজেযার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন । স্ব বিরোধিতা কাকে বলে ? বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় যে, তিনি এ বিষয়ে Emile Dermenhem এর প্রভাব বলয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হচ্ছেন । ফলে হিজরত ইস্যুতেই তিনি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমানিত আরেকটি মুজিযা সুরাকাহ বিন মালিকের ঘটনাকে [৩৩] স্বাভাবিক একটি ঘটনার মত করে উপস্থাপন করেছেন । [৩৪]

----

৩০. ইবনে সাদ , আল তাবাকাত আল কুবরা (বৈরূত , ১৯৬০) খ. ১, পৃ. ২২৯ ।

৩১. ড. হায়কল , প্রাগুক্ত , পৃ. ২৭৫ ।

৩২. তু , মুহাম্মদ আল গাযালী , ফিকাহ আল সীরাহ (কায়রো : দার আল কুতুব আল আরবী , ১৯৩৫), পৃ. ১২৮ ।

৩৩. তু ,সহীহ আল বুখারী , "আলামত আল নবুওয়্যাহ ফী আল ইসলাম " অধ্যায় ।

৩৪. ড. হায়কল , প্রাগুক্ত , পৃ. ২২৭-৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হায়কল হয়তোবা তাঁর "আল মানহাজ আল ইলমী " বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাপকাঠিতে মুজিযাহ সমুহের মূল্যায়ন ব্যর্থ হয়েই আল কুরআন ছাড়া এবং Willium Muir ও Emile Dermenhem কতৃক স্বীকৃতগুলো ব্যতীত বাকী মুজিযাগুলো অস্বীকার করেছেন । আমাদের বক্তব্য হল : দীনের প্রথম ভিত্তি হল গায়ব [৩৫] অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস (" যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে " আল কুরআন , ২:৩)। নবী রাসুলদের (সা.) মুজিযাহ ও এ অধ্যায়ভূক্ত । সুতরাং মানব জ্ঞানের মাধ্যমে এ গুলোকে পরীক্ষা নীরিক্ষা করতে যাওয়াই মস্তবড় ভুল ও ধৃষ্টতার শামিল । উক্ত পর্যালোচনার আলোক এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ড. হায়কল তাঁর গ্রন্থ "হায়াতু মুহাম্মদ " প্রকাশ কালে প্রাচ্যবীদদের নবীজীবনী সংক্রান্ত অসংলগ্ন ও অতিশয়োক্তি এবং খোদ মুসলিম লেখকদের আবেগঘন অত্যুক্তি জনিত ভ্রান্তি চিহ্নিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন । অনেক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সফলতার স্বাক্ষর রাখলেও নবী জীবনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় ও ব্যাখ্যায় সরাসরি প্রাচ্যবীদদের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যের পক্ষাবলম্বন করেছেন ।

মোজেযা নিয়ে দু ধরনের প্রতিবাদ করা যায়।

প্রথমত :

চাঁদের মত অত বড় একটি উপগ্রহের বিদীর্ণ হয়ে দু টুকরো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং একটি অপরটি থেকে শত শত মাইল দুরে চলে যাওয়ার পর পুনরায় একত্রিত হওয়া তাদের মতে কিছুতেই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত :

এমন ঘটনা যদি ঘটে থাকত তাহলে এ ঘটনা সারা দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করত , ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে তা উল্লেখ থাকত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের বই পুস্তকে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকত।

এ দুটো প্রতিবাদই মূলত ভিত্তিহীন । এর সম্ভাব্যতা নিয়ে যে বিতর্ক তা প্রাচীন যুগে চলতে পারত কিন্তু এ যুগে গ্রহ উপগ্রহের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষ যেসব তথ্য জানতে পেরেছে তার ভিত্তিতে এটা সম্ভব যে, একটি গ্রহের ভেতরে যে আগ্নেয়গিরি রয়েছে তার আগুন উদগীরণের ফলে সেটা ফেটে যাওয়া এবং প্রচন্ড বিস্ফোরণে তার এক এক টুকরো এক এক দিকে ছিটকে বহুদূর পর্যন্ত চলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তারপর কেন্দ্রের চুম্বক শক্তির দরুন টুকরোগুলো আবার পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়া অসম্ভব নয় । এরপর দ্বিতীয় আপত্তিটা ধরা যাক

----

৩৫. গায়ব (غيب) : গয়ব বা অদৃশ্য বলতে বুঝায় , যা পদার্থের (মাদ্দাহ) পশ্চাতে থাকে অথবা মানব জ্ঞানের উর্দ্ধে এবং যাকে পঞ্চইন্দ্রীয় অনুভব করতে পারে না ।

Dhaka University Institutional Repository

এটাও এজন্য গুরুত্বহীন যে, এ ঘটনা আকস্মিক ভাবে এক মুহুর্তের জন্যে ঘটেছিল । সে বিশেষ মুহূর্তটায় সারা দুনিয়ার মানুষ চাঁদের দিকে চেয়ে থাকবে এমন কোন কথা ছিলনা । ঘটনাটার সাথে কোন বিস্ফোরণ ঘটেনি যে লোকের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হবে । আগে থেকে কোন বিজ্ঞপ্তিও ছিলনা যে, লোক তার প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে । তাছাড়া সারা দুনিয়ায় তা দেখাও সম্ভব ছিলনা । শুধুমাত্র আরব ও তার পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলোতেই তখন চাঁদ উঠেছিল । আর ইতিহাস লেখার আগ্রহ ও কলাকৌশল তখনও এতটা উৎকর্ষতা লাভ করেনি । তথাপি মালাবারের ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় সে রাতে সেখানকার রাজা এ দৃশ্য দেখেছিল ।[৩৬]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ :

হাদীস সংকলন

মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের দুশতাব্দী পর আব্বাসীয় খলিফা মামুনুর রশিদের আমলে হাদীস সংকলকগণ জীবন চরিত সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো সংকলন আরম্ভ করেন। শুধু তাঁরাই নয় সে যুগের অন্যান্য বর্ণনা সংকলকের ও সমকালীন খলিফার ইচ্ছার বিরোধিতা করার সামর্থ ছিলনা ।[৩৭]

ড. হায়কলের এ প্রতিবেদন সে যুগে হাদীস ও মহানবীর (সা.) জীবন চরিত বিষয়ক বর্ণনার ইতিহাসের যথার্থ নয়। সংকলকদের কেউ কেউ সমকালীন খলিফার প্রভাব কাটিয়ে না উঠতে পারাটা বিচিত্র নয়। তাই বলে সবার সম্পর্কে ঢালাও মন্তব্য করা ঠিক নয়। কারণ সে আমলের হাদীস ও জীবন চরিত বিষয়ে অনেকে তাঁদের গ্রন্থে এমন সব হাদীসও বর্ণনা করেছেন যা খলিফাদের মনোপূত ছিলনা । দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় , ইমাম বুখারী ইমাম তিরমিযী প্রমুখ মনীষী আব্বাসীয়দের সব চেয়ে বড় শত্রু আমীর মুআবিয়ার প্রশংসা সূচক হাদীস সংকলন করেছেন । আর তাঁরা এসব সংকলন করেছেন আব্বাসীয় আমলেই । হযরত ইমাম মালেক , হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল , হযরত ইমাম আবু হানিফা (র) প্রমুখ মনীষীকে আব্বাসীয় খলিফাদের কথা না শোনার জন্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি হযরত ইমাম আবু হানিফা (র) কে জেলেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। সুতরাং এসব মনীষী তাঁদের গ্রন্থ রচনা , হাদীস ও বর্ণনা সংকলন এক কথায় নিজেদের মতামত প্রকাশে সমকালীন রাজ শক্তির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি, বলাটা সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছুই নয় ।[৩৮]

----

৩৬. সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী , সীরাতে সারওয়ারে আলম ১ম খন্ড, পৃ. ২৮৭।

৩৭. তু ড. হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ.৬১।

৩৮. মাওলানা আব্দুল আওয়াল, মহানবীর (সা.) জীবন চরিত, ই.ফা.বা, পৃ.৬১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ :

অন্যান্য বিষয়ের পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল নবী মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী সম্পর্কে " ঐতিহাসিক সমালোচনামূলক পর্যালোচনা (Historical Critical Study) উপস্থাপনের নিমিত্ত যে সকল প্রাচীন সীরাত গ্রন্থ ও প্রাচ্যবীদদের রচিত গ্রন্থকে তথ্যসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সে মর্মে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু হায়কল আলোচ্য গ্রন্থের কাঠামো ও গঠন শৈলীর অনেক ক্ষেত্রে সুত্র উল্লেখ ছাড়াই অবলীলাক্রমে উক্ত গ্রন্থ গুলোর অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের হুবহু পাঠাংশ (ইবারত) আহরণের বেলায় সুত্র উল্লেখের মত আধুনিক গবেষণা পদ্ধতির আবশ্যকীয় বিষয়টির প্রতি অমনোযোগ প্রদর্শন করেছেন । ড. হায়কল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ সংক্রান্ত বিষয়ে এগিয়ে ছিলেন ।

পূর্বোল্লেখিত যে সকল গ্রন্থ হতে ড. হায়কল সুত্রের উল্লেখ ছাড়াই অধ্যায় , পরিচ্ছেদ ও বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয় । সে গুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে এর W. Muir এবং Life of Mohammad ইবনে হিশাম বিরচিত সীরাত উল্লেখযোগ্য । ড. হায়কলের হায়াতু মুহাম্মদ এর " বিলাদ আল আরব কাবল আল ইসলাম " শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ের জন্য W. Muir এর Arabia before the time of Mohammed শীর্ষক পুরো দ্বিতীয় অধ্যায় মডেল হিসেবে বিবেচিত । ড. হায়কল মডেল গ্রহণ করে ক্ষান্ত হননি , বরং আলোচ্য দুটো গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় মিলিয়ে পড়লে হুবহু পাঠাংশের অনুবাদের নজির ও বিরল হবেনা [৩৯]

----

৩৯. Antonie wessels , A Modern Arabic biography of Mohammad , P.P. 227-8 ; সুত্র উল্লেখ ছাড়াই সরাসরি পাঠ্যাংশ উদ্ধৃতির উদাহরণ :

1.In this great peninsula , 1,400 Miles in length , and half as many in breadth . There is not a single river deserving the name .দেখুন W. Muir , The life of Mohammad , P LXXXVIII
II
قطو ل شبه الجز ير ة يبلغ أ جر ه من ألف كيلو متر و عر ضه يبلغ نحو الأ ف من الكلو متر ا ت و
فليس في هذ ه النا حية القسيا حة ,عصمه ا كثر من هذ ا جد به جد با صر ف عين كل كستعمر عنه
- من الأرض نهر وا حد

তু ড. হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

এ ছাড়াও Muir এর গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় Pre historical notice of Macca ড. হায়কলের " হায়াতু মুহাম্মদ " এবং "মক্কা ওয়া কাবা ওয়া কুরাইশ " শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ৩ আগষ্ট ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রবন্ধ যেটি " হায়াতু মুহাম্মদ " গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় হিসেবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে , সেখানে আল ঘরানিক সম্পর্কে উপস্থাপিত আলোচনার মূল সূর Muir এর Life of Mohammad থেকে সংগৃহিত হয়েছে ।[৪০]

প্রথম অধ্যায়ের নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু ও শিরোনাম সমুহ ড. হায়কল W.Muir এর গ্রন্থ থেকে চয়ন করেছেন। যথা : "মওক শিবহি আল জাযীরাহ আল যুগরাফী " (আরব উপদ্বীপের ভৌগলিক অবস্থান) শিবহ যাযীরাহ আল আরব মজহুলতুন খলা আল য়ামন (য়ামন ব্যতীত সমগ্র আরব উপদ্বীপ ছিল অজ্ঞাত) , ত্বরীকা আল কাওয়াফিল (অভিযাত্রীদলের দু-রাস্তা) , আল য়াহুদীয়্যাহ ওয়াল নাসরানিয়্যাহ ফী বিলাদ আল য়ামন । (ইয়ামেনে ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ) ওয়াসুনয়্যাতু আরব ওয়া আসবাবুহা (আরবে পৌত্তলিকতা ও এর কারণ) , ইনুতসার আল ওয়াসনিয়্যা (পৌত্তলিকতার প্রসার) ইত্যাদি ।[৪১]

H.A.R.Gibb এ প্রসঙ্গে বলেছেন
Haykals Chapter divisions with the headings in the mergins Somewhat resemble Muirs, So that it could perhaps be said that just as a French novel was a model for the novel, Zainab" Muirs work was a model for "Hayat Mohammad .[৪২]

ড. হায়কল রাসুল (সা.) এর যুদ্ধাভিযানের বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রচীন সীরত গ্রন্থ বিশেষত ইবনে হিশামের সীরত এবং আল তাবারী আল ওয়াক্বেদীর মাঘাযী এর উপর প্রায়শঃই নির্ভর করেছেন ।তবে মাঝে মাঝে ইবনে সাদ এর বর্ণনা গ্রহণ করতে দেখা যায় । মুতার যুদ্ধ , খালীদ বিন আল ওয়ালীদ (মৃ.খৃ. ৬৪২) এর সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ , আবু ইফক , আসমা বিনতু মারাওয়ান ও কাবব আশরাফ (মৃ.খৃ. ৬২৫) প্রমূখকে কবিতার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দা করার অপরাধে হত্যা , আল রাজী দিবসের ঘটনা (খৃ. ৬২৫) ইত্যাদি বিষয়াদী আল ওয়াকেদীর মাঘাযী হতে সরাসরী সংগৃহিত ।

----

৪০. Antonie wessels , প্রাগুক্ত , পৃ. ২২৮।

৪১. তু. হায়কল , প্রাগুক্ত , পৃ.৮৩-১০০; W. Muir , The life of Mohammad , P LXXXVIII

৪২. H.A.R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam (Boston , 1962), P. 294.

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে ঐতিহাসিক বদর ও উহুদ যুদ্ধের ঘটনা , গযওয়া খন্দক , বনু কুরায়জা ও তাবুক এর ঘটনা এবং প্রতিনিধি দল প্রেরণের বছর এর বর্ণনা ও হযরত আবু বকর (রা.) এর হজ্জে ভ্রমণের ঘটনা ইবনে হিশামের তারিখ থেকে নেয়া হয়েছে । অথচ কোন সুত্র উল্লেখ করা হয়নি ।[৪৩]

এ ছাড়াও ইবনে হিশামের আল সীরাত আল নভবিয়্যাহ হতে ড. হায়কল হুবহু পাঠাংশ উদ্ধৃত করে সুত্র উল্লেখ করেননি । উদাহরণ স্বরূপ নিন্মে আমরা এ ধরণের দুটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি :[৪৪]

১. রাসুল (সা.) এর বক্ষ বিদীর্ণের ঘটনা বর্ণনায় মুহাম্মদ (সা.) এর দুধভাই তার মাকে এসে বললো
ذاك أخي القر شي قد أ خذ ه رجلا ن عليهما ثيا ب بيض فأ ضجعا ه فشقا بطنه ,فهو يسو طا نه-

২. অতঃপর মুহাম্মদ (সা.) এর দুধ মা হালিমা বলেন :

فخر جت أنا و أبو ه نحو ه فو جد نا ه قائما ممتعا وجهه ,فا لتز مته و ا لتزمه أبو ه ,فقلنا له: ما لك يا بني ؟ قا ل: جائني رجلا ن عليهما ثيا ب بيض فأ ضجعا ني فشقا بطني فا لتمسا فيه شيئا لم ادري ما هو-

ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল তাঁর এ গ্রন্থটির উপসংহার টেনেছেন “ আল হাদারহ আল ইসলামীয়্যাহ কমা সাওয়ারহা আল কুরআন ” (আল কুরআন চিত্রিত ইসলামী সভ্যতা) এবং “ আল মুসতাসরিকুন ওয়াল হাদারাহ আল ইসলামীয়্যাহ ” (প্রাচ্যবিদ ও ইসলামী সভ্যতা) শীর্ষক দুটো অধ্যায়ের মাধ্যমে । প্রথম অধ্যায়ে ড. হায়কল ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা জড়বাদী ভিত্তির উপর দন্ডায়মান অন্যদিকে ইসলামী সভ্যতা অস্তিত্বের পানে জনতাকে আহবানের আত্মিক ভিত্তির উপর দন্ডায়মান । দ্বিতীয় অধ্যায়ে ড. হায়কল প্রাচ্যবীদদের ইসলামী সভ্যতা বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করেছেন ।[৪৫]

----

৪৩. তু . ড. মুহাম্মদ সালাহ আল দীন আল উমরী , “মনহজ আল দকতূর মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ফী কিতাবাত আল সীয়র ওয়া আল তারাজীম ” মজল্লহ আল মজম আল ইলমী আল হিন্দী (আলীগড় , খৃ. ১৯৯০) খ. ১৩ পৃ. ১২৭।

৪৪. তু. ড. হায়কল হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ১২৭ ; ইবনে হিশাম সীরত আল নবভিয়্যাহ (কায়রো : দার আল কুতুব আর মিসরীয়্যাহ , তা,নে),প্রথম খন্ড, পৃ. ১৬৫-৫। Antonie wessels, তাঁর A Modern Arabic Biography of Muhammad গ্রন্থের The relationship of Hayat Muhammad to the classical Sources অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । দেখুন , প্রাগুক্ত , পৃ. ১৯৪-২০৭।

৪৫. ড. হায়কল , হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ৫১৬-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হায়কল তাঁর "হায়াতু মুহাম্মদ " গ্রন্থটি অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ সাবলিল ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন। তিনি রাসুল (সা.) এর জীবনীকে আদর্শ ও উন্নত মানবীয় প্রতিচ্ছবি হিসেবে পেশ করেছেন । যদিও স্বীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে মুযিজাহগুলো অস্বীকারের প্রয়াস পেয়েছেন । তাঁর গ্রন্থের ভাষা অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল । ফলে আধুনিক পাঠকের এটি বুঝতে ও উপভোগ করতে কোন বাধার মুখোমুখি হবার কথা নয় । প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার এ বিশাল গ্রন্থে অপরিচিত , কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দ সংখ্যা নগন্য। লেখক " বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি " স্টাইলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণের পাশাপাশি সাহিত্যিক অনুভূতি ও আবেগময় শৈলী অবলম্বন করেছেন কোন কোন ঘটনার বর্ণনায় । যেমন , খাদীজাহ (রা.) এর ব্যবসায় প্রতিনিধি হিসেবে রাসুল (সা.) এর সিরিয়ায় বানিজ্য সফর শেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তন , খাদীজাহ (রা.) এর সাথে তাঁর সাক্ষাত এবং খাদীজাহ (রা.) কতৃক রাসুলের (সা.) প্রতি অনুরাগের বিষয়টি বর্ণনায় হায়কল রোমান্টিক মন ও অনুভূতির মাধ্যমে গল্প বলার ভঙ্গিতে শুষ্ক ইতিহাসে রস সিঞ্চনের প্রয়াস পেয়েছেন ।

হায়কলের ভাষায় :[৪৬]

وهي التي ردت من ,ولم يك إلا رد الطرف حتي انقلبت غبطتها حبا جعلها وهي في الأربعين من سنها
تود أن تتز و ج من الشبا ب الذي نفذ ت نظر ا ته و نفذ ت كلما ته إ لي ,قبل أعظم قر يش شرفا و نسبا
اعما ق قلبها-

"এক পলকেই খাদীজাহর ঈর্ষা পরিণত হল প্রণয়ে , তাঁর বয়স তখন চল্লিশ । ইতোপূর্বে তিনি আভিজাত্য ও বংশ মর্যদায় প্রভাবশালী জনৈক কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন । এক্ষনে খদীজাহ এমন এক যুবককে বিয়ে করতে চাচ্ছেন যাঁর দৃষ্টি বা পলক এবং মুখ নিঃসৃত বাণী তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে বিদ্ধ করেছে। "

অনুরূপ আরেকটি আবেগ আপ্লুত ও অনুভূতিপ্রবণ বর্ণনা পাওয়া যায় গ্রন্থের ২৪ তম অধ্যায়ে যেখানে মক্কা বিজয়ের দিন রাসুল (সা.)এর মক্কাহ'য় প্রবেশকালীন সময়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে । এ অংশটি পড়লে মনে হয় কোন ঔপন্যাসিক পাহাড় ঘেরা সবুজ,শ্যামল এবং প্রাকৃতিক সুষমা মন্ডিত কোন স্থানের বর্ণনা দিচ্ছে । [৪৭]

----

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

৪৭. প্রাগুক্ত , পৃ. ৪২৫।

Dhaka University Institutional Repository

وبذ هب بعض المستشر قين إلي أن هذ ه الر ائحة الذ كية تر جع إ لي ما اعتا د النبى طوا ل حيا ته

-في التطيب حتي كا ن يرى الطيب بعض ما حبب إ ليه من هذ ه الحيا ة الد نيا

কোন কোন প্রাচ্যবিদ ইন্তিকালের পর নবী করিম (সা.) এর পবিত্র দেহ থেকে সুগন্ধি বের হওয়ার ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলেন , রাসুলুল্লাহ (সা.) জীবিতকালে যেসব জিনিষ সবচেয়ে বেশী পছন্দ করতেন , তার মধ্যে খুশবু বা সুগন্ধি ছিল অন্যতম । সারা জীবন তিনি এত সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন যে, সেগুলো তার শরীরে মিশে গিয়েছিল । ইন্তেকালের পর ও তাঁর পবিত্র দেহ থেকে সেসব বের হচ্ছিল ।

লেখক ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল প্রাচ্যবীদদের বস্তুবাদী অভিমতটি উল্লেখ করেছেন । কিন্তু তিনি তা খন্ডন করেননি । মূলত বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন থেকে যারা সবকিছু মূল্যায়ন করেন, ইন্তেকালের পর নবী করীম (সা.) এর পবিত্র দেহ থেকে সুগন্ধি বেরুনোর তাৎপর্য তাদের উপলব্ধি হওয়ার কথা নয় । কারণ এটা হচ্ছে, সৃষ্টির সেরা আমাদের প্রিয় নবীর অলৌকিক ব্যাপার । এই অলৌকিক ব্যাপার বুঝার দিব্যদৃষ্টি তাদের নেই । বরং প্রাচ্যবিদরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা অবাস্তব । কারন কোন সুগন্ধিই চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হয়না । জীবিতকালে ব্যবহৃত সুগন্ধি কখনো শরীরে মিশে গিয়ে মৃত্যুর পর সুগন্ধি ছড়ায় না । যদি তাই হতো , পাশ্চাত্যের অনেক বিত্তশালী লোক যারা সারা জীবন সুগন্ধিতে ডুবে থাকেন , মৃত্যুর পর তাদের দেহ থেকেও সুবাস ছড়াতো। তা তো হয় না । এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ইন্তিকালের পর গোসল দেয়ার সময় নবী করিম (সা.) এর পবিত্র দেহ থেকে যে সুবাস ছড়াচ্ছিল , তা পার্থিব সুবাস নয় । এ ছিলো তাঁর মুজিযা , অলৌকিক ব্যাপার । দিব্যদৃষ্টি ছাড়া তা উপলব্ধি করা যায় না ।[৪৯]

রাসুল (সা.) এর ইন্তিকালের পর তাঁর পবিত্র দেহ মোবারককে বিদায় জানানোর দৃশ্যের বর্ণনা আরো হৃদয় বিদারক ।[৫০] এ সকল বর্ণনা পাঠ করলে মনে হয় যে, ড. হায়কল বর্ণনাকারীদের উদ্ধৃতি নয় , বরং নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে ইতিহাস বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন । তাই তাঁর এ গ্রন্থটিকে বাস্তবিক কারণে আরবী জীবনী সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করতে পারি ।

----

৪৮. প্রাগুক্ত, হায়াতু মুহাম্মদ , পৃ. ৫১২।

৪৯. প্রাগুক্ত , মহানবীর (সা.) জীবন চরিত , পৃ. ৬৭২।

৫০. প্রাগুক্ত , পৃ. ৫১২।

Dhaka University Institutional Repository

ড. হায়কল আলোচ্য গ্রন্থসহ অন্যান্য সাহিত্যিক ও ইসলামী গ্রন্থে বিভিন্ন ঘটনা ও দূর্ঘটনার সামাজিক , অর্থনৈতিক , ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মধ্যে তাঁর পাশ্চাত্য ও ফরাসী সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান । তিনি তাঁর রচনায় একটি সুবিন্যস্ত রচনাশৈলী অনুসরণ করেন । সে অনুযায়ী ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে সংলাপের তিনি উত্তেজিত না হয়ে থাকেন প্রশান্ত । যে কোন ঘটনার বিস্তারিত বিবরণকে খন্ড খন্ড করে পরিবেশন করেন । অশূদ্ধতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণের পর স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে প্রমাণাদী উপস্থাপন করেন । মাঝে মাঝে তাঁর বর্ণনা শৈলীতে আইনজীবীর স্বভাব পরিদৃষ্ট হয় । এটা হয়তো এজন্যে যে, জীবনের শুরুতে তিনি একজন জাদরেল আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরূ করেছিলেন । পরে হন রাজনীতিবিদ । এজন্যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে বক্তৃতার ভঙ্গিতে দেখা যায় । মনে হয় তিনি এজলাসের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আদালতের মনোযোগ নিজের দিকে বা মক্কেলের দিকে আকর্ষণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ।[৫১]

----

৫১. তু .ড. সালাহ আল দীন আল উমরী , প্রাগুক্ত , পৃ. ১২৯-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পরিশেষে বলতে পারি সমসাময়িক মিসরের রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির আলোকে ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল বিরচিত " হায়াতু মুহাম্মদ" তাঁর খাঁটি দেশপ্রেম উৎসারিত এক প্রচন্ড দ্রোহ । তাঁর এ কলমযুদ্ধ ছিল মিশনারীরূপী সাম্রাজ্যবাদির অনুচর ও এজেন্টদের বিরুদ্ধে , তাঁদের প্রভূদের বিরুদ্ধেতো বটেই । হায়াতু মুহাম্মদ রচনার মাধ্যমে তিনি বিপদগামী মিসরীয় যুব সমাজকে সত্য ও সঠিক পথের দিশা দানের আন্তরিক প্রয়াশ চালিয়েছেন ।

ড. হায়কল একজন জীবনীকার মাত্র নন , বরং Scientific Method এর সাহায্যে হায়াতু মুহাম্মদ গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে Historical Critical study উপস্থাপন করে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক এক নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন ।

হায়কল ছিলেন একজন উচুমানের সমালোচক (Critic) । তাঁর সমসাময়িক বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে আহমদ আমিন (খৃ.১৮৮৬-১৯৫৪) , ত্বহা হুসায়ন (খৃ. ১৮৮৯-১৯৭৩) , আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ (খৃ. ১৮৮৯-১৯৬৪) প্রমুখ ড. হায়কল প্রবর্তিত এ মতবাদ গ্রহণ ও অনুসরন করে প্রকারান্তরে তাঁকে নতুন মতবাদের প্রবর্তক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন । আধুনিক আরবী সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক আল আক্কাদের মন্তব্য উদ্ধৃত করেই প্রসঙ্গটির ইতি টানছি

আল আক্কাদ হায়কল সম্পর্কে বলেন: [৫২]

جد ير لأ ن يسلك في عد ا د نوا بغ مصر والأمة العر بية بل ,ولا شك أن هيكلا المورخ و كا تب السير
-جد ير أن يسلك في عد اد الكتا ب العا لمين ان جا ز أن يكو ن مصر يا فحسب في غير هذ ه الجهو د

ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল ইসলামী অভিজ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শী ও বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব । তাঁর অপরিতৃপ্ত জ্ঞান পিপাসা , অসাধারণ ধী শক্তি , অপরিসীম বিদ্যাবত্তা ও সর্বোতোমুখী প্রতিভা তাঁকে মিসরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবনী রচায়িতার গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেছে ।

----

৫২. ড. হামযাহ ও ড. শরফ , আদব আল মক্বালাহ আল সহফিয়্যাহ ফী মিসর , পৃ. ৫৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

* আল কুরআনুল কারীম ।

* আল আসকালানী , ইবনে হাজার , তহযীব আল তহযীব (হায়দরাবাদ : দায়রাহ আল মাআরিফ আল নিজামিয়্যাহ , ১৩২৭ হি.) ।

* আবদ আল আযীয শরফ , ডক্টর , ফন আল মকাল আল সহফী ফী আদবী মুহম্মদ মিসর (কায়রো : আল হয়্যত আল আম্মহ লি আ কিতাব, খৃ. ১৯৮৯) ।

* আবদ আল লতীফ হামযাহ , ডক্টর , আদব আল মকালাহ আল সহফিয়্যাহ ফী মিসর (কায়রো : আ হায়্যাত আল মিসরিয়্যাহ আল আম্মহ লি আল কিতাব , খৃ. ১৯৮৮), ৯ম খন্ড ।

* মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ওয়া আল ফিকর আল কাওমী আল মিসরী (বৈরুত: দার আল জয়ল , খৃ. ১৯৯২) ।

* মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ফি যিকরাহু (কায়রো : দার আল মাআরিফ, খৃ. ১৯৮৬) ।

* ইবরাহীম ইউয্, ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল আদীবন ওয়া নাকীদন ওয়া মুফাককিরন ইসলামিয়্যান (কায়রো : মাকতাবাতু যাহরা আল শরক, খৃ. ১৯৯৮) ।

* ইউসুফ কোকন , মুহাম্মদ, আলাম আল নসর ওয়া আল শির ফী আল আসর আল আরবী আল হাদীস (মাদ্রাজ : দার হাফিযহ লি আল তিবাআহ ওয়া আল নশর খৃ. ১৯৮৪), ৩য় খন্ড ।

* ইবনে কাছির , আল বেদায়া ওয়া আল নিহায়া (কায়রো : আল মাতবাআ আল সদিয়্যাহ , তা. নে.) ।

* ইবনে হিশাম , আবূ মুহাম্মদ আবদ আল মালিক , আল সিরাত আল নবভিয়্যাহ (মিসর : মুস্তফা আল বাবী আল হলবী ওয়া আওলাদুহু , খৃ. ১৯৫৫) ।

* আল ওয়াকেদী , মুহাম্মদ ব. উমর , কিতাব আল মাঘাযী (লন্ডন : জাসিয়া অক্সফোর্ড , খৃ. ১৯৯৬) ।

Dhaka University Institutional Repository

* কার্ল ব্রোক্যলস্যান , তারিখ আল আদব আল আরবী , ড. আবদ আল হালীম আল নজ্জার কতৃক আরবী অনুবাদ , (মিসরঃ দার আল মাআরিফ , খৃ. ১৯৬২), ৩য় খন্ড ।

* কামিল হুসায়ন , মুহম্মদ , ফি আদবি মিসর আল ফাতিমিয়্যাহ , তা নে.) ।

* কান্দলভী , মুহাম্মদ ইদ্রিস , সীরাত আল মুস্তফা (দেওবন্দঃ ইরশাদ বুক ডিপো ,তা নে .)।

* আল গযালী , মুহাম্মদ , ফিকহ্ আল সীরাহ্ (বৈরূত : দার এহইয়া আল তুরাস আল আরবী, খৃ.১৯৮৬)।

* জুর্জী যায়দান , তারিখ আল আদব আল লুঘাহ আল আরাবিয়্যাহ (কায়রো : দার আল হিলাল , তা . নে) ৪র্থ খন্ড।

* আল তবরী , আবূ জফর মুহাম্মদ , ব. জরীর , তারিখ আল রুসুল ওয়া আল মুলূক (লাইডেন , খৃ. ১৮৭৯-১৯০১) , ১ম খন্ড।

* তহা হুসায়ন , আল আয়্যাম , (খৃ. ১৯৭৪) ১ম খন্ড।

* আল নজ্জার , হুসায়ন ফাওযী ডক্টর, হায়কল ওয়া হায়াতু মুহাম্মদ (কায়রো : মকতবত আল ইনজলূ আল মিসরিয়্যাহ , খৃ. ১৯৭০) ।

* আল দকতুর মুহাম্মদ হুসয়ন হায়কল মুফককিরন ওয়া আদীবন (কায়রো : দার আল মাআরিফ , খৃ. ১৯৮৯)।

* নুমান শিবলী , সীরাত আল নবী (আযম গড় : মকতবাহ্ মাআরিফ , তা. নে .) ১ম খন্ড।

* আল ফাখুরী , হন্না , তারিখ আল আদব আল আরবী (বৈরূত : মকতবত আল বুলসিয়্যাহ , তা. নে .)।

* আল বুখারী , মুহাম্মদ ব. ইসমাঈল , আর জামী আল সহীহ (দিল্লী , হি. ১৩২২)।

* আল মাকদিসী , আনীস , আল ফুনূন আল আদাবিয়্যাহ ওয়া আলামুহা ফী আল নহদাহ আল আরাবিয়্যাহ আল হাদীসহ(বৈরূত : দার আল ইলম লি আল মালাঈন , খৃ. ১৯৯০)।

* আল মরসফী , সদ ডক্টর , আল জামি আল সহীহ লি আল সীরাহ আল নভবিয়্যাহ(কুয়েত : মকতবত আল মানার আল ইসলামিয়্যাহ, খৃ.১৯৯৪)।

Dhaka University Institutional Repository

* মুহাম্মদ ব. সদ ব. হুসায়ন ড. আল আদব আল আরবী ওয়া তারিখুহু , ২য় খন্ড, (৫ম মুদ্রণ, হি.১৪১২)।

* আল যয়্যাত , আহমদ হসন , তারীখ আল আদব আল আরবী (মিশর , তা নে)।

* শওকী দয়ফ , ড. ,আল আদব আল আরবী আল মুআসির ফী মিসর (কায়রো :দার আল মাআরিফ , খৃ. ১৯৫৭)।

* শওকী দয়ফ , ড. , দিরাসাত ফি আল শির আল আরবী আল মুআসির (কায়রো : দার আল মাআরিফ , ৫ম সংস্করণ , খৃ. ১৯৮৮)।

* হয়কল , মুহাম্মদ হুসায়ন , ড. , জ্যাঁ জাক রূশো (কায়রো : দার আল মাআরিফ , খৃ. ১৯৭৮)।

* হায়কল , তরাজিমু মিসরিয়্যাহ ওয়া ঘরবিয়্যাহ (কায়রো : দার আল মাআরিফ , খৃ., ১৯৮০)।

* হায়কল , হয়াতু মুহম্মদ , (কায়রো : মকতবত আল নহদাহ আল মিসরিয়্যাহ , ১৫ তম সংস্করণ, খৃ. ১৯৬৮)।

* আল বুতি, সঈদ রমদান ডক্টর , ফিকাহ আল সীরাহ (বৈরুত : দার আল ফিকর , খৃ. ১৯৯০)।

* সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ , ১৯ শ খন্ড, (ঢাকা, ই.ফা. বা, খৃ. ১৯৯৫)।

* আ. ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন , আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকাঃ ই . ফা. বা. খৃ.১৯৯৫)।

* আনসারী , মুসা ,আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, অক্টোবর ২০০৫)।

* আকরাম ফারুক (অনুঃ) , সীরাতে ইবনে হিশাম (ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার , খৃ .১৯৮৮)।

* আকরাম ফারুক (অনুঃ) , মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী , খৃ .২০০৬)।

Dhaka University Institutional Repository

* কান্দলভী , আল্লামা ইদ্রিস , সীরাতুল মুস্তফা (সা.)১ম খন্ড, (আবুল কালাম আজাদ অনুদিত, ই.ফা.বা ফেব্রুয়ারী ২০০৫.)।

* আবদুল আওয়াল, মাওলানা , (অনুঃ) মহানবীর (সা.) জীবন চরিত (ঢাকা: ই. ফা. বা, খৃ. ১৯৯৮)।

* আব্দুর রউফ দানাপুরী (র), আবুল বারাকাত , আসাহহুস সিয়ার , (অনুঃ) মাওলানা আ. ছ. ম. মাহমুদুল হাছান ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী , (ই. ফা. বা , সেপ্টেম্বর ১৯৯৬)।

* রহমান , মাহমুদুর , মাহবুবে খোদা (সা.) (আ. ফা. বা, জানুয়ারী , ২০০০)।

* আলী খান , মজীদ , শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) , (ই. ফা. বা, অনুঃ আবু মুহাম্মদ , এপ্রিল,২০০৫)।

* রেজায়ী , খাদিজা আখতার , (অনুঃ) আর রাহীকুল মাখতুম, (আল কুরআন একাডেমী লন্ডন,১৯৯৯)।

* আখন্দ , শহীদ (অনুঃ), সীরাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) , ৩য় খন্ড,(ঢাকা , ই. ফা. বা. খৃ. ১৯৯২)।

* মুহাম্মদ, আবু, (অনুঃ) ,শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ,(ঢাকা, ই. ফা. বা. এপ্রিল ২০০৫)।

* ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, হযরত রাসূলে করীম (সা.) জীবন ও শিক্ষা, (ঢাকা ই. ফা. বা, মে ১৯৯৭)।

Dhaka University Institutional Repository

* মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, শায়খুল হাদীস , মাওলানা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন , (সম্পাদনা, এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন , ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, মার্চ ২০০২)।

* সম্পাদনা পরিষদ, সীরাত বিশ্বকোষ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) , চতুর্থ খন্ড, (ই. ফা. বা, জুন ২০০২)।

* সম্পাদনা পরিষদ, সীরাত বিশ্বকোষ, হযরত মুহাম্মদ (সা.), অষ্টম খন্ড, (ই. ফা. বা, জুন ২০০৩)।

* সম্পাদনা পরিষদ, সীরাত বিশ্বকোষ, হযরত মুহাম্মদ (সা.), একাদশ খন্ড, (ই. ফা. বা, জুন ২০০৩)।

* সম্পাদনা পরিষদ, নাদরাতুন নাঈম , ১ম খন্ড, (দারুল ওয়াসিলা, ঢাকা,(অনুঃ) মহানবী (সা.) এর জীবনী বিশ্বকোষ , এপ্রিল ২০০০)

* আবুল আলা মওদুদী , সাইয়েদ , সীরাতে সরওয়ারে আলম , ১ম খন্ড, (অনুবাদ আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী , ঢাকা,২০০৪)।

* বদরুদ্দোজা , সৈয়দ , হযরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান , ২য় খন্ড, (ই. ফা. বা, ১৯৯৭)।

* ইয়াকুব আলী, এ. কে.এম , আরব জাতীর ইতিহাস চর্চা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, খৃ. ১৯৮২)।

* ইয়াহইয়া আরমাজানী , মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান, মুহাম্মদ ইনাম উল হক অনুদিত , (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী , খৃ. ১৯৭৮)।

* সফিউদ্দিন জোয়ারদার , আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, ২য় খন্ড, (বাংলা একাডেমী , ঢাকা, জুন ১৯৮৭)।

* আহমেদ , আশরাফুদ্দিন , মধ্যযুগে মুসলিম ইতিহাস , (চয়নিকা, ঢাকা, ২০০৩)।

* আলম , মাহবুবুল , অধ্যাপক , সাহিত্যতত্ত্ব (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড কোং , খৃ. ১৯৭১)।

Dhaka University Institutional Repository

* A .Guillaume, The life of Mohammad , EnglishTr. of Ibn Ishaq's sirah Rasul Allah (London : Oxford University, 1955) .

* Antonie Wessells, A Modern Arabic Biographyof Muhammad (leiden: E. j. Brill, 1972).

* H. A. R. Gibb, studies on the civilization of Islam (Boston, 1962) .

* Mohammad Mohor Ali, sirat al Nabi and the Orientalists (madina : king Fahad complex, vol. IA, IB, 1997).

* Muir, William , Life of Mohammad (London : Smith Elder & Co.1861).

* এ .বি এম . ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী ,ডক্টর, " ড. হায়কল রচিত হায়াতু মুহাম্মদ (সা.) ঃ পর্যালোচনা " ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা, ৩য় সংখ্যা ২০০২)।

* আবু বকর সিদ্দিক , মোঃ, "নাযীব মাহফুয ও আরবী কথা সাহিত্য" সাহিত্য পত্রিকা , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় , (বত্রিশ বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা , খৃ. ১৯৮৯) ।

* এ .বি এম . ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী ,ডক্টর, " আরবী জীবনী সাহিত্য : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ " বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, (ঢাকা, একবিংশ খন্ড, জুন ২০০৩)।

* খান ,মুহিউদ্দীন , সম্পাদিত, মাসিক মদীনা ,(সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা, ২০০০)।

* Abu Bakar Siddique, Haykal's zaynab as the pioneering Artistic nove in Arabic, Chittagong university studies, Arts Vol.ix 1993.

আবদুস সাত্তার , মুআইয়্যিদ , ড. "আল মাদখল ইলা দিরাসাহ আল সীরাহ আল যাতীয়্যহ" মজল্লত আল ইলমি আল হিন্দী , (আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩ শ সংখ্যা ,খৃ. ১৯৯০)।